মৌল পাঠক্রম

ভি. আই. লেনিন

জে. ভি. স্তালিন

জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

মার্চ ১৯৪১

প্রকাশক :
সুনীল বসু
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
প্রভাত চন্দ্র চৌধুরী
লোক-সেবক প্রেস
৮৬এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা ১৪

সূচী

ভি. আই. লেনিন

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার [থিসিস] ১

জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রাথমিক খসড়া বিধান [থিসিস] ১৭

ভাষার প্রশ্ন সম্পর্কে লিবারাল ও ডেমোক্রাটরা ২১

জাতীয় সংস্কৃতি ৩২

টীকা ৩৮

জে. ভি. স্তালিন

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা (নির্বাচিত অংশ) ৪৩

জাতি সমস্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট ৬৭

অক্টোবর বিপ্লব ও জাতি সমস্যা (১৯১৮) ৭৫

জাতি সমস্যার ক্ষেত্রে পার্টির আশু কর্তব্য ৮০

পার্টি ও রাষ্ট্রের বিকাশে জাতীয় উপাদান ৯১

জাতিগত প্রশ্নে বিচ্যুতি ১০১

* * *

জাতি সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব (এপ্রিল কনফারেন্স ১৯১৭) ৬৯

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের ঘোষণা ৮৭

টীকা ১১২

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

[থিসিস]

(১) সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও অত্যাচারিত জাতিসমূহের মুক্তি

সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর। প্রধান প্রধান দেশগুলিতে মূলধন আজ জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে, মূলধন প্রতিযোগিতার জায়গায় এনে বসিয়েছে একচেটিয়া কারবারকে এবং সমাজতন্ত্রের সাফল্যের সমস্ত বাস্তব অবস্থারই সৃষ্টি করেছে। তাই পশ্চিম ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ধনতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদের জন্য এবং বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামই সমসাময়িক হালচাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড আকারে শ্রেণী বিরোধকে তীব্রতর করে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি, উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের জীবনযাত্রার চরম অবনতি ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে এই সংগ্রামের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই চরম অবনতির অভিব্যক্তি হল ট্রাস্ট গঠন, জীবিকা নির্বাহে অত্যধিক ব্যয়ভার; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এর অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা যায় সমরবাদের আবির্ভাব, আরও বেশী ঘন ঘন যুদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আরও ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতিগত নিপীড়নের প্রসার ও তীব্রতা বৃদ্ধি এবং ঔপনিবেশিক লুণ্ঠতরাজ। বিজয়ী সমাজতন্ত্রের অবশ্যকরণীয় কাজ হবে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তারই ফলস্বরূপ শুধু জাতিসমূহের পরিপূর্ণ সমানাধিকার প্রবর্তন করলেই চলবে না, বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে অত্যাচারিত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অর্থাৎ তাদের অবাধ রাজনৈতিক পৃথকীকরণের অধিকারকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। এখন বিপ্লবের সময় এবং এর বিজয়ের পরে, নিজেদের সমগ্র কার্যকলাপ দিয়ে যেসব সোস্যালিস্ট পার্টি এ কথা প্রমাণিত করে না যে, তারা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতিগুলিকে মুক্ত করবে এবং তাদের সঙ্গে অবাধ ইউনিয়নের—বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার ছাড়া অবাধ ইউনিয়ন কিন্তু মিথ্যা বুলি বিশেষ—ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলবে, সেই সব পার্টি সমাজতন্ত্রের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকবে।

অবশ্য, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের একটি ধরন, রাষ্ট্র যখন থাকবে না, তখন এ গণতন্ত্রও থাকবে না, কিন্তু এ অবস্থা শুধু তখনই ঘটবে যখন চূড়ান্তভাবে বিজয়ী ও সুদৃঢ় সমাজতন্ত্রের পূর্ণ সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটবে।

(২) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি মাত্র ঘটনা নয়, একটি মাত্র ফ্রন্টে একটি মাত্র সংগ্রামও এ নয়—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল তীব্র শ্রেণী-বিরোধের এক সমগ্র যুগ, এ হল সকল ফ্রন্টে অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাজনীতির সকল প্রশ্নে এক দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রাম, বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্য দিয়েই শুধু এ সংগ্রামের অবসান হতে পারে। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ থেকে অন্য পথে নিয়ে যেতে কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে গোপন করে বা ছায়াচ্ছন্ন করে রাখতে সক্ষম—এ রকম চিন্তা করা হবে এক মারাত্মক রকমের ভুল। বরং, পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া যেমন সমাজতন্ত্র বিজয়ী হতে পারে না, তেমনি গণতন্ত্রের জন্য সর্বাত্মক, সুসঙ্গত ও বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে এ "অকার্যকর" বা "মায়াময়"—এ রকম ধুয়ো তুলে গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর বিষয়বস্তুর একটিকেও, যেমন, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে, বাদ দেওয়াও কম ভুল হবে না। ধনতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অকার্যকর—এ যুক্তি হয় শর্তহীন, অর্থনৈতিক অর্থে বুঝতে হবে, আর নয় শর্তাধীন, রাজনৈতিক অর্থে বুঝতে হবে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমতঃ ঐ অর্থে, শ্রমকেই বিনিময় মূল্য বলে ধরা বা সংকটের অবসান প্রভৃতির মতো ব্যাপার ধনতন্ত্রে অকার্যকর। কিন্তু তাই বলে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণকে একইভাবে অকার্যকর বলা আদৌ ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ অর্থে "অকার্যকারিতা"র যুক্তি খণ্ডন করার পক্ষে ১৯০৫ সালে সুইডেন থেকে নরওয়ের বিচ্ছেদের একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তৃতীয়তঃ উদাহরণ হিসাবে, জার্মানির এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও রণকৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোট ছোট কয়েকটি পরিবর্তনের ফলে নতুন পোলিশ, ভারতীয়, ইত্যাদি রাষ্ট্র গঠন করার কাজ আজ বা কাল সম্পূর্ণভাবে "কার্যকর" হতে পারে—এ কথা অস্বীকার করা অযৌক্তিক হবে। চতুর্থতঃ, ফিন্যান্স মূলধন তার নিজের প্রসারের তাগিদে সর্বাপেক্ষা অবাধ গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারগুলিকে এবং যে কোন দেশের, এমন কি "স্বাধীন" দেশেরও নির্বাচিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কিনে নিতে কিংবা ঘুষ দিয়ে

নিজের দিকে টেনে নিতে পারে ; রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কর্মক্ষেত্রে কোন রকম সংস্কার দিয়ে ফিন্যান্স মূলধনের এবং সাধারণভাবে মূলধনের প্রভুত্বের অবসান করা যাবে না ; এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ সমগ্রভাবে ও সম্পূর্ণভাবে এই কর্মক্ষেত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণী-নিপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রামের অধিকতর অবাধ, অধিকতর ব্যাপক ও অধিকতর সুস্পষ্ট রূপ হিসাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য কিন্তু ফিন্যান্স মূলধনের এই প্রভুত্বে এতটুকুও খর্ব হয় না। সুতরাং ধনতন্ত্রের অধীনে অর্থনৈতিক অর্থে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবিসমূহের একটির, অকার্যকারিতা সম্পর্কে যে সকল যুক্তি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার মূলে রয়েছে ধনতন্ত্রের এবং সমগ্রভাবে রাজনৈতিক-গণতন্ত্রের সাধারণ ও মৌলিক সম্পর্কের এক তত্ত্বগত ভুল বর্ণনা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিয়ে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। এর কারণ হল যে, সাম্রাজ্যতন্ত্রের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শুধু নয়, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সমস্ত মৌলিক দাবিও আংশিক ভাবেই শুধু "কার্যকর," এগুলি আবার বিকৃত রূপে "কার্যকর" করা হয় এবং ব্যতিক্রম হিসাবেও এগুলির "কার্যকারিতা" দেখা যায় (উদাহরণ স্বরূপ ১৯০৫ সালে সুইডেন থেকে নরওয়ের বিচ্ছেদের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে)। সমস্ত বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা অবিলম্বে উপনিবেশের মুক্তির যে দাবি তুলেছে ধনতন্ত্রের যুগে সে দাবিও কতকগুলি বিপ্লব ছাড়া "অকার্যকর"। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্ত কোন মতেই টানা যায় না যে, সোস্যাল-ডেমোক্রাসিকে **এই সব** দাবির জন্য আশু ও সবচেয়ে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম পরিহার করতে হবে—এ রকম পরিহারের ফলে সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা শুধু বুর্জোয়াদের ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করবে—বিপরীত পক্ষে কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে, এই সব দাবি স্থির করার এবং সেগুলিকে সংস্কারবাদী পদ্ধতিতে প্রকাশ না করে, বিপ্লবী পদ্ধতিতে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে ; এ কথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন ব্যক্তিরই নিজেকে বুর্জোয়া বৈধতার সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলবে না, ঐ সীমারেখা তাকে ভেঙে ফেলতে হবে ; পার্লামেন্টে বক্তৃতা আর মৌখিক প্রতিবাদ নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, জনসাধারণকে টেনে আনতে হবে চূড়ান্ত সংগ্রামে—এ সংগ্রাম দিকে দিকে প্রসারিত হবে এবং প্রত্যেকটি মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবির সংগ্রামকে উৎসাহিত করবে ; গণতান্ত্রিক দাবির এই সংগ্রাম বুর্জোয়াদের উপর শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণের অধ্যায় পর্যন্ত, অর্থাৎ যা বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

কেবলমাত্র কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট, রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল কিংবা ভুখ-দাঙ্গা বা সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের মাধ্যমে নয়, দ্রেফুস ঘটনার মতো[১] বা জাবার্ন ঘটনার মতো[২] রাজনৈতিক সংকটের ফলেও কিংবা একটি অত্যাচারিত জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রশ্নে গণভোট প্রসঙ্গে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে সেই সংকটের ফলেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে।

সাম্রাজ্যতন্ত্রে জাতির উপর জাতির অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার মানে এ নয় যে, বুর্জোয়ারা যাকে "স্বপ্নাশ্রয়ী" বলে অভিহিত করে থাকে, জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতার সেই সংগ্রামকে সোস্যাল-ডেমোক্রাসির পক্ষ থেকে পরিহার করতে হবে, বরং এই ক্ষেত্রে যে সব বিরোধ দেখা দেয় সেগুলিকে আরও বেশী করে সোস্যাল-ডেমোক্রাসির পক্ষ থেকে ব্যবহার করতে হবে, গণ-অভিযানের এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভিযানের ক্ষেত্র হিসাবেও সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

(৩) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য ও ফেডারেশনের সঙ্গে এর সম্পর্ক

জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে একমাত্র রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতার অধিকারকে, অত্যাচারী জাতির বন্ধন থেকে অবাধ রাজনৈতিক পৃথকীকরণের অধিকারকেই বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে, বিচ্ছেদের জন্য এবং যে জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদেরই গণভোটে বিচ্ছেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রচার-অভিযান চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতাই হল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এই দাবির অন্তর্নিহিত অর্থ। সুতরাং এই দাবিকে পৃথকীকরণের, টুকরো-টুকরো করণের এবং ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠনের দাবির সমান করে দেখলে চলবে না। এই দাবি বলতে শুধু এক জাতির উপর অপর এক জাতির সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় অভিব্যক্তিই বোঝায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যতই স্বীকৃত হতে থাকবে, কার্যক্ষেত্রে পৃথকীকরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ততই হ্রাস পেতে থাকবে; কারণ অর্থনৈতিক উন্নতি আর জনস্বার্থ—এই উভয় দিক থেকেই বড় বড় রাষ্ট্রে যে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে তর্কের কোন অবকাশ নেই, অধিকন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সুযোগ সুবিধাও বাড়তে থাকে। নীতি হিসাবে ফেডারেশনকে স্বীকার করে নেওয়া আর আত্মনিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নেওয়া এক জিনিস নয়। কোনো ব্যক্তি ঐ নীতির তীব্র বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমর্থক

ও প্রচারক হতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার দিকে অগ্রসর হবার একমাত্র পথ হিসাবে তিনি জাতীয় অসাম্যের পরিবর্তে ফেডারেশনকেই পছন্দ করবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কস আয়র্ল্যাণ্ডের ইংল্যাণ্ডেব পদানত হয়ে থাকার চেয়ে এমন কি আয়র্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ফেডারেশনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন, অথচ মার্কস ছিলেন কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমর্থক[৩]।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে মানবজাতিকে বিভক্ত করে রাখার এবং জাতিসমূহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সকল রকম রূপের অবসান করাই শুধু নয়, জাতি-সমূহেব মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনই শুধু নয়, তাদের একীকরণও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। এবং সুনির্দিষ্টভাবে এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে একদিকে রেনার ও অটো বাউয়ার-এর তথাকথিত "সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের"[৪] ভাবধারার প্রতিক্রিয়াশীল চবিত্র জনগণেব নিকট আমাদের ব্যাখ্যা করে বলতে হবে এবং অন্যদিকে আমাদের নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি দাবি করতে হবে অস্পষ্ট কথায় নয়, সাধারণভাবে শূন্যগর্ভ ঘোষণায়ও নয়, এবং সমাজতন্ত্রে না পৌছানো পর্যন্ত সমস্যাটি "দূরে সরিয়ে রাখার" পদ্ধতিতেও নয়, এ দাবি আমাদের করতে হবে সুস্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে রচিত এক রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে, যে কমসূচীতে নিপীড়িত জাতিসমূহের সোস্যালিস্টদের ভণ্ডামি ও ভীরুতা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার করে দেখা হয়েছে। মানব-জাতি যেমন অত্যাচারিত শ্রেণীর একনায়কত্বের উত্তরণকালের মধ্য দিয়েই শুধু শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির স্তরে পৌছাতে পারে, ঠিক সেভাবেই মানবজাতি সকল নিপীড়িত জাতির পূর্ণ মুক্তির, অর্থাৎ তাদেব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতার উত্তরণকালের মধ্য দিয়েই শুধু জাতিসমূহের অবশ্যম্ভাবী একীকরণের স্তরে পৌছাতে পারে।

(৪) জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটির প্রলেতারীয় বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা

জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিই শুধু নয়, আমাদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর **সকল** বিষয়ই পেটিবুর্জোয়ারা **অনেক আগেই**, সেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই, জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিল। এবং সেইদিন থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত পেটিবুর্জোয়ারা সেগুলিকে স্বপ্নাশ্রয়ী পদ্ধতিতেই প্রকাশ করেছে, কারণ তারা শ্রেণীসংগ্রামকে এবং গণতন্ত্রে সেই শ্রেণীসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়নি, কারণ তারা "শান্তিপূর্ণ" গণতন্ত্রেই বিশ্বাসী। এবং এ থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে

সমমর্যাদার জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ মিলন স্বপ্নবিলাসী ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়; এই স্বপ্নবিলাসী ধারণা জনসাধারণকে প্রতারিত করে এবং এই ধারণাকে সমর্থন করছে কাউৎস্কির অনুচরেরা। এই পেটিবুর্জোয়া, সুবিধাবাদী স্বপ্নাশ্রয়ী ধারণাকে সমান শক্তিতে বিরোধিতা করবার জন্যই সোস্যাল-ডেমোক্রাসির কর্মসূচীতে এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, জাতিসমূহকে অত্যাচারী জাতি আর অত্যাচারিত জাতিতে ভাগাভাগি করা সাম্রাজ্যবাদী যুগে অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এটা অপরিহার্য।

পররাজ্যগ্রাসের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে জাতিসমূহের সমানাধিকারের অনুকূলে শান্তিবাদী বুর্জোয়ারা বারবার যে সব সাধারণ, মামুলি কথা বলে থাকে তার মধ্যে অত্যাচারী জাতিসমূহের প্রলেতারিয়েতরা নিজেদের কিছুতেই সীমাবদ্ধ রাখবে না। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে যে প্রশ্ন এত "অপ্রিয়" জাতিগত নিপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের **সীমান্ত** সম্পর্কিত সেই প্রশ্নে প্রলেতারিয়েত নীরব থাকতে পারে না। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে অত্যাচারিত জাতিসমূহকে জোরজবরদস্তি করে রাখার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে; এর মানে হল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেব জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে। উপনিবেশের জন্য এবং "নিজেদের" জাতিকর্তৃক নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্য রাজনৈতিক পৃথকীকরণের স্বাধীনতা প্রলেতারিয়েতকেই দাবি করতে হবে। এর উল্টো কথা যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ শূন্যগর্ভ কথাই হয়ে দাঁড়াবে; অত্যাচারিত আর অত্যাচারী জাতিগুলির শ্রমিকদের মধ্যে আস্থা বা শ্রেণীসংহতি বলে কিছুই থাকবে না; যারা আত্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে কিন্তু "তাদের নিজেদের" জাতি কর্তৃক নিপীড়িত এবং বল প্রয়োগে "তাদের নিজেদের" রাষ্ট্রের মধ্যে বন্দী জাতিসমূহের ব্যাপারে নীরব থাকে সেই সব সংস্কারবাদী ও কাউৎস্কিপন্থীদের ভণ্ডামি অপ্রকাশিতই থেকে যাবে।

অন্যদিকে, অত্যাচারিত জাতির আর অত্যাচারী জাতির শ্রমিকদের সাংগঠনিক ঐক্যসমেত পরিপূর্ণ ও শর্তহীন ঐক্যকে অত্যাচারিত জাতির সোস্যালিস্টদেরই বিশেষ করে সমর্থন করতে হবে এবং কার্যকরী করতে হবে। এ ছাড়া বুর্জোয়াদের সর্বপ্রকার চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন কর্মনীতি এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের শ্রেণী-সংহতি রক্ষা করা অসম্ভব। অত্যাচারিত জাতিসমূহের বুর্জোয়ারা

শ্রমিকদের প্রতারিত করবার জন্য জাতীয় মুক্তির স্লোগানকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে; নিজেদের অভ্যন্তরীণ কর্মনীতির ক্ষেত্রে তারা এই স্লোগানকে প্রভাবশালী জাতির বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল চুক্তি করার কাজে ব্যবহার করে (উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রিয়ার এবং রাশিয়ার পোলিশদের কথা বলা যেতে পারে—ইহুদী ও উক্রেইনদের উপর নির্যাতন চালাবার জন্য তারা চুক্তি করছে প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে); নিজেদের বৈদেশিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে তারা নিজেদের লুটতরাজের পরিকল্পনাগুলিকে (ছোট ছোট বলকান রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতি) কার্যকরী করবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের কোন একটির সঙ্গে চুক্তি করবারই চেষ্টা করে।

কোন একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে কোন কোন অবস্থায় অন্য একটি বৃহৎ শক্তি—যে শক্তি ঐ শক্তিটির মতোই সমান সাম্রাজ্যবাদী—নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু এই অবস্থার ফলে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না যাতে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করতে হয়, যেমন রাজনৈতিক প্রতারণা ও অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের স্লোগানকে বহুক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা ব্যবহার করার ফলে (যেমন রোমানদের দেশগুলিতে ঘটেছিল) সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের তাদের প্রজাতন্ত্রের মতবাদকে অস্বীকার করতে হয়নি।*

(৫) জাতি-সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদ ও প্রুঁধোবাদ

পেটিবুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের থেকে মার্কসের পার্থক্য হল যে, কোনো গণতান্ত্রিক দাবিকেই মার্কস পরম সত্য বলে মনে করতেন না; কোনোরকম ব্যতিক্রম

* একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, "পিতৃভূমি রক্ষার" স্লোগান আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে উদ্ভূত হতে পারে বলে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেই অস্বীকার করা হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণ হাস্যকর। "পিতৃভূমি রক্ষার" স্লোগানের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে, ১৯১৪-১৬ সালের জাতিদাম্ভিক সমাজবাদীরা সমান অধিকার নিয়েই, অর্থাৎ সমান আন্তরিকতার অভাব নিয়েই গণতন্ত্রের যে কোন দাবিরই (যেমন প্রজাতন্ত্রের দাবির কথা) এবং জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে কোন সিদ্ধান্তেরই উল্লেখ করে থাকে। মার্কসবাদ কোন কোন যুদ্ধে পিতৃভূমি রক্ষার কর্তব্যকে স্বীকার করে। যেমন করা হয়েছিল মহান ফরাসী বিপ্লবে, কিংবা ইউরোপে গ্যারিবল্ডি পরিচালিত যুদ্ধগুলিতে; আবার ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মার্কসবাদ পিতৃভূমি রক্ষার কর্তব্যকে অস্বীকার করেছিল—কোন অবস্থায়ই কতকগুলি "সাধারণনীতি" হিসাবে নয়, কিংবা কর্মসূচীর কোন একটি বিষয় অনুসারে নয়, প্রত্যেকটি যুদ্ধের বাস্তব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই মার্কসবাদ এ সব ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

না করে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দাবিকেই তিনি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যাপক জনসাধারণের সংগ্রামের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি বলে মনে করতেন। এই দাবিগুলির মধ্যে এমন একটি দাবিও নেই যা কোন কোনো অবস্থায় বুর্জোয়াদের হাতে শ্রমিকদের প্রতারিত করবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারত না এবং ব্যবহৃত হয়নি। এ দিক থেকে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবিগুলির মধ্য থেকে একটিকে, বিশেষ করে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে পৃথক করে রাখা এবং বাকি দাবিগুলির বিরুদ্ধে সেটিকে দাঁড় করানো তত্ত্বের দিক থেকে মূলগতভাবে ভুল। কার্যক্ষেত্রে, প্রজাতন্ত্রের দাবি সমেত সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামকে তার বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার বিপ্লবী সংগ্রামের নীচে স্থান দিয়েই শুধু শ্রমিকশ্রেণী তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে।

অন্যদিকে, যারা "সমাজ বিপ্লবের নামে" জাতীয় সমস্যাকে "অস্বীকার" করেছিল সেই প্রুঁধোপন্থীদের সঙ্গে মার্কসের পার্থক্য হল যে, অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থের কথা প্রথমে মনে রেখেই মার্কস আন্তর্জাতিকতা-বাদ ও সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতিকে—যথা কোনো জাতিই মুক্ত হতে পারে না যদি সে জাতি অন্যান্য জাতির উপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে—এই নীতিকে পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন। জার্মান শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কস ১৮৪৮ সালে দাবি করলেন যে, জার্মানিতে বিজয়ী গণতন্ত্রকে জার্মানদের দ্বারা নির্যাতিত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। ইংরেজ শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কস ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে আয়র্ল্যাণ্ডের পৃথকীকরণের দাবি জানালেন এবং সেই দাবির সঙ্গে তিনি এ কথাও যোগ করে দিলেন যে, "যদিও পৃথকীকরণের পরে ফেডারেশন গঠিত হতে পারে।"[৫] শুধু এই দাবি প্রচার করেই মার্কস প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারায় শিক্ষিত করে তুলছিলেন। শুধু এইভাবেই তিনি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কর্তব্যের বিপ্লবী সমাধান দেখিয়ে সুবিধাবাদীদের এবং বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিরোধিতা করতে পেরেছিলেন—আজ অর্ধশতাব্দী পরেও এই বুর্জোয়া সংস্কারবাদ আইরিশ "সংস্কার" মঞ্জুর করেনি। শুধু এইভাবেই মার্কস, মূলধনের সেই স্তাবকদের,—যারা চিৎকার করে বলে থাকে যে, ছোট ছোট জাতির বিচ্ছেদের অধিকার স্বপ্নাশ্রয়িতার কথা ছাড়া আর কিছু নয় এবং এ অধিকার এক অসম্ভব ব্যাপার এবং কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ নয়, রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণও প্রগতিশীল,

তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই অভিমত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন যে, এই কেন্দ্রীকরণ তখনই প্রগতিশীল যখন তা অ-সাম্রাজ্যবাদী, এবং বল প্রয়োগের দ্বারা নয়, সকল দেশের শ্রমিকদের অবাধ মিলনের দ্বারাই জাতিসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। শুধু এই ভাবেই মার্কস জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শুধুমাত্র মৌখিক এবং ভণ্ডামিপূর্ণ স্বীকৃতির বিরোধিতা করে জাতি-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও জনগণের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের কথা প্রচার করতে পারলেন। ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর সুবিধাবাদী ও কাউৎস্কি-পন্থীদের যে ভণ্ডামি এই যুদ্ধ প্রকাশ করে দিয়েছে সেই ভণ্ডামির স্তূপীকৃত জঞ্জাল সুস্পষ্টভাবে মার্কসের কর্মনীতির নির্ভুলতাই সপ্রমাণিত করল—সকল অগ্রসর দেশেরই মার্কসের এই কর্মনীতিকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, কেননা তারা সকলেই এখন অন্যান্য জাতির উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।*

(৬) জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে তিন রকমের দেশ

এই প্রসঙ্গে দেশগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে হবে।

প্রথমতঃ, পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশগুলি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এইসব দেশে বহুদিন আগেই বুর্জোয়া-প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এইসব "বৃহৎ" জাতির প্রত্যেকেই উপনিবেশে এবং নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য জাতিকে পীড়ন করে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আয়র্ল্যাণ্ড প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর যা কর্তব্য ছিল, এইসব শাসকজাতির শ্রমিকশ্রেণীরও আজ সেই একই কর্তব্য বিদ্যমান।**

* এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, কোন কোন জাতির জাতীয় আন্দোলনে মার্কস বিরোধী ছিলেন; উদাহরণ স্বরূপ ১৮৪৮ সালের চেকদের কথা উল্লেখ করা হয়; এবং এই বিরোধিতা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এ কথা সম্প্রতি জার্মান জাতিদাম্ভিক লেনৎস Die Glocke [৬] পত্রিকার ৮নং ও ৯নং সংখ্যায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ বক্তব্য হল ভুল, কেননা ১৮৪৮ সালে "প্রতিক্রিয়াশীল" আর বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য টানার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল। তিনি যখন প্রথমোক্তদের নিন্দা করেছিলেন আর শেষোক্তদের সমর্থন করেছিলেন[৭] তখন মার্কস ঠিক কাজই করেছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার গণতন্ত্রের দাবিগুলির মধ্যে একটি দাবি, স্বভাবতই এ দাবিকে গণতন্ত্রের সাধারণ স্বার্থের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। ১৮৪৮ সালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে এই সাধারণ স্বার্থের প্রধান কথা ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

** ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধে যোগদান করা থেকে যারা বিরত ছিল সে রকম

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব ইউরোপঃ অস্ট্রিয়া, বলকান দেশগুলি এবং বিশেষ করে রাশিয়া। এখানে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটে এবং জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠে। নিজেদের দেশের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কারের সম্পূরণ এবং অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সাহায্যদানের দিক থেকে—এই সব দেশের শ্রমিকশ্রেণী তাদের কর্তব্য পালন করতে পারবে না, যদি না তারা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রবক্তা হয়ে উঠে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ হল নিপীড়ক জাতির শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামকে নিপীড়িত জাতির শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া।

তৃতীয়তঃ, চীন, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি আধা-উপনিবেশ, যাদের সমবেত জনসংখ্যা হলো ১০০ কোটি। এই সব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় প্রায় শুরুই হয়নি, নয়ত, তার পরিসমাপ্তির এখনো অনেক দেরি। বিনা ক্ষতিপূরণে উপনিবেশসমূহের শর্তহীন আশু মুক্তির দাবি রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়—সোস্যালিস্টরা শুধু এ দাবিই করবে না, এসব দেশের জাতীয় মুক্তির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে যারা অধিকতর বিপ্লবী তাদের তারা অবিচলিতভাবে সমর্থন করবে এবং তাদের নিপীড়ক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির **বিরুদ্ধে** যদি তাদের কোন অভ্যুত্থান ঘটে বা বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে সে অভ্যুত্থানে বা বিপ্লবী যুদ্ধে সোস্যালিস্টরা তাদের সাহায্য করবে।

কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে যথা হল্যাণ্ড ও সুইজ্যারল্যাণ্ডে বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য খুব ব্যাপকভাবে 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণে"র স্লোগানকে ব্যবহার করে। এই হল একটি উদ্দেশ্য যা এইসব দেশের সোস্যাল ডেমোক্রাটদের আত্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। সঠিক শ্রমিক-কর্মনীতি সমর্থনের জন্য, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে "পিতৃভূমি রক্ষার" অজুহাত খণ্ডনের জন্য ভুল যুক্তি উপস্থিত করা হয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে তার ফলে যা দাঁড়ায় সেটা মার্কসবাদেরই বিকৃতি, আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা পাই এক অদ্ভুত রকমের ক্ষুদ্র-জাতিসুলভ সংকীর্ণতা যা "প্রভাবশালী" জাতির অধীনস্থ জাতিগুলির কোটি কোটি জনসংখ্যার কথা একদম ভুলে যায়। "সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সোস্যাল-ডেমোক্রাসি" নামক চমৎকার পুস্তিকায় কমরেড গটার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে ভুল করে অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু এ নীতি তিনি তখন সঠিকভাবেই প্রয়োগ করেছেন যখন ভাচ-ইণ্ডিজের জন্য অবিলম্বে "রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বাধীনতার" দাবি তুলে তিনি ওলন্দাজ সুবিধাবাদীদের, যারা এ দাবি উত্থাপন করতে ও তার জন্য লড়তে রাজী নয় তাদের, স্বরূপ ফাঁস করেছেন।

(৭) জাতিদাম্ভিক সমাজবাদ ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ

সাম্রাজ্যবাদী যুগ এবং ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধ প্রধান প্রধান দেশগুলিতে জাতিদম্ভ (উগ্র স্বাদেশিকতা) ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে দুটি প্রধান ঝোঁক দেখা যায় জাতিদাম্ভিক সোস্যালিস্টদের মধ্যে অর্থাৎ সুবিধাবাদীদের আর কাউৎস্কিপন্থীদের মধ্যে যারা "পিতৃভূমি রক্ষা করার" ধারণা প্রত্যেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে আড়াল করে রাখে।

একদিকে, আমরা দেখি বুর্জোয়াদের একান্ত অনুগত, উৎসাহী ভৃত্যদের যারা সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ প্রগতিশীল, এই অজুহাত দিয়ে পররাজ্য গ্রাস করার কাজ সমর্থন করে এবং যারা স্বপ্নাশ্রয়ী, অলীক, পেটিবুর্জোয়া প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে। এই দলে রয়েছেন জার্মানির কিউনো, পারভাস ও চরম সুবিধাবাদীরা, ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন ফেবিয়ান ও ট্রেডইউনিয়ন নেতা, রাশিয়ার সেমকোভস্কি, লিবমান, য়ুরকেভিচ প্রমুখ সুবিধাবাদীরা।

অন্যদিকে, আমরা দেখি কাউৎস্কিপন্থীদের, যাদের মধ্যে রয়েছেন ভ্যাণ্ডার-ভেলডি, রেনোডেল, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বহু শান্তিবাদী এবং আরও অনেকে। এঁরা প্রথম দলের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনেরই পক্ষপাতী এবং কার্যতঃ ওঁদের সঙ্গে এঁরা সম্পূর্ণ একমত ; এঁরা শুধু কথায়ই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করেন এবং এঁদের এই স্বীকৃতি ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় ; অবাধ রাজনৈতিক পৃথকীকরণের দাবিকে এঁরা "অত্যধিক" মনে করেন (ZU VIEL VERLANGAT : নিউয়ে মিয়তে কাউৎস্কির লেখা ২১শে মে ১৯১৫) ; বিশেষ করে অত্যাচারী জাতির সোস্যালিস্টদের যে বৈপ্লবিক কর্মকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন তা এঁরা স্বীকার করেন না, বরং এঁরা তাদের বৈপ্লবিক দায়িত্বকে ম্লান করে দেন, তাদের সুবিধাবাদের ন্যায্যতা জাহির করেন, জনসাধারণকে যাতে তারা প্রতারিত করতে পারে তার সুব্যবস্থা করে দেন, যে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগে নিজের সীমানার মধ্যে অন্যান্য জাতিকে পদানত করে রাখছে সেই রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নই এঁরা এড়িয়ে যান।

এই উভয় দলই সমান সুবিধাবাদী, এঁরা মার্কসবাদকে নিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে থাকেন এবং আয়র্ল্যাণ্ডকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করে মার্কস যে কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করেছিলেন তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবার সমস্ত ক্ষমতাই এঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।

যুদ্ধের প্রসঙ্গে পররাজ্যগ্রাসের প্রশ্নটি বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে। কিন্তু পররাজ্য গ্রাস কথাটি বলতে কী বোঝায়? এ কথা সহজেই প্রতীয়মান যে, পররাজ্যগ্রাসের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিবাদ, হয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নেবে, নয় তার ভিত্তি নিহিত থাকবে শান্তিবাদীদের সেই বুলির মধ্যে যা স্থিতাবস্থাকেই সমর্থন করে এবং যা **যে-কোন**, এমন কি বিপ্লবী শক্তি-প্রয়োগেরই বিরোধী। এরকম বুলি মূলগতভাবে মিথ্যা বুলি ছাড়া আর কিছু নয় এবং এর সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

(৮) অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব কাজ

অদূর ভবিষ্যতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের, ব্যাঙ্কসমূহ অধিকার করার এবং একনায়কত্বের অন্যান্য ব্যবস্থা কার্যকরী করার আশু কর্তব্যেরই সম্মুখীন হবে। সে রকম মুহূর্তে বুর্জোয়ারা—এবং বিশেষ করে ফেবিয়ান ও কাউৎস্কিপন্থী ধরনের বুদ্ধিজীবীরা—সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের ধ্বজা তুলে বিপ্লবের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করার এবং বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করারই চেষ্টা করবে। বর্তমান অবস্থায় যখন বুর্জোয়াদের ক্ষমতার বনিয়াদের উপর শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন **যে কোন** নিছক গণতান্ত্রিক দাবি বিপ্লবের পথে বেশ কিছু পরিমাণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু **সকল** নিপীড়িত জাতির মুক্তি ঘোষণা করার এবং তাদের স্বাধীনতা দেবার (অর্থাৎ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মঞ্জুর করার) প্রয়োজনীয়তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেও ততো জরুরী হয়ে উঠবে যত জরুরী এ হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য, যেমন ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে অথবা ১৯০৫ সালে রাশিয়ায়।

অবশ্য এও সম্ভব যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হতে পাঁচ, দশ কিংবা বেশ কয়েক বছর লাগবে। এই হল সময় যখন জনগণকে বিপ্লবের ভাবধারায় এমন ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে জাতিদাম্ভিক সমাজবাদীদের ও সুবিধাবাদীদের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে থাকা এবং ১৯১৪-১৬ সালের মতো সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জনগণের কাছে সোশ্যালিস্টদের এ কথা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে যে, ব্রিটিশ সোশ্যালিস্টরা যারা উপনিবেশসমূহের ও আয়র্ল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা দাবি করে না; জার্মান সোশ্যালিস্টরা যারা উপনিবেশসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা দাবি করে না; আলসেসিয়ান, ডেনিস ও পোলিশেরা যারা তাদের বিপ্লবী প্রচার অভিযান ও জনগণের মধ্যে তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপকে সরাসরি জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে না ; অথবা যারা জাবার্নের মতো ঘটনাবলীকে নিপীড়ক জাতির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক বে-আইনী প্রচার অভিযানের জন্য রাস্তায় রাস্তার বিক্ষোভ প্রদর্শনের ও জনগণের মধ্যে বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করে না—রাশিয়ান সোস্যালিস্টরা যারা ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, উক্রেইন প্রভৃতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা দাবি করে না—সেই সব সোস্যালিস্টরা জাতিদাম্ভিক হিসাবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ভৃত্য হিসাবেই কাজ করছে—এই ভৃত্যের দল সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের রক্ত আর ময়লা দিয়েই নিজেদের ঢেকে রাখছে।

(৯) আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাশিয়ান ও পোলিশ সোস্যাল ডেমোক্রাসির এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মনোভাব

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সম্পর্কে রাশিয়ার বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাট আর পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে তা অনেক আগেই, ১৯০৩ সালেই, প্রকাশ্যে পার্টি কংগ্রেসে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই পার্টি কংগ্রেসেই গৃহীত হয়েছিল আর-এস-ডি-এল-পির কর্মসূচী এবং পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধিদলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই কংগ্রেসই ঐ কর্মসূচীতে নবম অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল—এই অনুচ্ছেদে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা কর্মসূচী থেকে নবম অনুচ্ছেদটি বাদ দেবার কিংবা ঐ অনুচ্ছেদটির জায়গায় অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার কোন প্রস্তাব তাদের পার্টির পক্ষ থেকে একবারও উত্থাপন করেনি।

রাশিয়ায়, যেখানে নিপীড়িত জাতিসমূহের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগের কম নয় অথবা সংখ্যার দিক থেকে দশ কোটির বেশী, যেখানে দেশের প্রায় সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে ঐসব জাতির বসবাস, যেখানে ঐ সব জাতির মধ্যে কয়েকটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ-রাশিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঘোষিত হয় বিশেষভাবে তার বর্বর, মধ্যযুগীয় চরিত্র দিয়ে, যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি—সেখানে সেই রাশিয়ায় জারতন্ত্রের দ্বারা নির্যাতিত জাতিসমূহের রাশিয়া থেকে অবাধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে একান্তভাবে বাধ্যতামূলক, তাদের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যও এ কাজ বাধ্যতামূলক। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে

আমাদের পার্টি পুনঃসংস্থাপিত হয়; ১৯১৩ সালে[৮] আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পুনরায় ঘোষণা করে এবং উপরে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট ধারণা অনুযায়ী এই অধিকারকে ব্যাখ্যা করে পার্টি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। বুর্জোয়াদের আর সুবিধাবাদী সোস্যালিস্টদের (রুবানোভিচ, প্লেখানভ, নাশে দিয়েলোক[৯] প্রমুখ)—উভয়ের মধ্যেই বৃহৎ-রাশিয়ান জাতিদম্ভের উন্নত বিচরণ দেখে এই দাবির উপর আমরা আরও বেশী জোর দিলাম এবং আমরা এ কথাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলাম যে, যারা এই দাবি অস্বীকার করে তারা কার্যতঃ বৃহৎ-রাশিয়ান জাতিদম্ভকে এবং জারতন্ত্রকেই সমর্থন করে। আমাদের পার্টি ঘোষণা করেছে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরুদ্ধে ঐ রকম কার্যকলাপের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমাদের পার্টি সজোরে অস্বীকার করছে।

জাতি-সমস্যা সম্পর্কে পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা যে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (জিমারওয়াল্ড কনফারেন্সে পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের ঘোষণা)[১০] তাতে নিম্নলিখিত ভাবধারা ব্যক্ত করা হয়েছে:

"নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ-সুবিধা থেকে পোলিশ জনসাধারণকে বঞ্চিত করে যারা "পোলিশ অঞ্চলগুলিকে" আসন্ন ক্ষতিপূরণের খেলায় নিরাপত্তা হিসাবে মনে করে সেই জার্মান এবং অন্যান্য সরকারকে এই ঘোষণা নিন্দা করছে। **"একটি সমগ্র দেশকে খণ্ডবিখণ্ডিত করার এবং টুকরো টুকরো করে বিভক্ত করার** বিরুদ্ধে পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাসি দৃঢ়সংকল্প ও বিধিসম্মত প্রতিবাদ জানাচ্ছে"। **"নিপীড়িত জনসাধারণকে মুক্ত করবার"** দায়িত্ব যারা হোহেনজোলার্ন বংশের সম্রাটদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল সেই সব সোস্যালিস্টদের আসল স্বরূপ এই ঘোষণা উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে। এই ঘোষণা এই দৃঢ় প্রত্যয়ই ব্যক্ত করছে যে কেবলমাত্র বিশ্বের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আসন্ন সংগ্রামে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে অংশ গ্রহণই **"জাতিগত নির্যাতনের শৃঙ্খল ভেঙে চুরমার করে দেবে** এবং **সকল রকম বিদেশী শাসনকে** ধ্বংস করবে, জাতিসংঘের সমান মর্যাদার সদস্য হিসাবে **পোলিশ জাতির** সর্বদিক দিয়ে অবাধ বিকাশের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করবে।" এই ঘোষণা স্বীকার করে যে, **পোলিশদের পক্ষে** "যুদ্ধ দু' দিক থেকেই ভ্রাতৃহত্যাকারী যুদ্ধ"। (ইণ্টারন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কমিশনের বুলেটিনের ২নং সংখ্যা, ২৭শে অক্টোবর, ১৯১৫, পৃঃ ১৫ "আন্তর্জাতিক ও যুদ্ধ" নামক রুশ সংকলনের ৯৭ পৃঃ)

এখানে যা প্রস্তাব করা হয়েছে তার সঙ্গে মূলতঃ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির কোন পার্থক্য নেই; শুধু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ

কর্মসূচী ও প্রস্তাবের তুলনায় এ ঘোষণা খুবই অস্পষ্ট এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিক থেকে অস্থিরীকৃত। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসাবে এই ভাবধারাকে ব্যক্ত করার এবং ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় কিংবা কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র ব্যবস্থায়ই এগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে তা সঠিকভাবে বর্ণনা করার কোনরূপ চেষ্টা করতে গেলেই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা যে ভুল করেছে তা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

১৮৯৬ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হয়েছিল। নিম্নলিখিত পথনির্দেশক বিষয়গুলি দেখিয়ে দিয়ে উপরোক্ত থিসিসের ভিত্তিতে ঐ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে সম্পূরণ করতে হবে: (১) সাম্রাজ্যবাদের আমলে এই দাবির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, (২) আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক রীতিগত ও শ্রেণীগত মর্মবস্তু, (৩) নিপীড়িত জাতিসমূহের সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বাস্তব কাজ আর নিপীড়ক জাতিসমূহের সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বাস্তব কাজের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা, (৪) স্থাবধাবাদী ও কাউৎস্কিপন্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অসঙ্গত, নিছক মৌখিক স্বীকৃতি, রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে যা হল ভণ্ডামি, (৫) সেই সব সোস্যাল-ডেমোক্রাট, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গের (বৃহৎ-রাশিয়ান, ইঙ্গ-মার্কিন, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, জাপানী ইত্যাদি) সেই সব সোস্যাল-ডেমোক্রাট যারা "তাদের নিজেদের" জাতি দ্বারা নিপীড়িত উপনিবেশসমূহ ও জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতাকে সমর্থন করে না তাদের আর উগ্র স্বদেশভক্তদের প্রকৃত অভিন্নতা, (৬) আলোচ্য দাবির ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সকল মূল দাবির সংগ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে বুর্জোয়া সরকারের উচ্ছেদের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী গণ-সংগ্রামের সাপেক্ষ করার প্রয়োজনীয়তা।

কয়েকটি ছোট ছোট জাতির, বিশেষ করে পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের, যারা পোলিশ বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী স্লোগানের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রামের দ্বারা পরিচালিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যা শুধু জনসাধারণকে প্রতারিত করতেই সাহায্য করে, আত্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করার ভ্রান্ত ধারণারই ইন্ধন জোগায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি আন্তজাতিকের মধ্যে চালু করা তত্ত্বগতভাবে ভুল হবে, এর মানে হবে মার্কসবাদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় প্রুধোঁবাদের সংস্থাপনা, এবং কার্যতঃ এর মানে হবে বৃহৎ শক্তিবর্গের সবচেয়ে মারাত্মক জাতিদম্ভ ও সুবিধাবাদকেই অনিচ্ছাকৃত-ভাবে সমর্থন করা।

আর. এস. ডি. এল. পি-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র
"সোৎসিয়ালডেমোক্রাটের" সম্পাদকমণ্ডলী।

পুনশ্চ : ন্যায়ে জিয়েৎ-এ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় কাউৎস্কি হাপসবুর্গ সম্রাটশাসিত অস্ট্রীয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহের পৃথক হয়ে স্বাধীনতা অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু হিণ্ডেনবুর্গ আর দ্বিতীয় উইলহেলমের অনুগত ভৃত্য হিসাবে কাজ করবার উদ্দেশ্যে রুশ শাসিত পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ঐ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন—এই ভাবে কাউৎস্কি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টানদের মতো তোষণের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন জঘন্যতম জার্মান জাতিদম্ভের অন্যতম প্রতিনিধি অস্টারলিজের কাছে। কাউৎস্কিবাদের এর চেয়ে ভালো স্বরূপ-উদ্ঘাটন আর কী হতে পারে!

১৯১৬ সালে
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে লিখিত
ভোররাতে পত্রিকার
২য় সংখ্যায় ১৯১৬-এর
এপ্রিলে মুদ্রিত।
রাশিয়ায় সবোরনিক সোৎসিয়াল
ডেমোক্রাতা পত্রিকার ১ম সংখ্যায়
১৯১৬ এর অক্টোবরে মুদ্রিত।

লেনিন রচনাবলীর
২২ খণ্ডের থেকে
উদ্ধৃত।

জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রাথমিক খসড়া বিধান (থিসিস)[১১]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস কতৃ ক আলোচনার জন্য জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের উপর নিম্নোক্ত খসড়া বিধান উপস্থিত করে সকল কমরেডের প্রতি, বিশেষ করে যে কমরেডদের এই জটিল সমস্যাসমূহের যে-কোন একটি সম্বন্ধে বাস্তব (কন্‌ক্রিট) তথ্যাদি জানা আছে, তাঁদের নিকট অনুবোধ করছি, তাঁদের অভিমত সংশোধন, সংযোজন ও বাস্তব মন্তব্যসমূহ খব সংক্ষিপ্ত আকারে (দুই বা তিন পৃষ্ঠার বেশী না হয়) বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর তাঁদের বক্তব্য আমাকে দিন :

অষ্ট্রিয়ান অভিজ্ঞতা ;
পোলিশ-ইহুদীয় ও ইউক্রেনিয়ান অভিজ্ঞতা ;
আলসেস-লোরেইন ও বেলজিয়াম ;
আয়র্ল্যাণ্ড ;
ডেনিশ জার্মান, ইটালো-ফরাসী এবং
ইটালো-শ্লাভ সম্পর্কসমূহ ;
বল্কান অভিজ্ঞতা ;
পূর্বদিকের জাতিগুলি ;
প্যান-ইসলামবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম* ;
ককেশাস এলাকার সম্পর্কসমূহ ;
বাশকির ও তাতার প্রজাতন্ত্র ;
কিরঘিজিয়া ;
তাকিস্থান, এর অভিজ্ঞতা ;
আমেরিকার নিগ্রোরা ;
উপনিবেশসমূহ ;
চীন-কোরিয়া-জাপান।

৫ই জুন, ১৯২০ এন. লেনিন

* আত্ম নিয়ন্ত্রণ—২

(১) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্রই হচ্ছে সাধারণভাবে সমতার সমস্যার এবং বিশেষভাবে জাতীয় সমতার সমস্যার অমূর্ত বা আনুষ্ঠানিক রূপ তুলে ধরা। সাধারণভাবে প্রত্যেকের সমতার আবরণে বুর্জোয়া গণতন্ত্র বিত্তবান ও প্রলেতারিয়ানের, শোষক ও শোষিতের আনুষ্ঠানিক অথবা আইনসঙ্গত সমতার কথা ঘোষণা করে; এই ঘোষণা দ্বারা নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকেই নগ্নভাবে প্রতারিত করা হয়। সকল মানুষ পূর্ণভাবে সমান—এই ধুয়া তুলে বুর্জোয়ারা সমতার ধারণাকে শ্রেণীসমূহের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্রামের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করছে; সমতার ধারণাই পণ্য উৎপাদনের সম্পর্কসমূহের একটি প্রতিচ্ছবি। সমতার দাবির আসল অর্থ নিহিত রয়েছে শ্রেণীসমূহের উচ্ছেদের দাবির মধ্যেই।

(২) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং এর মিথ্যাচার ও কপটাচারের মুখোশ উন্মোচনের মৌলিক কর্তব্যের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে কমিউনিস্ট পার্টিকে, বুর্জোয়া জোঁয়াল ছুঁড়ে ফেলার প্রলেতারিয়ান সংগ্রামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতা হিসাবে, তার কর্মনীতিকে, জাতীয় প্রশ্নেও তার কর্মনীতিকে, অমূর্ত ও আনুষ্ঠানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না করে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—প্রথমত, সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির এবং মূলত অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ নির্ভুল মূল্যায়নের উপর; দ্বিতীয়ত, নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের, মেহনতী ও শোষিত জনগণের স্বার্থের এবং সামগ্রিক ভাবে জাতীয় স্বার্থের সাধারণ ধারণার মধ্যে যে স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে তার উপর, জাতীয় স্বার্থের সাধারণ ধারণায় শাসক শ্রেণীরই স্বার্থ বোঝায়; তৃতীয়ত, নিপীড়িত, পরনির্ভরশীল ও শাসিত জাতিগুলির এবং নিপীড়নকারী, শোষক ও সার্বভৌম জাতিগুলির মধ্যে সমভাবে যে স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে তার উপর। ফিনান্স মূলধন ও সাম্রাজ্যবাদের যুগের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সবচেয়ে ধনবান ও অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির নগণ্য কয়েকটি মাত্র দেশ দ্বারা পৃথিবীর জনসংখ্যায় বিরাট বৃহত্তম অংশ ঔপনিবেশিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে; এই জিনিসটাকে ছোট করে দেখাবার জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকরা যে মিথ্যা প্রচার করে তার প্রতিবাদ প্রয়োজন।

(৩) জার্মান জাঙ্কারস ও কাইজারের ব্রেস্ত লিতোভ্স্ক চুক্তি দুর্বল জাতির বিরুদ্ধে যতটা বর্বরোচিত ও অন্যায় কার্য ছিল, উচ্চ প্রশংসিত "পশ্চিমী গণতন্ত্র-সমূহের" ভার্সাই চুক্তি দুর্বল জাতিগুলির বিরুদ্ধে যে তার চেয়েও বর্বরোচিত

ও অন্যায় কার্য তা বাস্তব ভাবে দেখিয়ে দিয়ে ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বুলির মিথ্যাচার সকল জাতির নিকট ও সমগ্র পৃথিবীর নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের নিকট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। জাতিসংঘ (লীগ অব নেশনস) এবং মিত্রপক্ষের সমগ্র যুদ্ধোত্তর কর্মনীতি এই সত্যকে আরও বেশী মাত্রায় স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছে। অগ্রসর দেশগুলিতে প্রলেতারিয়ানদের এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে মেহনতী জনসাধারণের উভয়েরই বিপ্লবী সংগ্রাম তারা সর্বত্র তীব্রতর করছে। পুঁজিবাদের অধীনে জাতিগুলি শান্তিতে ও সমান অধিকার নিয়ে একত্রে বাস করতে পারে—পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের এই মোহভঙ্গকে তারা দ্রুততর করছে।

(৪) এই মৌলিক সূত্রগুলি হতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সমগ্র কর্মনীতিকে প্রথমতই সকল জাতির ও দেশের প্রলেতারিয়ান ও মেহনতী জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ একতার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত; জমি-মালিকদের ও বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করতে যুক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্যই এই ঘনিষ্ঠ একতা প্রয়োজন। একমাত্র এই একতাই পুঁজিবাদের উপর বিজয়লাভ সুনিশ্চিত করবে এবং এই বিজয়লাভ করতে না পারলে জাতীয় নিপীড়ন ও অসাম্যের অবসান ঘটানো অসম্ভব।

(৫) পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বর্তমানে প্রলেতারিয়ান একনায়কত্বকে যুগের কর্তব্য হিসাবে উপস্থিত করেছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলী একটি মাত্র উৎস বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত প্রয়োজনীয়তার রূপ নিয়েছে; উৎসবিন্দুটি হচ্ছে সোভিয়েত রুশ সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বুর্জোয়াদের সংগ্রাম; আর সোভিয়েত রুশ সাধারণতন্ত্রের চারপাশে অবশ্যম্ভাবীরূপেই জড়ো হয়েছে, এক দিকে সকল দেশের অগ্রসর শ্রমিকদের সোভিয়েত আন্দোলনসমূহ এবং অন্যদিকে উপনিবেশগুলির ও নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসমূহ; নিপীড়িত জাতিগুলি তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই অনুধাবন করছে যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের উপর সোভিয়েত ব্যবস্থার বিজয় লাভের মধ্যেই রয়েছে তাদের একমাত্র মুক্তি।

(৬) এই কারণেই, বিভিন্ন দেশের মেহনতী জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর একতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্তমানে শুধু স্বীকৃতি বা ঘোষণা জারি করেই কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; এমন একটি কর্মনীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যার ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সকল জাতীয় ও ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনেরই ঘনিষ্ঠতম মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির মাত্রা দ্বারা, অথবা অনগ্রসর দেশসমূহের কিংবা অনগ্রসর জাতিগুলির শ্রমিকদের ও কৃষকদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির মাত্রা দ্বারা এই মৈত্রীসম্পর্কের রূপ নির্ধারিত হওয়া উচিত।

(৭) ফেডারেশন হচ্ছে বিভিন্ন জাতির মেহনতী জনগণের পূর্ণ একতায় পৌছবার পরিবর্তনকালীন যুগের রূপ। আর. এস. এফ. এস আর ও অন্যান্য সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির (অতীতে হাঙেরিয়ান, ফিনিশ[২২] ও লাতভিয়ান[২৩] এবং বর্তমানে আজারবাইজান ও ইউক্রেনিয়ান) মধ্যেকার সম্পর্ক, এবং যে সকল জাতি পূর্বে রাজ্যের অধিকার কিংবা স্বায়ত্ত-শাসন (যেমন আর. এস. এফ. এস, আর-এর মধ্যেই যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাশ্‌কির তাতার স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্র) কিছুই ভোগ করত না তাদের ক্ষেত্রে আর. এস. এফ. এস. আর-এর অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক—এই উভয় সম্পর্ক দ্বারাই বাস্তব ক্ষেত্রে ফেডারেশন গঠনের সম্ভাব্যতা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

(৮) এই বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেরই কর্তব্য হচ্ছে—সোভিয়েত ব্যবস্থা ও সোভিয়েত আন্দোলনের ভিত্তিতে এই নতুন যে ফেডারেশনগুলি গড়ে উঠছে সেগুলিকে অভিজ্ঞতার দ্বারা আরও উন্নত করা এবং বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা ও পরীক্ষা করা। পূর্ণ ঐক্যে পৌছবার পথে ফেডারেশন হচ্ছে পরিবর্তন-কালীন এক রূপ—এ কথা স্বীকার করে নেবার পর প্রয়োজন হচ্ছে ক্রমঘনিষ্ঠতর ফেডারেশন ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সব সময়েই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সময়ে মনে রাখতে হবে, প্রথমত, সামরিক শক্তির বিচারে অপরিমিতভাবে বলশালী সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ঘনিষ্ঠতম মৈত্রীসম্পর্ক ছাড়া সম্ভবত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না; দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক মৈত্রী প্রয়োজন, অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা যেসব উৎপাদনী শক্তি ধ্বংস হয়েছে সেগুলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না এবং মেহনতী জনগণের মঙ্গল বিধান সুনিশ্চিত করা যাবে না; তৃতীয়, একটি অখণ্ড পূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে ও একটি অভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে সকল জাতির প্রলেতারিয়ানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি মাত্র আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ব্যবস্থা সৃষ্টির দিকে একটা ঝোঁক রয়েছে। এই ঝোঁক পুঁজিবাদের অধীনেই বেশ স্পষ্টভাবে ইতোমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সমাজবাদের অধীনে আরও বেশী প্রতিভাত হতে ও পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে যেতে বাধ্য।

(৯) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জাতীয় কর্মনীতি অন্তঃসারশূন্য, আনুষ্ঠানিক, শুধুমাত্র ঘোষণামূলক এবং কার্যত জাতি-সমূহের সমমর্যাদার দায়িত্ব গ্রহণহীন স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না; বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকরাই নিজেদেব এইভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখেন—যাঁরা নিজেদের খোলাখুলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বলেই পরিচয় দেন তাঁরা, এবং যাঁরা সমাজতান্ত্রিক নাম গ্রহণ করেন (যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমাজতান্ত্রিকরা) তাঁরা, উভয়েই এই রূপ কাজ করেন।

সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই "গণতান্ত্রিক" সংবিধান সত্ত্বেও জাতিগুলির সমমর্যাদা ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের সুনিশ্চিত অধিকারসমূহ বারে বারে যে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রচার ও আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরবে। আরও প্রয়োজন, প্রথমত, সর্বদাই বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, একমাত্র সোভিয়েত ব্যবস্থাই প্রথমে প্রলেতাবিয়ানদের ও পরে সমগ্র মেহনতী জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে জাতিগুলির প্রকৃত সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম; এবং দ্বিতীয়ত, পরাধীন ও অধিকারবঞ্চিত জাতিগুলির মধ্যে (যেমন, আয়র্ল্যাণ্ড, আমেরিকায় নিগ্রো সম্প্রদায়) এবং উপনিবেশসমূহে যে সকল বিপ্লবী আন্দোলন রয়েছে, সকল কমিউনিস্ট পার্টিই সেই সব আন্দোলনকে সরাসবি সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় শর্তটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; এই শর্তটি না থাকলে নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতিগুলির ও উপনিবেশগুলির সংগ্রাম এবং তাদের পৃথক হয়ে যাবার অধিকারের স্বীকৃতি মিথ্যা সাইনবোর্ড ছাড়া আর কিছু হবে না; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়েছে।

(১০) সকল প্রচারে, আন্দোলনে ও বাস্তব কার্যে মাত্র কথায় আন্তর্জাতিকতা স্বীকার করে নেওয়া, কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও শান্তিবাদ তুলে ধরার কাজ শুধু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলিই সকলে করে থাকে তাই নয়, যে-সব পার্টি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে নিজেরা চলে এসেছে তারাও ঐরূপ কাজ করে থাকে, এমন কি, যে সব পার্টি এখন নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে তাদেরও এই কাজ করতে দেখা যায়। এই অশুভের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বদ্ধমূল পেটি-বুর্জোয়া জাতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জরুরী প্রয়োজনীয়তা প্রলেতারিয়ান একনায়কত্বকে জাতীয় একনায়কত্ব (অর্থাৎ শুধু মাত্র একটি দেশে একনায়কত্ব থাকা এবং পৃথিবীর

রাজনীতিকে নিরূপণ করা) থেকে আন্তর্জাতিক একনায়কত্বে (অর্থাৎ অন্তত কয়েকটি অগ্রসর দেশকে জড়িয়ে নিয়ে প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এবং সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর রাজনীতির উপর নির্দেশক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হওয়া) রূপান্তরিত করার কর্তব্যের অন্ততঃ জরুরী প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আরও বড় হয়ে অস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদকে শুধু জাতিগুলির সমমর্যাদা বলেই ঘোষণা করে এবং এর চেয়ে বড় কিছু বলে ঘোষণা করে না। জাতিগুলির সমমর্যাদায় স্বীকৃতিও যে শুধু মৌখিক এ সত্য ছাড়াও, পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জাতীয় আত্ম-স্বার্থকে পুরোপুরি রক্ষা করে; অন্যদিকে প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতা দাবি করে, প্রথমত, যে-কোন একটি দেশের প্রলেতারিয়ান সংগ্রামের স্বার্থ পৃথিবীব্যাপী প্রলেতারিয়ান সংগ্রামের স্বার্থের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দ্বিতীয়ত, যে-দেশ বুর্জোয়াদের হটিয়ে বিজয় লাভ করছে সে-দেশকে আন্তর্জাতিক পুঁজির উৎখাতের জন্য সবচেয়ে বেশী জাতীয় ত্যাগস্বীকারে সক্ষম হতে ও ইচ্ছুক হতে হবে।

এই ভাবে, যে সকল দেশ ইতোমধ্যেই পূর্ণরূপে পুঁজিতান্ত্রিক হয়েছে এবং যে সকল দেশে প্রলেতারিয়ানদের অগ্রগামী হিসাবে প্রকৃতভাবে সক্রিয় শ্রমিক পার্টি আছে, সেই সকল দেশে আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণার ও কর্মনীতির সুবিধাবাদী ও পেটি-বুর্জোয়া শান্তিবাদী বিকৃতি সাধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবশ্যই এক প্রাথমিক ও জরুরী কর্তব্য।

(১১) যে সকল বেশী অনগ্রসর রাষ্ট্র ও দেশে সামন্ততান্ত্রিক অথবা গোষ্ঠীপতিশাসিত ও গোষ্ঠীপতিশাসিত-কৃষক সম্পর্ক প্রাধান্য বিস্তার করে সেই সব দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন :

প্রথম, সকল কমিউনিস্ট পার্টিকে এই সকল দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, এবং যে দেশের উপর অনগ্রসর দেশটি ঔপনিবেশিক ভাবে বা আর্থিকভাবে নির্ভরশীল সেই দেশের শ্রমিক শ্রেণীরই উপর মূলত সবচেয়ে সক্রিয় সাহায্য দানের কর্তব্য বর্তায়;

দ্বিতীয়, পেছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও অন্য প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

তৃতীয়, খাঁ, জমিমালিক, মোল্লা প্রভৃতিদের অবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্যান-ইসলামবাদ ও অনুরূপ ধরনের যে সকল ঝোঁক ইউরোপীয়ান ও

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ;

চতুর্থ, পেছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে জমিমালিকদের বিরুদ্ধে, জমি-মালিকানার বিরুদ্ধে এবং সামন্ততন্ত্রের সকল প্রকার বহিঃপ্রকাশ ও অবশেষের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে সমর্থন জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং পশ্চিম ইউরোপীয় প্রলেতারিয়ান কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রাচ্যের ; উপনিবেশগুলির ও সাধারণভাবে পেছিয়ে-পড়া দেশগুলির বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠতম মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে কৃষক আন্দোলনে সবচেয়ে বৈপ্লবিক চরিত্র আমদানি করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর দরকার আছে। যে সকল দেশে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রাধান্য বিস্তার করে আছে সেই-সকল দেশে "মেহনতী জনগণের সোভিয়েত" প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা সোভিয়েত ব্যবস্থার মৌল নীতিগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালানো বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

পঞ্চম, পেছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ঝোঁকগুলিকে কমিউনিস্ট রং দেবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ; ঔপনিবেশিক ও পেছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন-গুলিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সমর্থন করা উচিত কেবলমাত্র এই শর্তে যে, এই সকল দেশে ভবিষ্যৎ প্রলেতারিয়ান পার্টিগুলির—যে পার্টিগুলি শুধু নামেই কমিউনিস্ট হবে না—মূল শক্তিগুলিকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের বিশেষ কর্তব্য অবহিত হবার জন্য তালিম দেওয়া হবে ; এই বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে তাদের নিজেদের দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক অবশ্যই ঔপনিবেশিক ও পেছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের সঙ্গে অস্থায়ী মৈত্রী স্থাপন করবে, কিন্তু তার সঙ্গে মিশে যাবে না, এবং সকল পরিস্থিতিতেই প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের, যদি সে আন্দোলন একেবারে প্রাথমিক ভ্রূণ অবস্থায়ও থাকে তবুও সে আন্দোলনের স্বাধীন সত্তা তুলে ধরবে।

ষষ্ঠ, সকল দেশেরই, বিশেষ করে পেছিয়ে-পড়া দেশগুলির ব্যাপকতম মেহনতী জনগণের নিকট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একের পর এক শঠতাপূর্ণ, চক্রান্তমূলক

---

* প্রুফে লেনিন ২নং ও ৩নং পয়েন্টের বিপরীতে একটি ব্রাকেট দিয়েছেন এবং "২ ও ৩ একসঙ্গে হবে" বলে লিখেছেন—সম্পাদক।

কার্যকলাপ সর্বদা ব্যাখ্যা করার এবং সেগুলির মুখোশ খুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের ছদ্মাবরণে এমন সব রাষ্ট্র খাড়া করে যেগুলি অর্থনৈতিকভাবে, অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে ও সামরিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানের আন্তর্জাতিক অবস্থায় পরাধীন ও দুর্বল জাতির নিকট সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের এক ইউনিয়নের মধ্যে আসা ছাড়া কোন মুক্তি নেই।

(১২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কর্তৃক ঔপনিবেশিক ও দুর্বল জাতিগুলিকে যুগ যুগ ধরে নিপীড়নের ফলে নিপীড়িত দেশগুলির মেহনতী জনসাধারণের মনে শুধু নিপীড়নকারী দেশগুলিরই বিরুদ্ধে শত্রু-মনোভাব সৃষ্টি হয়নি, সাধারণ ভাবে এই দেশগুলির মধ্যেও, এমনকি এইসব দেশের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যেও, অবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উপনিবেশে নিপীড়ন চালাবার ও অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন দেশগুলিকে শোষণ করার 'নিজেদের" বুর্জোয়াদের "অধিকার" রক্ষা সামাজিক-জাতিদম্ভী আবরণে ঢাকা দেবার জন্য যখন "দেশ রক্ষা" ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন ১৯১৪-১৮ সালে এই প্রলেতারিয়ানের সরকারী নেতাদের বৃহত্তম অংশ কর্তৃক সমাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা সঠিকভাবে ন্যায়সঙ্গত এই অবিশ্বাসকে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে, যে-দেশ যত বেশী পেছিয়ে-পড়া সে-দেশে ক্ষুদ্র আকারের কৃষি উৎপাদন, গোষ্ঠীপতিবাদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রভাব ততই শক্তিশালী; এর ফলে জাতীয় অহংবাদ ও জাতীয় কূপমণ্ডুকতা প্রভৃতি পেটি-বুর্জোয়া কুসংস্কারগুলি বিশেষভাবে শক্তিশালী হতে ও বদ্ধমূল হয়ে অক্ষুণ্ণ থাকতে অনিবার্যভাবেই সাহায্য পায়। এই কুসংস্কারগুলি অত্যন্ত ধীরগতিতে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য; কারণ, অগ্রসর দেশগুলিতে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অবসান হবার পরই, এবং পেছিয়ে-পড়া দেশগুলির অর্থনৈতিক জীবনের সমগ্র ভিত্তি মূলগতভাবে পরিবর্তিত হবার পরই এই কুসংস্কারগুলির অবসান ঘটতে পারে। সুতরাং সকল দেশের শ্রেণী-সচেতন কমিউনিস্ট প্রলেতারিয়ানদের কর্তব্য হচ্ছে—যে সকল দেশ ও জাতিসমূহ দীর্ঘতম কাল ধরে নিপীড়িত হয়েছে সেই সব দেশের জাতীয় মানসিক অভিব্যক্তির অবশেষগুলিকে বিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ সহকারে গণ্য করা; এই অবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলিকে অধিকতর দ্রুতগতিতে অতিক্রম করার জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সমভাবেই প্রয়োজন। যদি প্রলেতারিয়ানরা এবং তাদের অনুসরণকারী সারা পৃথিবীর সকল দেশের ও

জাতির মেহনতী জনসাধারণ মৈত্রী ও একতার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে প্রচেষ্টা না চালায় তবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় লাভ করা যাবে না।

১৯২০ সালে
জুন মাসে প্রকাশিত

পাণ্ডুলিপি অনুসারে প্রকাশিত এবং ভি আই. লেনিন কর্তৃক সংশোধিত প্রুফ শিটের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষিত

ভাষার প্রশ্ন সম্পর্কে লিবারেল ও ডেমোক্র্যাটরা

ককেশাসের গভর্নর জেনারেলের রিপোর্ট সম্পর্কে পত্রিকাগুলি বারবার মন্তব্য করেছে—এই রিপোর্ট তার ব্ল্যাক-হান্‌ড্রেডবাদের[১৪] চেয়ে তার ভীরু "উদার নীতিবাদের" জন্যই উল্লেখযোগ্য। এই গভর্নর জেনারেল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কৃত্রিম উপায়ে রুশীয়করণের অর্থাৎ অ-রুশীয় জাতিসত্তাগুলিকে রুশীয়করণের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ককেশাসে অ-রুশীয় জাতিসত্তাগুলির প্রতিনিধিরা নিজেরাই, যেখানে রুশ ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় সেই আর্মেনিয়ান গির্জা স্কুলগুলিতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের রুশ ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করছেন।

এ কথার উল্লেখ করে, রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে উদারনীতিবাদী পত্রিকাগুলির অন্যতম রুশকোইয়েস্লোভো[১৫] (১৯৮ সংখ্যায়) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে লিখেছে যে, রাশিয়ায় রুশ ভাষার বিরুদ্ধে যে প্রতিকূল মনোভাব দেখা দিয়েছে তার জন্য "সম্পূর্ণভাবে দায়ী হল" "কৃত্রিম উপায়ে" (পত্রিকাটির বলা উচিত ছিল: জোর-জবরদস্তি করে) এই ভাষা চালু করার ব্যবস্থা।

পত্রিকাটি লিখেছে: "রুশ ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, সমগ্র রাশিয়াতেই এ ভাষা নিজেই স্বীকৃতি লাভ করবে।" এই কথা সত্য, কারণ অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনই এক রাষ্ট্রে বসবাসকারী জাতিসত্তাগুলিকে (যতদিন তারা একসঙ্গে বাস করতে চায়) সংখ্যাগুরুদের ভাষা শিখতে সর্বদা বাধ্য করে। রাশিয়ায় শাসন ব্যবস্থা যত বেশী গণতান্ত্রিক হবে, ধনতন্ত্র যত বেশী শক্তিশালীভাবে, দ্রুতগতিতে এবং ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করবে, অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজন তত বেশী জরুরীভাবে

বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলিকে এই ভাষা শিখতে প্ররোচিত করবে যে-ভাষা সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের আদান-প্রদানের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

কিন্তু উদারনীতিবাদী পত্রিকাটি নিজের বক্তব্যের পরাজয় ডেকে আনবার জন্য এবং নিজের উদারনীতিবাদী অসঙ্গতি প্রদর্শন করবার জন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই পত্রিকাটি লিখেছে: "রাশিয়ার মতো এক বিশাল রাষ্ট্রে একটি সাধারণ রাষ্ট্র-ভাষাই যে থাকবে এবং সে ভাষা যে···শুধুমাত্র রুশ ভাষাই হতে পারে, সে কথা রুশীয়করণের বিরোধী কোন ব্যক্তিও অস্বীকার করবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

যুক্তিবিদ্যা ভিতরের কথা বের করে দিল! ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ডের সাধারণ রাষ্ট্রভাষা একটি নয়, তিনটি: জার্মান, ফরাসী আর ইতালীয়; কিন্তু তাব জন্য সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষতি হয়নি, বরং লাভই হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে জার্মান, (রাশিয়ায় শতকরা ৪৩ ভাগ হচ্ছে বৃহৎ রাশিয়ান), শতকরা ২২ ভাগ হচ্ছে ফরাসী (রাশিয়ায় শতকরা ১৭ ভাগ হচ্ছে ইউক্রেনিয়ান), শতকরা ৭ ভাগ হচ্ছে ইতালীয় (রাশিয়ায় শতকরা ৬ ভাগ হচ্ছে পোলিশ, এবং শতকরা ৪·৫ ভাগ হচ্ছে বাইলো রুশীয়)। যদিও ইতালীয়রা সুইজারল্যাণ্ডে একই পার্লামেণ্টে প্রায়ই ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে থাকে, কিন্তু তারা বর্বর পুলিসী আইনের (সুইজারল্যাণ্ডে অবশ্য ওরকম কোন আইন নেই) মুগুরের ভয়ে এ কাজ করে না, তারা এ কাজ করে শুধু এই জন্যই যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুসভ্য নাগরিকেরা নিজেরাই সেই ভাষা পছন্দ করে যে ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠরা বোঝে। ফরাসী ভাষা ইতালীয়দের ঘৃণা উদ্রেক করে না, কারণ এ ভাষা হচ্ছে একটি স্বাধীন, সুসভ্য জাতির ভাষা এবং বীভৎস পুলিসী ব্যবস্থার মাধ্যমে জোর করে তাদের উপর এই ভাষা চাপানো হয়নি।

তাহলে, যে দেশের জনসংখ্যা আরও বেশী বিভিন্ন রকমের এবং যে দেশ ভয়ঙ্করভাবে পশ্চাৎপদ সেই "বিশাল" রাশিয়া কেন ভাষাসমূহের মধ্যে একটি ভাষার জন্য যে-কোন ধরনের বিশেষ সুবিধা বজায় রেখে তার অগ্রগতি ব্যাহত করবে? উদারনীতিক ভদ্রমহোদয়গণ, এর বিপরীত কি হওয়া উচিত নয়? ইউরোপের উন্নতির স্তরে যদি রাশিয়া পৌঁছাতে চায়, তাহলে কি রাশিয়ার, যত দ্রুত সম্ভব, যত সম্পূর্ণভাবে সম্ভব, এবং যত দৃঢ়ভাবে সম্ভব, সমস্ত এবং বিভিন্ন রকমের বিশেষ সুবিধার অবসান করা উচিত নয়?

যদি সকল রকম বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটে, যদি আর কখনও একটি ভাষা চাপানো না হয়, তাহলে সকল স্লাভ জাতিই একে অন্যকে সহজে এবং তাড়াতাড়ি বুঝতে শিখবে এবং একই পার্লামেণ্টে বিভিন্ন ভাষার বক্তৃতা শোনা যাবে, এই "ভয়ঙ্কর" ধারণার ভয়ে তারা ভীত হবে না। এবং একটি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের স্বার্থে সংখ্যাধিক্য জনগণের পক্ষে কোন ভাষা জানা **সুবিধাজনক**, তা অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনগুলিই নির্ধারণ করবে। বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকেরা এই ভাষা স্বেচ্ছায় মেনে নেবে এবং এই ঘটনা দ্বারা এটা আরও সুদৃঢ়ভাবে নির্ধারিত হবে; যত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে, যত সুসঙ্গতভাবে গণতন্ত্রের প্রয়োগ ঘটবে এবং তার ফলস্বরূপ যত দ্রুত ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে তত দ্রুতই তা নির্ধারিত হবে।

সকল রাজনৈতিক প্রশ্নকে উদারনীতিবিদরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে থাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তারা ভাষার প্রশ্নকে দেখে; অর্থাৎ বাসন-কোসনের ভণ্ড ফেরিওয়ালাদের মতো তারা এক হাত (প্রকাশ্যে) বাড়িয়ে দেয় গণতন্ত্রের দিকে এবং আর এক হাত (পর্দার আড়ালে) বাড়িয়ে দেয় ভূমিদাস প্রথার রক্ষক ও পুলিসের দিকে। চিৎকার করে লিবারেলরা জানায়: "আমরা বিশেষ সুবিধার বিরোধী"; কিন্তু পর্দার আড়ালে তারা সামন্ত জমিদারদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে নিজেদের জন্য একটার পর একটা বিশেষ সুবিধা আদায় করে নেয়।

সকল উদারনীতিবাদী-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদই এইরূপ শুধু বৃহৎ রাশিয়ানদের নয় (অন্যান্যদের চেয়ে এ নিকৃষ্ট, কারণ এর চরিত্র হল উগ্র এবং পুরিশকেভিচদের সঙ্গে রয়েছে এর জ্ঞাতিত্ব), পোলিশ, ইহুদী, উক্রেনিয়ান, জর্জিয়ান এবং অন্যান্যদেরও এইরূপ। অস্ট্রিয়ায় এবং রাশিয়ায় সকল জাতির বুর্জোয়ারা "জাতীয় সংস্কৃতির" স্লোগানের নামে কার্যতঃ শ্রমিকদের বিভক্ত করার, গণতন্ত্রকে দুর্বল করার, ভণ্ডামি করে ভূমিদাস প্রথার রক্ষকদের কাছে জাতীয় অধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতা বিক্রি করে দেবার কর্মনীতিই অনুসরণ করছে।

"জাতীয় সংস্কৃতি" শ্রমিক-গণতন্ত্রের স্লোগান নয় এবং দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিই হল শ্রমিক গণতন্ত্রের স্লোগান। সকল রকমের "সদর্থক" জাতীয় কর্মসূচী দিয়ে জনসাধারণকে প্রতারণা করার চেষ্টা বুর্জোয়ারা করুক। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা এর উত্তরে বলবে: (ধনতন্ত্রী দুনিয়ায়, মুনাফা, ঝগড়া ও শোষণের দুনিয়ায় যতদূর সম্ভব এ সমস্যার সমাধান করা যেত পারে সেদিক থেকে) জাতিসমস্যার একটি মাত্র সমাধানই আছে এবং সে সমাধান হল—সুসঙ্গত গণতন্ত্র।

প্রমাণ : পশ্চিম ইউরোপে সুইজারল্যাণ্ড—সেটি হল পুরানো সংস্কৃতির দেশ, এবং পূর্ব ইউরোপে ফিনল্যাণ্ড—সেটি হল নবীন সংস্কৃতির দেশ।

শ্রমিক-গণতন্ত্রের জাতীয় কর্মসূচীর মূলকথা হচ্ছে : কোন একটি জাতি বা কোন একটি ভাষার জন্য কোনরকম বিশেষ সুবিধা একেবারেই থাকবে না; জাতিসমূহের রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের, অর্থাৎ তাদের রাষ্ট্রীয় বিচ্ছেদের প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে সম্পূর্ণরূপে অবাধ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে; এমন একটি আইন পাশ করতে হবে যা সমগ্র দেশের উপর প্রযোজ্য এবং এই আইনে সেই সব ব্যবস্থাকে (জেমস্তভো[১৬] শহর, সম্প্রদায় প্রভৃতি কর্তৃক গৃহীত) যে-আইনী ও বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে যে-সব ব্যবস্থা যে-কোনভাবে কোন একটি জাতিকে বিশেষ সুবিধা দেয়, জাতিসমূহের সমানাধিকার বা সংখ্যালঘু জাতির অধিকার লঙ্ঘন করে—এবং এই আইনের দৌলতে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই ঐ রকম একটি ব্যবস্থাকে সংবিধানবিরোধী বলে বাতিল করার এবং যারা ঐ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট তাদের ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করার দাবি উত্থাপনের অধিকার থাকবে।

ভাষার প্রশ্নে বিভিন্ন বুর্জোয়া পার্টিগুলির জাতিগত কলহ ইত্যাদির বিপরীত হিসাবে শ্রমিক-গণতন্ত্র দাবি করছে : সর্বপ্রকার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে সমান শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবার জন্য সমস্ত শ্রমিক সংগঠনে, ট্রেড ইউনিয়নে, পণ্যভোগীদের সমবায় প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য সংস্থায় সকল জাতিসত্তার শ্রমিকদের পরিপূর্ণ ঐক্য ও সম্পূর্ণ মিলন চাই। শুধু এ সকল ঐক্য ও মিলনই গণতন্ত্র সুরক্ষিত করতে পারে, সুরক্ষিত করতে পারে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থকে—এই ঐক্য ও মিলন ইতোমধ্যেই ক্রমে ক্রমে অধিকতর আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে এবং এখনও হচ্ছে। যেখানে সকল রকম বিশেষ সুবিধা ও সকল রকম শোষণের চিহ্নও থাকবে না সেই নবজীবনের পথে মানবজাতির বিকাশের স্বার্থকে এই ঐক্য ও মিলনই সুরক্ষিত করতে পারে।

একটি বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষা কি দরকার ?

প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে উদারনৈতিকদের পার্থক্য এই যে, উদারনৈতিকরা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষার অধিকার, অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, স্বীকার করেন। কিন্তু এই বিষয়ে উদারনৈতিকরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবেই একমত যে, একটি বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষার প্রয়োজন আছে।

একটি বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষা বলতে কি বুঝায় ? কার্যক্ষেত্রে এই বোঝায় যে, যে-গ্রেট রাশিয়ানরা রাশিয়ার জনসংখ্যার একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, তাদেরই ভাষা রাশিয়ার জনসংখ্যার বাকি অংশের উপর জোর করে চাপানো হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সরকারী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে **বাধ্যতামূলক**। সকল সরকারী চিঠিপত্র সংবাদাদি আদান-প্রদান অবশ্যই সরকারী ভাষার মাধ্যমেই চালানো হবে স্থানীয় জনসাধারণের ভাষার মাধ্যমে নয়।

যে পার্টিগুলি একটি বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষার প্রবক্তা তারা কি কি কারণে এর প্রয়োজনীয়তা সঠিক বলেন ?

অবশ্য ব্ল্যাক হানড্রেডদের যুক্তিগুলি কাঠখোট্টারকম সংক্ষিপ্ত। তারা বলেন : "হাতছাড়া হয়ে যাওয়া" থেকে সকল অ-রুশীয়দের আটকে রাখার জন্য তাদের উপর লৌহদণ্ডের সাহায্যে শাসন চালাতে হবে। রাশিয়া অবশ্যই অবিভাজ্য থাকবে ; সকল জাতিকেই গ্রেট রাশিয়ানদের শাসনের নিকট অবশ্যই নতিস্বীকার করতে হবে ; কারণ গ্রেট রাশিয়ানরাই রুশ ভূমিকে গড়ে তুলেছে এবং ঐক্যবদ্ধ করেছে। সুতরাং শাসক শ্রেণীর ভাষাই বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষা হবে। "স্থানীয় ভাষাগুলিকে" একেবারে নিষিদ্ধ করা হলেও পুরিশকেভিচরা কিছু মনে করবে না ; যদিও রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ এই "স্থানীয়ভাষাগুলিতে" কথা বলে।

উদারনৈতিকদের মনোভাব যথেষ্ট বেশী "সুসংস্কৃত", "সুমার্জিত"। কিছুটা মাত্রার মধ্যে (যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে) স্থানীয় ভাষাগুলি ব্যবহার করতে তাঁরা অনুমতি দিচ্ছেন। একই সময়ে তারা একটি বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষার দাবি তুলছেন ; তাঁরা বলেন, "সংস্কৃতির" স্বার্থে, "ঐক্যবদ্ধ" ও "অবিভাজ্য" রাশিয়ার স্বার্থে, এবং ঐ ধরনের আরও অনেক স্বার্থে একটি 'বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষার প্রয়োজন আছে।

"রাষ্ট্রত্ব হচ্ছে সাংস্কৃতিক ঐক্যেরই স্বীকৃতি...। একটি সরকারী ভাষা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ···। রাষ্ট্রত্ব কর্তৃত্বের ঐক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সরকারী ভাষা হচ্ছে সেই ঐক্যেরই একটি হাতিয়ার। রাষ্ট্রত্বের যেমন অন্য সকল রূপের (ফর্ম) বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকে, সরকারী ভাষারও তেমনি বাধ্যতামূলক ও ব্যতিক্রমহীন সর্বব্যাপক বল প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে।

"যদি রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য থাকতে হয়, তাহলে রাশিয়ান

সাহিত্যিক ভাষার রাজনৈতিক সুযোগের জন্য আমাদের দৃঢ়ভাবে দাবি তুলতে হবে।"

একটি সরকারী ভাষা প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে উদারনৈতিকদের ছকে-বাঁধা দর্শন হচ্ছে এই।

উদারনৈতিক সংবাদপত্র ডাইয়েন-এ১৭ (নং ৭) প্রকাশিত শ্রীএস, পাত্রাস কিন লিখিত একটি প্রবন্ধ হতে আমরা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছি। বেশ বোধগম্য কারণেই ব্ল্যাক হান্‌ড্রেড **নভয়ে ভ্রেমিয়া** এই সব ধারণার লেখককে সশব্দ চুম্বনে পুরস্কৃত করেছে। মেনশিকভের সংবাদপত্র বলেছে (নং ১৩৫৮৮), শ্রী পাত্রাস্ কিন "অত্যন্ত সুচিন্তিত ধারণাসমূহ" ফুটিয়ে তুলেছেন। ঠিক এই ধরনের "সুচিন্তিত" ধারণাবলীর জন্য যে আর একখানি পত্রিকাকে ব্ল্যাক-হান্‌ড্রেডরা সর্বদাই প্রশংসা করছেন সেটি হচ্ছে জাতীয়-উদারনৈতিক **রুশকায়া মিসল্** ১৮। এবং **নভয়ে ভ্রেমিয়া** লোকদের অতখানি খুশী করতে পারে এমন জিনিস যখন "সুসংস্কৃত" যুক্তিমালার সাহায্যে উদারনৈতিকরা দাবি করছেন তখন তাঁরা ব্ল্যাক-হান্‌ড্রেড কি করে তাঁদের (উদারনৈতিকদের) প্রশংসা না করে পারেন ?

উদারনৈতিকরা আমাদের বলেন, রাশিয়ান একটি মহান ও শক্তিশালী ভাষা। আপনারা কি চান না যে, রাশিয়ার সীমান্তে এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেকে এই মহান ও শক্তিশালী ভাষা জানুক ? রুশ ভাষা অ-রাশিয়ানদের সাহিত্য সমৃদ্ধ করবে, সংস্কৃতির বিরাট ভাণ্ডারকে তাদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবে এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছু করবে—এসব কি আপনারা দেখেন না ?

উদারনৈতিকদের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা বলি, ভদ্র মহোদয়গণ, ও সবই সত্য। আপনাদের চেয়েও আমরা ভালভাবে জানি যে, তুর্গেনিভ, তলস্তয়, দাব্রোলিউবভ্ ও চেরনিশেভ্স্কির ভাষা মহান ও শক্তিশালী এক ভাষা। আপনারা যতটা আশা করেন তার চেয়েও আমরা বেশী আশা করি যে, কোনরূপ বৈষম্য ছাড়াই, রাশিয়ার বসবাসকারী সকল জাতিরই নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠতম আদান-প্রদান ব্যবস্থা ও ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এবং আমরা অবশ্যই এর অনুকূলে যে, রাশিয়ায় প্রত্যেকটি বাসিন্দা মহান রুশ ভাষা শেখার সুযোগ পান।

যা আমরা চাই না তা হচ্ছে **বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা**। আমরা চাই না যে, লোকদের মুণ্ডরপেটা করে স্বর্গে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হোক ; "সংস্কৃতি" সম্বন্ধে

আপনারা যত সংখ্যক চমৎকার বুলি উচ্চারণ করেন না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না, একটি **বাধ্যতামূলক** সরকারী ভাষার মধ্যে বলপ্রয়োগ রয়েছে, মুগুরের ব্যবহার রয়েছে। আমরা মনে করি না যে, মহান ও শক্তিশালী রুশ ভাষা কারুর কাছে চায় যে সে **কেবলমাত্র বাধ্যবাধকতা** দ্বারা রুশ ভাষা শিখুক। আমরা স্থিরনিশ্চিত যে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ, এবং সাধারণভাবে সমাজিক জীবনের সামগ্রিক ধারা সকল জাতিকে একত্রে ঘনিষ্ঠতার দিকে আনতে ঝোঁক সৃষ্টি করছে। লক্ষ লক্ষ লোক রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলাফেরা করছে ; বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টিগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যাচ্ছে ; পারস্পরিক বর্জনের মনোভাব এবং জাতীয় সংরক্ষণশীলতা অবশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যে সকল লোকের জীবন ও কার্যের অবস্থা তাঁদের রুশ ভাষা জানা প্রয়োজনীয় বিষয় করে তুলবে তারা জোর করে রুশ ভাষা শিখতে বাধ্য না হয়েও রুশ ভাষা শিখবেন। কিন্তু বলপ্রয়োগের (মুগুরপেটা) কেবলমাত্র একটি ফলই হবে : বলপ্রয়োগ মহান ও শক্তিশালী রুশ ভাষাকে অন্য জাতীয় গ্রুপগুলির মধ্যে বিস্তৃতিলাভে বাধা দেবে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বলপ্রয়োগ পারস্পরিক শত্রুতা তীক্ষ্ণ করবে, লক্ষ লক্ষ নতুন পদ্ধতিতে সংঘর্ষ বাধাবে, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি বৃদ্ধি করবে, এবং অনুরূপ আরও অনেক কিছু করবে।

এই ধরনের জিনিস কারা চান ? রুশ জনগণও চান না, রুশ গণতান্ত্রিকরাও চান না। তারা **যে-কোন পদ্ধতিতে** জাতীয় নিপীড়ন, এমন কি "রুশ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রত্বের স্বার্থেও" জাতীয় নিপীড়ন স্বীকার করেন না।

এই জন্যই রাশিয়ান মার্কসবাদীরা বলেন যে, **কোন** বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষা অবশ্যই থাকবে **না**, যে সব স্কুলে স্থানীয় সকল ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্য সেই সব স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে, যে-কোন একটি জাতির সকল সুযোগ সুবিধাকে এবং জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের সকল লঙ্ঘনকে বাতিল ঘোষণা করে একটি মৌলিক আইন অবশ্যই সংবিধানে রাখতে হবে।

প্রাভ্দা নং ১৪ (৩২) ১৮ জানুয়ারী, ১৯১৪

জাতীয় সংস্কৃতি

পাঠকেরা দেখেছেন যে, সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রশ্নটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে, সেভেরনাইয়া প্রাভদার প্রবন্ধটি উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের অসঙ্গতি ও সুবিধাবাদ সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে—এই উদারনীতিবাদী বুর্জোয়ারা জাতি-সমস্যার ব্যাপারে ভূমিদাস প্রথার সমর্থক ও রক্ষকদের এবং পুলিসদের সাহায্য করে থাকে। একটি সাধারণ রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্ন ছাড়াও, একইরকম আরও অনেক প্রশ্নে উদারনীতিবাদী বুর্জোয়ারা যে বিশ্বাসঘাতকের মতো, ভণ্ডের মতো, এবং নির্বোধের মতো (এমন কি উদারনীতি-বাদের স্বার্থের দিক থেকেও) ব্যবহার করে থাকে তা প্রত্যেকেই বুঝবে।

এ থেকে কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, **সকল রকম** উদারনীতিবাদী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ শ্রমিকদের মধ্যে বৃহত্তম দুর্নীতির জন্ম দেয় এবং স্বাধীনতা ও শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে। এটা আরও বেশী বিপজ্জনক কারণ "জাতীয় সংস্কৃতির" স্লোগানের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে বুর্জোয়া ঝোঁক (এবং বুর্জোয়াদের ভূমিদাসদের মালিক হবার ঝোঁক)। বৃহৎ রাশিয়ান, পোলিশ, ইহুদী, উক্রেনিয়ান এবং অন্যান্য—জাতীয় সংস্কৃতির নামে ব্ল্যাক-হান্ড্রেড প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ও যাজক-সম্প্রদায় এবং সকল জাতির বুর্জোয়ারাও তাদের ঘৃণ্য কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

এই হচ্ছে বর্তমান কালের জাতীয় জীবনের প্রকৃত ঘটনা—মার্কসীয় দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি বর্তমান কালের জাতীয় জীবনকে বিচার করা যায়, এবং নীরস "সাধারণ নীতি," অলঙ্কারপূর্ণ ভাষণ ও কথার বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে যদি শ্রেণীগুলির স্বার্থ ও কর্মনীতি অনুসারে স্লোগানগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে প্রকৃত ঘটনাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগান বুর্জোয়া (এবং প্রায়ই ব্ল্যাক-হানড্রেড ও যাজকমণ্ডলীর) প্রতারণা বিশেষ। গণতন্ত্রের ও বিশ্ব-শ্রমিক-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিই আমাদের স্লোগান।

এ বিষয়ে দপন্থী মিঃ লিবমান হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন এবং তিরস্কারবাণে আমাকে ধরাশায়ী করে বলেছেন :

"জাতি-সমস্যার সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয়ও আছে তাঁরই এ কথা জানা আছে যে, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি অ-জাতীয় সংস্কৃতি* (কোন রকম জাতীয় রূপ বহির্ভূত সংস্কৃতি) নয়; যে সংস্কৃতি বৃহৎ-রাশিয়ান হবে না, ইহুদী হবে না, পোলিশ হবে না, হবে শুধু বিশুদ্ধ সংস্কৃতি, সেই অ-জাতীয় সংস্কৃতি বাজে কথা ছাড়া আর কিছু নয়; আন্তর্জাতিক ভাবধারা তখনই শুধু শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় হতে পারে যখন সেগুলি শ্রমিকেরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষার সঙ্গে এবং যে বাস্তব জাতীয় অবস্থার মধ্যে শ্রমিকেরা বাস করে সেই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হয়; নিজের জাতীয় সংস্কৃতির বিশেষ অবস্থা ও বিকাশ সম্পর্কে শ্রমিককে উদাসীন থাকলে চলবে না, কারণ এর মাধ্যমে, শুধু এরই মাধ্যমে, 'গণতন্ত্রের ও বিশ্ব-শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে' অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ সে পায়। এ কথা তো দীর্ঘকাল থেকেই জানা আছে, কিন্তু ভি. আই. এ সম্বন্ধে কোন কিছু জানতেই ইচ্ছুক নন....."

এ যুক্তি বুন্দপন্থীদেরই বৈশিষ্ট্য—এ যুক্তি সম্বন্ধে ভেবে দেখুন; এ যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, যে মার্কসীয় থিসিস আমি উপস্থাপিত করেছিলাম তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা (যদি আপনি তা চান)। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের মনোভাব নিয়ে, "জাতিসমস্যার সঙ্গে সুপরিচিত" ব্যক্তির মতো এই বুন্দপন্থী ভদ্রলোক অতি সাধারণ বুর্জোয়া চিন্তাধারাগুলিকে "বহুদিনের জানা" সত্য বলে জাহির করছেন।

আমার প্রিয় বুন্দপন্থী ভদ্রমহোদয়, এ কথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি অ-জাতীয় নয়। কেউই এ কথা বলেনি যে এটা অ-জাতীয়। কেউই এক "বিশুদ্ধ" সংস্কৃতির কথা, পোলিশ, ইহুদী বা রাশিয়ান সংস্কৃতির কথা ঘোষণা করেনি; এবং আপনার নীরস বাক্যগুলির অর্থহীন সমাবেশ শুধু পাঠকদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেবার এবং কথার টুংটাং শব্দ দিয়ে বিষয়বস্তুর সার কথাকে অজ্ঞাত রাখার প্রচেষ্টা বিশেষ।

বিকশিত যদি না হয়ে থাকে তবুও, **প্রত্যেকটি জাতীয়** সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির **উপাদানসমূহ,** কারণ প্রত্যেক জাতিতেই রয়েছে মেহনতী ও শোষিত জনগণ, যাদের জীবনযাত্রার অবস্থার অপরিহার্য পরিণতি হিসাবেই দেখা দেয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ। কিন্তু প্রত্যেকটি জাতিরও আছে এক বুর্জোয়া সংস্কৃতি

* আন্তর্জাতিক—বিভিন্ন জাতির মধ্যে।
অ-জাতীয়—কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

(এবং অধিকাংশ জাতিরই ব্ল্যাক-হানড্রেড ও যাজকমণ্ডলীর সংস্কৃতিও আছে) যা শুধু "উপাদানের" রূপ নয়, **কর্তৃত্বপূর্ণ** সংস্কৃতির রূপই পরিগ্রহ করে। সুতরাং সাধারণ "জাতীয় সংস্কৃতি" হল ভূস্বামীদের, যাজক সম্প্রদায়ের এবং বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি। এই মৌলিক সত্যকে—মার্কসবাদীর পক্ষে যা অ, আ, ক, খ, তাকে—বুন্দপন্থী ভদ্রলোক অজ্ঞাত অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন, বাক্যের অর্থহীন সমাবেশের মধ্যে তিনি এই সত্যকে "ডুবিয়ে" দিয়েছিলেন, অর্থাৎ শ্রেণী-পার্থক্যের কথা প্রকাশ করে দেওয়া ও ব্যাখ্যা করার **পরিবর্তে** তিনি **কার্যতঃ** এই শ্রেণী-পার্থক্যকে পাঠকদের কাছে অজ্ঞাত রেখেছিলেন। কার্যতঃ বুন্দপন্থী ভদ্রলোক একজন বুর্জোয়ার মতোই তাঁর বক্তব্য লিখেছিলেন, যার প্রতিটি স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শ্রেণীবহির্ভূত জাতীয় সংস্কৃতিতে ব্যাপক বিশ্বাস।

"গণতন্ত্রের ও বিশ্ব-শ্রমিক-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির" স্লোগান উপস্থিত করবার সময় আমরা প্রতিটি জাতীয় সংস্কৃতি থেকে শুধু তার গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিই নিয়ে থাকি; বুর্জোয়া সংস্কৃতির, **প্রতিটি** জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সমান পাল্টা শক্তি হিসাবে আমরা এইগুলিই শুধু নিয়ে থাকি এবং **বিনাশর্তেই** নিয়ে থাকি। মার্কসবাদীদের কথা নয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু এমন একজন ডেমোক্রাটও নেই যিনি ভাষার সমানাধিকার অস্বীকার করেন অথবা "নিজের" বুর্জোয়াদের সঙ্গে দেশীয় ভাষায় তর্কবিতর্ক করার, "নিজের" কৃষককুল ও শহরের পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে যাজকসম্প্রদায়-বিরোধী বা বুর্জোয়া-বিরোধী মতবাদ প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন—এ তো স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান; এই তর্কাতীত সত্য কথাগুলিকেই বুন্দপন্থীরা ব্যবহার করে থাকে সেই বিষয়টি দুর্বোধ্য করে রাখবার জন্য যে-বিষয়টি নিয়ে এখন তর্ক চলছে অর্থাৎ যে প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু।

এবং সেই প্রশ্নটি হচ্ছে যে, একজন মার্কসবাদীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগান উত্থাপন করা কি ন্যায়সঙ্গত অথবা সকল ভাষায় শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে ওকালতি করে এবং নিজেকে স্থানীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে "খাপ খাইয়ে নিয়ে" একজন মার্কসবাদীর কি এই স্লোগানের (জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগানের) **বিরোধিতা করা কর্তব্য নয়?**

"এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি প্রবর্তন করার অর্থে" এই স্লোগানকে "ব্যাখ্যা" করার যে প্রতিশ্রুতি বা শুভ অভিপ্রায় কয়েকজন ক্ষুদে বুদ্ধিজীবী ব্যক্ত

করে থাকে তার দ্বারা "জাতীয় সংস্কৃতির" স্লোগানের তাৎপর্য নির্ধারিত হয় না। এভাবে এই বিষয়টি দেখলে তা ছেলেমানুষী বিষয়ীবাদ হয়ে দাঁড়াবে। জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগানের তাৎপর্য নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট দেশের এবং দুনিয়ার সকল দেশের সকল শ্রেণীর বাস্তব বিন্যাসের দ্বারা। বুর্জোয়াদের জাতীয় সংস্কৃতি একটি ঘটনা বিশেষ (এবং আমি আবার বলছি যে, বুর্জোয়ারা সর্বত্রই ভূস্বামী আর যাজক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তি করে)। শ্রমিকদের যাতে গলায় দড়ি দিয়ে বুর্জোয়ারা টেনে নিয়ে যেতে পারে তার জন্যই সমরপ্রিয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা রুদ্ধ করে দেয়। তাদের বোকা বানায় এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য ডেকে আনে—এই সমরপ্রিয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদই হচ্ছে আজকের দিনের মূল ঘটনা।

যারাই শ্রমিকশ্রেণীর সেবা করতে চায় তাদেরই সকল জাতির শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং অবিচলিতভাবে "দেশী" ও বিদেশী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। যে ব্যক্তি জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগানেব পক্ষে ওকালতি করে তার স্থান হচ্ছে জাতীয়তাবাদী পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে, মার্কসবাদীদের মধ্যে নয়।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত ধরা যাক। বৃহৎ রাশিয়ান জাতির একজন মার্কসবাদী কি জাতীয় সংস্কৃতির অর্থাৎ বৃহৎ রাশিয়ান সংস্কৃতির স্লোগান মেনে নিতে পারে? না, পারে না—ঐরকম লোকের স্থান জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেই হওয়া উচিত, মার্কসবাদীদের মধ্যে নয়। আমাদের কর্তব্য হল বৃহৎ রাশিয়ানদের প্রভাবশালী ব্ল্যাক-হানড্রেড, বুর্জোয়া জাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা; আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে যে-সব জিনিস প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাব নিয়ে এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে নিবিড়তম মৈত্রী স্থাপন করে বিকশিত করে তোলাই আমাদের কর্তব্য। তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের নিজেদের বৃহৎ-রাশিয়ান ভূস্বামীদের ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে ওদের "সংস্কৃতির" বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং এই সংগ্রাম করার সময় পুরিশকেভিচদের ও স্তুভদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেদের "খাপ খাইয়ে নেওয়া" এবং জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগানের পক্ষে ওকালতি না করা বা এই স্লোগানকে সহ্য না করাই হল তোমাদের কাজ।

সর্বাপেক্ষা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জাতি ইহুদীদের ক্ষেত্রে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ইহুদী জাতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে ইহুদী শাস্ত্রব্যাখ্যাতাদের এবং বুর্জোয়াদের

স্লোগান—এ স্লোগান আমাদের শত্রুদেরই স্লোগান। কিন্তু ইহুদী-সংস্কৃতিতে এবং ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাসে অন্যান্য উপাদানও আছে। সারা দুনিয়ায় ইহুদীদের সংখ্যা হল এক কোটি পাঁচ লক্ষ—এর অর্ধেকের কিছু বেশী বাস করে গ্যালিসিয়া আর রাশিয়ায়; এ দুটি দেশ হল পশ্চাৎপদ আর আধা-বর্বর দেশ, এখানে ইহুদীদের জোর করে একটি জাতের (Caste) অবস্থায় রাখা হচ্ছে। আর বাকি অর্ধেক বাস করে সভ্য জগতে এবং সেখানে ইহুদীদের জাত হিসাবে আলাদা করে রাখা হয়নি। সেখানে ইহুদী সংস্কৃতির মহান বিশ্ব-প্রগতিশীল লক্ষণগুলি নিজেরাই সকলকে সুস্পষ্টভাবে সেগুলি অনুভব করতে বাধ্য করেছে; এর আন্তর্জাতিকতাবাদ, যুগের প্রগতিশীল আন্দোলনে সাড়া দেবার এর অপূর্ব ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য (সমগ্র জনসংখ্যায় ইহুদীদের সংখ্যার শতকরা হারের চেয়ে গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনে ইহুদীদের যোগদানের সংখ্যার শতকরা হার সর্বত্রই বেশী)।

প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যে কেউই ইহুদীদের "জাতীয় সংস্কৃতি"র স্লোগান উত্থাপন করুক না কেন, সে ব্যক্তি হচ্ছে (তার যত সৎ উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন) শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু, ইহুদীদের আদিম অবস্থার ও তাদের জাতের স্তরে রাখার ব্যবস্থার সমর্থক এবং ইহুদীশাস্ত্র ব্যাখ্যাতাদের ও বুর্জোয়াদের দুষ্কর্মের সহযোগী। অন্যদিকে, যে সব ইহুদী মার্কসবাদীরা যারা রাশিয়ান, লিথুনিয়ান, উক্রেনিয়ান এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী সংগঠনগুলিতে যোগদান করে এবং যারা শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজে (রুশ ও ইডিশ ভাষায়) তাদের সামান্য কাজ করে যাচ্ছে, সেই সব ইহুদীরাই, বুন্দের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মতবাদ সত্ত্বেও, "জাতীয় সংস্কৃতির" স্লোগানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সজ্জাতির (বা রেসের) শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যগুলিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আর শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ হচ্ছে এমন দুটি শত্রুভাবাপন্ন বিরোধী স্লোগান যা সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার দুটি বিরাট শ্রেণী শিবিরেরই অনুরূপ এবং জাতিসমস্যার ব্যাপারে এই দুই কর্মনীতিরই (তার চেয়েও বেশী—দুই বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিরই) অভিব্যক্তি। জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগানের সমর্থক ও রক্ষক হয়ে এবং এই স্লোগানের ভিত্তির উপর তথাকথিত "সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের" এক সমগ্র পরিকল্পনা ও বাস্তব কর্মসূচী রচনা করে, বুন্দপন্থীরা কার্যতঃ শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসাবে কাজ করছে।

জাতীয়তাবাদী "আত্তীকরণের" ভূত

আত্তীকরণের, অর্থাৎ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তির, এক জাতি কর্তৃক অপর এক জাতির বিশোষণের প্রশ্নটি বুন্দপন্থীদের 'আব তাদের সমমনোভাবাপন্ন বন্ধুদের জাতীয়তাবাদী দোদুল্যমানতার পরিণাম মনশ্চক্ষুর সামনে উদ্ভাসিত করা সম্ভব করে তোলে।

বুন্দপন্থীদের সেই পুরানো যুক্তি, বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, ছলাকলা বিশ্বস্তভাবে বহন করে এবং আওড়িয়ে মিঃ লিবমান বললেন যে, একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সকল জাতিসত্তার শ্রমিকদের একটি মাত্র শ্রমিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা ও মিলিত করার দাবি (উপরে বর্ণিত সেভেরনাইয়া প্রাভদার প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য) হচ্ছে সেই পুরানো আত্তীকরণেরই গল্প।

সেভেরনাইয়া প্রাভদার প্রবন্ধের উপসংহার সম্বন্ধে মিঃ এফ, লিবমান বলেন: "সুতরাং, একজন শ্রমিককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তার জাতি কী, তাহলে তাকে বলতে হবে: আমি একজন সোস্যাল ডেমোক্রাট!"

নিজের এ উক্তিকে আমাদের বুন্দপন্থী ভদ্রলোক তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির শীর্ষদেশ বলে মনে করেন। কার্যতঃ এ রকম সরস উক্তি দিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত করছেন এবং "আত্তীকরণ" সম্পর্কে তাঁর চিৎকার ধ্বনি সুসঙ্গত-ভাবে গণতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী স্লোগানের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

টীকা

১। দ্রেফাস ঘটনা (Dreyfus Affair)—ফরাসী সমরবাদীদের মধ্যে যারা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী গোষ্ঠী তারা ইহুদী স্টাফ অফিসার দ্রেফাসের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি ও দেশদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে ১৮৯৪ সালে তার বিচারের ব্যবস্থা করে। সামরিক আদালতের বিচারে দ্রেফাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু দ্রেফাস মামলার পুনর্বিচারের জন্য ফ্রান্সে এক জন-আন্দোলনের সূচনা হয়—এই আন্দোলন প্রজাতন্ত্রী আর রাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেই আন্দোলনের ফলেই ১৯০৬ সালে দ্রেফাস মুক্তি লাভ করেন।

লেনিন দ্রেফাস ঘটনাকে "প্রতিক্রিয়াশীল সমরবাদীদের হাজার হাজার অসাধু কার্যকলাপের অন্যতম" বলে অভিহিত করেছিলেন।

২। জাবার্নের ঘটনা—এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৩-এর নভেম্বরে জাবার্ন (আলসাস) শহরে। আলসাসবাসীদের প্রতি জনৈক প্রাশিয়ান অফিসারের নৃশংস ব্যবহার থেকেই এ ঘটনার উদ্ভব। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে ফরাসীদের মধ্যে, প্রাশিয়ান সমরবাদীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ দেখা দেয় (লেনিনের প্রবন্ধ "জাবার্ন" দ্রষ্টব্য, রচনাবলী ১৯ খণ্ড)।

৩। এঙ্গেলসের কাছে মার্কসের ১৮৬৭-র ৩০শে নভেম্বরের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৪। "সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং "জাতি সমস্যা সম্পর্কে সমালোচনাপূর্ণ মন্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে (রচনাবলী ২০ খণ্ড) লেনিন রেনার এবং বাউয়ারের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, "সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনের" সমালোচনা করেছিলেন।

৫। এঙ্গেলসের নিকট মার্কসের ১৮৬৭-র ২রা নভেম্বরের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৬। দিয়ে গোস্কে (ঘণ্টা)—জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য, জাতিদাম্ভিক সমাজবাদী এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পারভাস (হেলফান্দ) কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পত্রিকা—প্রথমে প্রকাশিত হয় মিউনিকে, পরে বার্লিনে; পত্রিকাখানির প্রকাশ চলেছিল ১৯১৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত।

৭। ১৮৪৯ সালের ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত নিউয়ে রাইনিস জিতাঙ্গ-এর ১২২ ও ১২৩ সংখ্যার "ডেমোক্র্যাটিক প্যানস্লাভিজম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৮। লেনিন এখানে জাতি-সমস্যা সম্পর্কে সেই প্রস্তাবেরই উল্লেখ করছেন যে-প্রস্তাব তিনি রচনা করেছিলেন এবং যা আর. এস. ডি. এল. পি'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও অগ্রণী পার্টি-কর্মীদের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল—এই সম্মেলন ১৯১৩ সালে ৬ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্রাকাউর

নিকটবর্তী পোরোনিন শহরে। গোপনীয়তার জন্য এই সম্মেলনকে বলা হল গ্রীষ্ম বা আগস্ট সম্মেলন। প্রস্তাবটি লেনিন রচনাবলীর ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৯। নাশে দিয়েলো (আমাদের আদর্শ)—মেনশেভিকদের মাসিক পত্রিকা, রাশিয়ায় লিকুইডেটর আর জাতিদাম্ভিক-সমাজবাদীদের প্রধান মুখপত্র; ১৯১৪-এর অক্টোবরে যখন নাশা জারায়ার (আমাদের উষা) প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন তার জায়গায় ১৯১৫ সালে এটি প্রকাশিত হয় পেট্রোগ্রাদে।

১০। জিমারওয়াল্ড কনফারেন্স—জিমারওয়াল্ড প্রথম আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট সম্মেলন—১৯১৫-র ৫-৮ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত; এই সম্মেলনেই লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আর সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউৎস্কিপন্থীদের মধ্যে সংগ্রাম দেখা দেয়। বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নিয়ে লেনিন গঠন করেন জিমারওয়াল্ড বামপন্থী গ্রুপ; এই বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে শুধুমাত্র বলশেভিক পার্টিই যুদ্ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং তারাই ছিল সঠিক। তারাই ছিল অটল আন্তর্জাতিকতাবাদী।

এই সম্মেলন থেকে এই ইশ্‌তেহার প্রচার করা হয় যাতে বিশ্বযুদ্ধকে একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়, যারা যুদ্ধ বাজেটের পক্ষে ভোট দিয়েছে এবং বুর্জোয়া সরকারে অংশ গ্রহণ করেছে সেই সব "সোস্যালিস্টদের" নিন্দা করা হয় এই ইশ্‌তেহারে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিকশিত করার জন্য পররাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করার জন্য ইউরোপের শ্রমিকদের নিকট আবেদন করা হয়।

যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কমিশন নির্বাচিত হয়।

১১। "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রাথমিক খসড়া বিধান" সম্বন্ধে নোট জি. ভি. চিচেরিন, এন. এন. ক্রেস্তিনস্কি, জে. ভি. স্তালিন, এম. জি. বাকেস, ওয়াই. এ. প্রেয়োব্রাঝেন্‌স্কি, এন. ডি. লাপিন্‌স্কি, বুলগেরিয়ান কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি আই. নেদেলকভ্ (এন. শাবলিন), এবং বাশকিরিয়া, কিরঘিজিয়া ও তার্কিস্থানের বহু সংখ্যক নেতার নিকট থেকে লেনিন পান। সঠিক ধারণাসমূহের সঙ্গে এই নোটগুলিতে কিছু কিছু গুরুতর ভুলও ছিল। যেমন, বুর্জোয়া ও কৃষক সমাজের মধ্যেকার যে পার্থক্য লেনিন দেখিয়ে দেন তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে চিচেরিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন: "কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রীর উপর আমি অধিকতর জোর দেই (এর দ্বারা সঠিক ভাবে বুর্জোয়াদের বোঝায় না)" (সি. পি. এস. ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় পার্টি মোহাফেজখানা)। ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ইউরোপ

এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত ও পরাধীন দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন তুলে প্রেয়োব্রাঝেন্স্কি লিখেছিলেন : "·· প্রধান জাতীয় গ্রুপগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তিতে আসা অসম্ভব বলেই যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে শেষোক্তদের বলপ্রয়োগ করে অনিবার্যভাবেই দমন করা হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে একটা ইউরোপীয়ান সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে।" লেনিনই সিদ্ধান্তমূলকভাবেই এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন :"···এ বড্ড বেশী হচ্ছে। এ প্রমাণ করা যেতে পারে না, এবং এ-ও বলা ভুল যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা 'দমন' অনিবার্য। সেটা মূলগতভাবেই ভুল" (সি পি. এস ইউ'র ইতিহাসের সমস্যাবলী, ১৯৫৮, নং ২, পৃষ্ঠা ১৬ দ্রষ্টব্য।

একটি গুরুতর ভুল করেছিলেন স্তালিন ; স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যেকার ফেডারেল সম্পর্ক এবং স্বাধীন সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যেকার ফেডারেল সম্পর্ক—এই দুইয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্যের সঙ্গে স্তালিন একমত ছিলেন না। ১৯২০ সালে ১২ই জুন লেনিনকে লেখা এক পত্রে স্তালিন ঘোষণা করেন যে, বাস্তবে "এই দুই ধরনের ফেডারেল সম্পর্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, অথবা এই পার্থক্য এত সামান্য যে তা গণ্য না করেও পারা যায়।" পরবর্তীকালেও তিনি তাঁর এই অভিমতের প্রচার অব্যাহত রাখেন এবং ১৯২২ সালে তিনি স্বাধীন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির "স্বায়ত্তশাসনীকরণের" প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লেনিন কর্তৃক তাঁর "জাতিসত্তাগুলির প্রশ্ন অথবা স্বায়ত্তশাসনীকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্যদের প্রতি তাঁর "ইউ. এস. এস. আর. গঠন" শীর্ষক পত্রে এই ধারণাগুলি বিশদ ভাবে সমালোচিত হয় (বর্তমান সংস্করণ, খণ্ড ৩৬ এবং লেনিন বিবিধ ৩৬, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৯৮ দ্রষ্টব্য)।

১২। ১৯১৮ সালে ২৭শে জানুয়ারি ফিনল্যাণ্ডে যে বিপ্লব শুরু হয় তার ফলে স্ভিন্ হুফ্ভুদ-এর বুর্জোয়া সরকার উৎখাত হয় এবং শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে। ২৯শে জানুয়ারি এদ্ওয়ার্দ গাইলিং ইয়রজো সিরোনা ও অটো কুসিনেন, এ. তাইমি ও অন্যান্য কর্তৃক ফিনল্যাণ্ডের বিপ্লবী সরকার, জনগণের প্রতিনিধিদের পরিষদ গঠিত হয়। শ্রমিকদের সরকার কর্তৃক যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ছিল : কৃষকরা প্রকৃতভাবে যে জমি চাষ করে সেই জমি বিনা ক্ষতি-পূরণে ভূমিহীন কৃষকদের নিকট হস্তান্তর করার আইন, জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশের খাজনা মকুব ; যে সকল কারখানা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করা ; ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (ব্যাঙ্কগুলির কার্য-পরিচালনা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক গ্রহণ)।

১৯১৮ সালের পহেলা মার্চ ফিনিশ্ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক প্রজাতন্ত্র ও আর. এস. এফ. এস. আর 'এর মধ্যে পেত্রোগ্রাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরিপূর্ণ সমমর্যাদা এবং দুই পক্ষের সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদার নীতির ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে দুটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম চুক্তি।

প্রলেতারিয়ান বিপ্লব অবশ্য বিজয়ী হয়েছিল কেবলমাত্র ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে। স্‌ভিন্‌ হুফভুদ সরকার সকল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে দেশের উত্তরাংশে কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং সাহায্যের জন্য জার্মানীর কাইজার সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছিল। সশস্ত্র জার্মান হস্তক্ষেপের ফলে তীব্র গৃহযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালের মে মাসে ফিনিশ বিপ্লবকে স্তব্ধ করা হয়। দেশে শ্বেত সন্ত্রাস আধিপত্য বিস্তার করে; হাজার বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করা হয়, অথবা কারাগারে অত্যাচার চালিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটানো হয়।

১৩। জার্মান আক্রমণকারীদের এবং উলমানিসের প্রতিবিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে লেতিশ প্রলেতারিয়ান ও কৃষক সমাজের সক্রিয় গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লাতভিয়ায় এক অস্থায়ী সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সরকার সোভিয়েতগুলি কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর এক ইস্তাহার প্রচার করে। সোভিয়েত সরকার প্রতিনার এবং লাতভিয়ান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সংগ্রামে লেতিশ জনগণকে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য দেয়।

লাতভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি এবং লাতভিয়ান সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে এক লালফৌজ গঠিত হয়, জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল করা হয়, ব্যাঙ্ক ও বড় বড় সওদাগরী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণ করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তা ও আট ঘণ্টার কাজের দিন প্রথা প্রবর্তন করা হয়, এবং মেহনতী লোকদের খাদ্য সরবরাহের একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে জার্মান সৈন্যবাহিনী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী মিত্র শক্তির দ্বারা অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত শ্বেতরক্ষীরা (হোয়াইটগার্ডস) সোভিয়েত লাতভিয়া আক্রমণ করে। মে মাসে তারা সোভিয়েত লাতভিয়ার রাজধানী রিগা অধিকার করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ১৯২০ সালের শুরুতে লাতভিয়ার সমস্ত অঞ্চল হস্তক্ষেপকারীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারা রক্তাক্ত সন্ত্রাসের এক শাসন কায়েম করে, এবং হাজার হাজার বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করা হয়, অথবা কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

১৪। ব্ল্যাক হান্‌ড্রেডবাদ—বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য জারের পুলিসবাহিনী যে রাজতন্ত্রী গুণ্ডাবাহিনী গঠন করেছিল তাকেই বলা হত দি ব্ল্যাকহান্‌ড্রেডস। এই ব্ল্যাকহান্‌ড্রেডসরা নৃশংসভাবে হত্যা করত বিপ্লবীদের,

আক্রমণ করত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এবং সংগঠিত করত ইহুদীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্যাতন।

১৫। রুশকোইয়ে স্লোভো (রুশ কথা)—একটি বুর্জোয়া উদার-নৈতিক দৈনিক পত্রিকা; মস্কোতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সাল থেকে; ১৯১৭ সালের নভেম্বরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৬। জেমস্তভো—অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত স্থানীয় সংস্থা; রাশিয়ার মধ্য অঞ্চলে এগুলি প্রবর্তিত হয় ১৮৬৪ সালে। স্থানীয় সরকারী অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মধ্যেই এদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল (যেমন হাসপাতাল, রাস্তা নির্মাণ, পরিসংখ্যান, বীমা ইত্যাদি), এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত গভর্নর আর অভ্যন্তরীণ মন্ত্রিদপ্তর দ্বারা যারা অনায়াসেই ভেটো প্রয়োগ করতে পারত সেই সব ব্যাপারে যেগুলি সরকারের পছন্দ হত না।

১৭। **দিয়েন** (দিন)—১৯১২ সাল থেকে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে প্রকাশিত এক উদারনৈতিক বুর্জোয়া ঝোঁকের একটি সংবাদপত্র। এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন মেনশেভিক বিলুপ্তিপন্থীরা; তারাই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির পর পত্রিকাটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটি কর্তৃক পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮। **রুশস্কায়া মিস্‌ল (রাশিয়ান চিন্তা)**—১৮৮০ সাল থেকে মস্কোয় প্রকাশিত উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের একটি মাসিক পত্রিকা। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর পত্রিকাটি কাদেত পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের মুখপত্রে পরিণত হয়। ঐ পর্বে লেনিন **রুশস্কায়া মিস্‌লকে** বলতেন **চেরনোসোতেন্‌নায়া মিস্‌ল (ব্ল্যাকহান্‌ড্রেড চিন্তা)**। ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা

(নির্বাচিত অংশ)

জাতি

জাতি কাকে বলে ?

জাতি হল প্রথমত একটি জনসমাজ (কমিউনিটি), একটি নির্দিষ্ট জনসমাজ (এ ডেফিনিট কমিউনিটি অফ পিপ্‌ল)।

এই জনসমাজ রেশিয়াল বা কুলগত নয়, ট্রাইবাল বা গোষ্ঠীগতও নয়। আধুনিক ইটালিয়ান জাতি সংগঠিত হয়েছিল রোমান, টিউটন, এট্রুস্কান, গ্রীক, আরব ও অন্যান্য থেকে। গল, রোমান, ব্রিটন, টিউটন প্রভৃতি থেকে হয়েছিল ফরাসী জাতি। ব্রিটিশ, জার্মান এবং অন্যান্যদের বেলায়ও একই কথা ; তারাও বিভিন্ন কুল ও গোষ্ঠীর লোক মিলিয়ে এক একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

সুতরাং জাতি কুল বা গোষ্ঠী থেকে আসছে না। জাতি হল ঐতিহাসিক ভাবে সংগঠিত একটি জনসমাজ।

পক্ষান্তরে, সাইরাস ও আলেকজাণ্ডারের বিরাট সাম্রাজ্যগুলি ঐতিহাসিক-ভাবেই সংগঠিত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন কুল ও গোষ্ঠী থেকে তা গড়েও উঠেছিল, তবুও সন্দেহ নেই যে, সেই সাম্রাজ্যগুলিকে জাতি বলা যায় না। সেগুলি জাতি ছিল না ; কতকগুলি গ্রুপ সেগুলির মধ্যে এসে আকস্মিকভাবে ও আলগাভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল ; অমুক বা তমুক দিগ্বিজয়ী (কংকারর) জিতলেন বা হারলেন তারই উপর নির্ভর করত সেগুলি আলাদা হয়ে পড়বে, না একত্রে যুক্ত হবে।

সুতরাং আকস্মিক বা ক্ষণস্থায়ী সমাবেশে জাতি হয় না, জাতি হ'ল লোকের একটি স্থায়ী জনসমাজ।

তাই বলে প্রত্যেক স্থায়ী জনসমাজই এক একটি জাতি নয়। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া দুইই স্থায়ী জনসমাজ, কিন্তু কেউ তাদের জাতি বলে না। জাতীয় জনসমাজ আর রাষ্ট্রীয় (পলিটিক্যাল) জনসমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে তফাত কি ? অন্যতম তফাত হল যে : একই সাধারণ ভাষা ছাড়া জাতীয় জনসমাজ কল্পনা করা যায় না ; কিন্তু এক রাষ্ট্রের মধ্যে ভাষা এক নাও হতে পারে। অষ্ট্রিয়াতে চেক জাতি বা রাশিয়াতে পোল জাতি—এদের প্রত্যেকের যদি এক একটা সাধারণ ভাষা না থাকত তো তাদের জাতি হিসাবে ধরা সম্ভবই হত না। কিন্তু রুশ বা অষ্ট্রিয়া রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভাষা চলতি থাকলেও তাতে রাশিয়া বা অষ্ট্রিয়ার অখণ্ডত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। আমরা অবশ্য লোকের কথিত ভাষার কথাই বলছি, শাসকবর্গের সরকারী ভাষার কথা বলছি না।

সুতরাং **ভাষাগত ঐক্য** জাতিব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সব জায়গায় ও সব সময়ে বিভিন্ন জাতির ভাষাও বিভিন্নই হতে হবে, কিংবা যারাই এক ভাষায় কথা বলবে তারাই একটি জাতি হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রত্যেক জাতির **একই সাধারণ** ভাষা থাকবে, কিন্তু তাই বলে আলাদা আলাদা জাতির ভাষাও যে আলাদাই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোন জাতিই একসঙ্গে কতকগুলি ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু এমন দুটি জাতিও হতে পারে যারা একই ভাষায় কথা বলে। ইংরেজ ও আমেরিকানদের ভাষা এক, কিন্তু তারা এক জাতি নয়। নরওয়ে ও ডেনমার্কবাসী সম্বন্ধে এবং ইংরেজ ও আইরিশ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

উদাহরণস্বরূপ বিচার করা যাক—ইংরেজ ও আমেরিকানরা এক ভাষা সত্ত্বেও এক জাতি নয় কেন?

প্রথম কারণ তারা একত্রে বাস করে না, আলাদা আলাদা ভূখণ্ডে তাদের বাস। নিয়মিত ও দীর্ঘকালব্যাপী মেলামেশা এবং পুরুষানুক্রমিক একত্রবাসের ফলেই লোকে একটি জাতিতে সংগঠিত হয়। কিন্তু বাসভূমি এক না হলে লোকে দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকতে পারে না। ইংরেজ ও আমেরিকানরা আগে একই ভূখণ্ডে (ইংল্যাণ্ডে) বাস করত, তখন তারা একই জাতি ছিল। পরে ইংরেজদের এক অংশ আমেরিকা নামে নতুন ভূখণ্ডে দেশান্তরী হয়। সেই নতুন দেশে কালক্রমে তারা নতুন আমেরিকান জাতিতে পরিণত হল। ভূখণ্ড আলাদা হওয়ার ফলে আলাদা জাতি গঠিত হয়ে উঠল।

সুতরাং **একই ভূখণ্ডে বাস করাও** জাতির বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু তাই সব নয়। বাসভূমি এক হলেই জাতি সৃষ্টি হয় না। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক এমন একটা আভ্যন্তরিক বন্ধন চাই যাতে জাতির বিভিন্ন অংশ একই সম্পূর্ণতার (এ সিঙ্গল হোল্) মধ্যে গ্রথিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে এমন কোন বন্ধন নেই, তাই তারা আলাদা আলাদা জাতি। আমেরিকানদের মধ্যে শ্রমবিভাগ, যোগাযোগ বিস্তার প্রভৃতির ফলে আমেরিকার বিভিন্ন অংশ একটি অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতায় সংযুক্ত হয়েছে; তা না হলে আমেরিকানরা নিজেরাও জাতি নামের যোগ্য হতে পারত না।

জর্জিয়ানদের কথা ধরুন। সংস্কারের আগে[১] জর্জিয়ানরা এক ভূখণ্ডে বাস করত, একই ভাষায় কথা বলত। তবুও ঠিক কথায় বলতে গেলে, তারা একটি জাতি ছিল না। কারণ, কতকগুলি অসংলগ্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার ফলে তারা

একটি সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন পায়নি ; শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করেছে। লুণ্ঠন চালিয়েছে, পরস্পরের বিরুদ্ধে পার্সী ও তুর্কদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। কোন কোন ভাগ্যবান রাজা কখনও কখনও এই রাষ্ট্রগুলিকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তা ছিল আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী। তাতে বড়জোর শাসন-কার্যের ক্ষেত্রে উপর উপর একটি পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু রাজাদের খামখেয়ালি ও চাষীদের ঔদাসীন্যের ফলে তা আবার শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। জর্জিয়াতে অর্থনৈতিক ঐক্য ছিল না, কাজেই এরকম হতে বাধ্য.। উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে জর্জিয়াতে **ভু-দাস** প্রথা ধ্বংস হয়ে দেশের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠল, যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ধিত হয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভব হল, জর্জিয়ার বিভিন্ন জেলার মধ্যে শ্রম-বিভাগের পতন হল, রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা চুরমার হয়ে সেগুলি একটি একত্রবদ্ধ সম্পূর্ণতায় আবদ্ধ হল, শুধু তখনই জর্জিয়া একটি জাতি হিসাবে দেখা দিল।

যে সব জাতি সামন্ততান্ত্রিক স্তর পার হয়েছে ও পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছে তাদের সকলের সম্বন্ধে এই একই কথা।

সুতরাং **অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য, অর্থনৈতিক সংযোগ** (কোহিশন) জাতির আর একটি বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এও সব নয়। এ সব ছাড়া জাতিভুক্ত জনসমাজগুলির মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখতে হবে। শুধু জীবনযাত্রার অবস্থাতে নয়, তাদের মানসিক ধরনেও তফাত আছে। সেই তফাত তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ড একই ভাষায় কথা বললেও পরিষ্কার তিনটি আলাদা জাতি ; অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থার ফলে পুরুষানুক্রমে তাদের মানসিক গড়ন (সাইকলজিক্যাল মেক-আপ) বিশেষ বিশেষ ধরনে বেড়ে উঠেছে ; তাদের জাতিগত পার্থক্যের জন্যে এই মানসিক বৈশিষ্ট্যও কম দায়ী নয়।

অবশ্য এই মানসিক গড়ন (যাকে আবার "জাতীয় চরিত্র"ও বলা হয়) আলাদা করে দেখতে গেলে তার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না; কিন্তু যেহেতু এটি এমন একটি পৃথক সংস্কৃতির মধ্যে রূপ পায় যা গোটা জাতিটির পক্ষে সর্বজনীন, সেহেতু এর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব এবং একে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

বলাবাহুল্য যে, "জাতীয় চরিত্র" চিরনির্দিষ্ট কিছু নয়, জীবনধারণের অবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এরও রূপান্তর হয়। কিন্তু যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ে এর অস্তিত্ব রয়েছে বলে জাতির সাধারণ আকৃতির উপর এর ছাপ বসে যায়।

সুতরাং **মানসিক গড়নের ঐক্য,** যা সংস্কৃতিগত ঐক্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাও জাতির বৈশিষ্ট্য।

এবার আমরা জাতির সব বৈশিষ্ট্যই শেষ করলাম।

জাতি হল ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক, মানসিক গড়নও এক, এবং এই মানসিক গড়ন একটি সাধারণ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়।

অন্য যে-কোন ঐতিহাসিক ব্যাপারের মতো জাতিও যে পরিবর্তনের অধীন তা বলাই বাহুল্য ; জাতিরও ইতিহাস আছে, আরম্ভ আছে এবং শেষ আছে।

জোর দিয়ে বলতে হয় যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির কোন একটিকে আলাদা করে ধরলে শুধু তাই দিয়ে জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অপর পক্ষে, কোন জাতি থেকে এর একটি বৈশিষ্ট্যও যদি বাদ পড়ে তাহলেই তাকে আর জাতি বলা যায় না।

এমন লোক পাওয়া সম্ভব যাদের "জাতীয় চরিত্র" একই রকম। কিন্তু তারা যদি অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়, আলাদা আলাদা ভূখণ্ডে বাস করে, আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে, কিংবা ঐরকম আর কিছু করে তাহলেই তাদের আর একটি জাতি বলা যায় না। এর উদাহরণ হল রাশিয়া, গ্যালিসিয়া, আমেরিকা, জর্জিয়া, ককেশিয়ান উচ্চভূমি প্রভৃতি জায়গার ইহুদীরা ; আমাদের মতে তারা একটি জাতি নয়।

আবার এমন লোকও পাওয়া যেতে পারে যাদের বাসভূমি ও অর্থনৈতিক জীবন এক ; কিন্তু তবুও তাদের ভাষা এবং "জাতীয় চরিত্র" এক না হলে তাদের একটি জাতি বলা যাবে না। বালটিক্ প্রদেশের জার্মান ও লেটরা এর উদাহরণ।

নরওয়ে ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা একই ভাষায় কথা বলে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব থাকায় তারা এক জাতি নয়।

যখন কোন জনসমাজে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই বর্তমান থাকে কেবল তখনই তাদের একটি জাতি বলে গণ্য করা যাবে।

মনে হতে পারে যে, "জাতীয় চরিত্র" বুঝি বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম নয়, ঐটিই বুঝি জাতির একমাত্র আসল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যগুলি বুঝি জাতিগঠনের পথে উপাদান মাত্র, জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। জাতি সমস্যা সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়ার সুপরিচিত

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট তাত্ত্বিক আর° স্প্রিঙ্গার এবং বিশেষ করে ও° বাউয়ার এই মতপোষণ করেন।

জাতি সম্বন্ধে তাঁদের থিওরি বিচার করে দেখা যাক। স্প্রিঙ্গার বলেন: "এক ধরনের চিন্তা ও ভাষা সম্পন্ন লোকেব মিলনেই জাতি। এটি আধুনিক লোকের একটি সংস্কৃতিগত ঐক্য, যে লোকেরা আর **জমিতে আবদ্ধ নয়।**"* (বড় হরফ আমাদের)

সুতরাং এক চিন্তা ও ভাষা সম্পন্ন লোকের "মিলনই" একটা জাতি তা তারা যতই বিচ্ছিন্ন হোক কিংবা যেখানেই বাস করুক।

বাউয়ার আরও এগিয়ে গিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, "জাতি কি? ভাষা এক হলেই কি লোকে এক জাতিতে পরিণত হয়? কিন্তু ইংরাজ ও আইরিশরা·····একই ভাষায় কথা বলে, যদিও তারা এক লোক নয়, অথচ ইহুদীদের ভাষা এক নয়, তবুও তারা এক জাতি।" **

তা'হলে জাতি কি?

"আপেক্ষিকভাবে একই চরিত্রের লোক নিয়ে জাতি।"***

কিন্তু চরিত্র কি? এক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্র কি?

"·····যে-সব বৈশিষ্ট্য এক জাতির লোক থেকে আর এক জাতির লোককে তফাত করে দেখিয়ে দেয় সেই সব বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি" হল জাতীয় চরিত্র। কিংবা "দৈহিক ও মানসিক যে-সব বৈশিষ্ট্য এক জাতি থেকে আর এক জাতিকে পৃথক করে তারই জটিল সংমিশ্রণ হল জাতীয় চরিত্র।"†

বাউয়ার অবশ্য জানেন যে জাতীয় চরিত্র আকাশ থেকে পড়ে না। তাই তিনি যোগ করছেন:

"লোকের অদৃষ্ট দিয়েই প্রধানতঃ তাদের চরিত্র নিরূপণ হয়।·····অদৃষ্টের ঐক্যই জাতি, আর কিছু নয়। যে অবস্থার মধ্যে লোকে জীবিকা উৎপাদন করে ও শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন করে তার দ্বারা" আবার তাদের অদৃষ্ট নিরূপিত হয়।"‡

* আর স্প্রিঙ্গার,"জাতি সমস্যা" [রুশ সংস্করণ] অবশচেস্তভেনিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯০৯, পৃ: ৪৩।

** ও. বাউয়ার, "জাতি সমস্যা ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাসী" [রুশ সংস্করণ] সাঁপ পাবলিশিং হাউস, ১৯০৯, পৃ: ১-২

*** ঐ, পৃ: ৬

† ঐ পৃ: ২

‡ ঐ, পৃ: ২৪-২৫

বাউয়ারের কথা মতো জাতির "পূর্ণতম" সংজ্ঞায় আমরা এবার পৌঁছলাম :

"যে-সব লোক অদৃষ্টের ঐক্য দ্বারা চরিত্রগত ঐক্যে একত্রবদ্ধ হয় তাদের সমষ্টিই জাতি।"*

সুতরাং জাতীয় চরিত্রের ঐক্য এল অদৃষ্টগত ঐক্যের ভিত্তিতে—বাসভূমি, ভাষা বা অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবেই এমন কোন কথা নেই।

কিন্তু তাহলে জাতির রইল কি? যে সব লোক অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন, যাদের বাসভূমি আলাদা আলাদা, পুরুষানুক্রমে যারা আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে আসছে—তাদের মধ্যে কি রকম জাতীয় ঐক্য হতে পারে?

বাউয়ার বলছেন যে, ইহুদীরা এক জাতি, যদিও "তাদের ভাষা এক নয়"।** কিন্তু ধরুন, জর্জিয়া দাগেস্তান, রাশিয়া ও আমেরিকায় ইহুদীরা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বাসভূমি বিভিন্ন, তাদের ভাষা বিভিন্ন; তাদের মধ্যে কি অদৃষ্টের ঐক্য বা জাতীয় সংহতি আসতে পারে?

পূর্বোক্ত ইহুদীরা নিশ্চয়ই যথাক্রমে অন্য জর্জিয়ান, দাগেস্তানী, রাশিয়ান ও আমেরিকানদের সঙ্গে একই অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক জীবন যাপন করে, একই সংস্কৃতিগত আবহাওয়ায় বাস করে, তাতে তাদের জাতীয় চরিত্রে একটা পরিষ্কার ছাপ না পড়ে পারে না; তাহলে সমস্ত ইহুদীদের মধ্যে সাধারণ থাকে শুধু তাদের ধর্ম, তাদের এক উৎপত্তি (অরিজিন) এবং জাতীয় চরিত্রের কতকগুলি শেষ চিহ্ন। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মান্ধাতা আমলের ধর্মবিধি আর বিলীয়মান মানসিক চিহ্নাবশেষই ইহুদীদের "অদৃষ্টের" উপর অধিকতর ক্রিয়া করবে, তাদের চারিপাশের জীবন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত পরিবেশ ক্রিয়া করবে না—এ কথা কখনও বলা যায়? অথচ এই কথা ধরে নিলে তবেই বলা সম্ভব যে ইহুদীরা এক জাতি।

আধ্যাত্মিকদের দুর্জ্ঞেয় ও আত্ম-সম্পূর্ণ "জাতীয় আত্মা" (ন্যাশনাল স্পিরিট) থেকে বাউয়ারের জাতির তাহলে তফাত কোথায়?

জাতিগুলির "পার্থক্য বোধক রূপকে" (জাতীয় চরিত্রকে) বাউয়ার তাদের জীবনধারণের "অবস্থা" থেকে বাদ দিচ্ছেন, এই দুইয়ের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করছেন। কিন্তু জাতীয় চরিত্রই তো জীবনধারণাবস্থার প্রতিচ্ছবি! পরিবেশ

* ঐ, পৃঃ ১৩৯

** ঐ, পৃঃ ২

থেকে যা কিছু ছাপ পড়ছে তাই জমিয়েই তো! জাতীয় চরিত্র! বিষয়টাকে শুধু জাতীয় চরিত্রের মধ্যে কি করে সীমাবদ্ধ করা যায়? যে জমি তার জন্ম দিয়েছে সেই জমি থেকে তাকে আলাদা করলে বা বাদ দিলে চলবে কেন?

বাস্তবিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন ইউনাইটেড স্টেটসের নতুন ইংল্যাণ্ড নামই বজায় ছিল—তখন ইংরেজ জাতি থেকে আমেরিকান জাতির কি পার্থক্য ছিল? জাতীয় চরিত্রে পার্থক্য ছিল না নিশ্চয়ই। কারণ আমেরিকানদের উৎপত্তি ইংল্যাণ্ড থেকেই। তারা আমেরিকাতে শুধু ইংরেজী ভাষা সঙ্গে করে আনেনি, ইংরেজ জাতীয় চরিত্রও এনেছিল। এবং সে চরিত্র অত শীঘ্র তারা নিশ্চয়ই ছাড়তে পারেনি। অবশ্য নতুন অবস্থার প্রভাবে তারা স্বভাবতই নিজস্ব চরিত্র গড়ে তুলছিল। তবুও চরিত্রের এই অল্পবিস্তর ঐক্যসত্ত্বেও তারা তখনই ইংল্যাণ্ড থেকে আলাদা একটা জাতিতে সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জাতি হিসাবে ইংল্যাণ্ড থেকে নতুন ইংল্যাণ্ডের তফাত যা ছিল তা তাদের নির্দিষ্ট জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নয়। অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রের পার্থক্য থেকে তাদের জাতি হিসাবে পার্থক্য ততটা আসেনি; তার চেয়ে বেশী এসেছিল তাদের পরিবেশ ও জীবনধারণের অবস্থা থেকে, কারণ এ দু'টি বিষয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে তাদের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট।

সুতরাং এ কথা পরিষ্কার যে এমন কোন **একক** বিশেষত্ব নেই যা কোন জাতিকে চিনিয়ে দেয়। আছে শুধু বিশেষত্বের সমষ্টি; যখন জাতিতে জাতিতে তুলনা হয় তখন ঐ বিশেষত্বগুলির হয়তো একটি (যেমন জাতীয় চরিত্র), অথবা আর একটি (যেমন ভাষা), অথবা আর একটি (যেমন বাসভূমি বা অর্থনৈতিক অবস্থা) বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এই সমস্ত বিশেষত্বকে এক করে সম্মিলিত করলে তবেই জাতি সংগঠিত হয়।

ব্যুউয়ারের মতানুসারে জাতি আর জাতীয় চরিত্র এক। তাতে জাতি তার জমি থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং একটি অদৃশ্য, আত্ম-সম্পূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়। তার ফলে আমরা জীবন্ত, কর্মতৎপর জাতি পাই না; পাই দুর্জ্ঞেয়, অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক এক বস্তু। কারণ উদাহরণস্বরূপ আমি আবার জিজ্ঞাসা করি—জর্জিয়ান, দাগেস্তানিয়ান, রাশিয়ান, আমেরিকান ও অন্যান্য ইহুদীদের মিলিয়ে যে ইহুদী জাতি সেটা কি বস্তু? সে জাতির লোকেরা পরস্পরকে বোঝে না (কারণ তাদের ভাষা আলাদা আলাদা), তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাস করে, কখনও

তারা পরস্পরকে দেখতে পাবে না, কখনও একত্রে কাজ করবে না, তা সে শান্তির সময়ই হোক আর যুদ্ধের সময়ই হোক। তা হলে সেটা কি রকম জাতি ?

না, এই রকম কাঁগুজে "জাতির" জন্য সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় প্রোগ্রাম নয়। পার্টি শুধু প্রকৃত জাতির কথাই ধরে—কারণ সে-সব জাতি সক্রিয়, তারা গতিশীল, তাই তারা তাদের কথা ধরতে হবে বলে জিদ করে।

জাতি হল একটি ঐতিহাসিক বর্গ (হিস্টরিক্যাল ক্যাটিগরি) আর **গোষ্ঠী** (ট্রাইব) হল একটি জাতিতত্ত্ববিষয়ক বর্গ (এথনোগ্রাফিক্যাল ক্যাটিগরি) এই জাতিকেই বাউয়ার গোষ্ঠী বলে ভুল করছেন।

তবে মনে হয় বাউয়ারও যেন নিজের মতের দুর্বলতা অনুভব করছেন। তাঁর বইয়ের গোড়ায় তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে ইহুদীরা এক জাতি ;* কিন্তু বইয়ের শেষ দিকে নিজেকে সংশোধন করে বলছেন যে "ইহুদীদের পক্ষে এক জাতিরূপে থাকা পুঁজিবাদী সমাজ সাধারণভাবে অসম্ভব করে তোলে"** কারণ পুঁজিবাদী সমাজ তাদের অন্যান্য জাতির মধ্যে হজম করিয়ে দেয়। তিনি ভাবছেন যে, তার কারণ "ইহুদীদের কোন বাঁধাধরা ভূখণ্ডে বসতি নেই"*** অথচ, ধরুন, চেকদের এ রকম বসতি আছে। তাই বাউয়ারের মতে চেকরা এক জাতিরূপে বজায় থাকবে। মোট কথা কারণটা হল বাসভূমির অভাব।

বাউয়ার এই রকম তর্ক তুলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইহুদী মজুরেরা জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দাবি করতেপারে না।**** কিন্তু এতে তিনি অজানিতে নিজের মতই খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, বাসভূমির ঐক্য জাতির বৈশিষ্ট্য নয়—কিন্তু সে কথাই তিনি অজানিতে খণ্ডন করলেন।

বাউয়ার আরও এগিয়েছেন। বইয়ের গোড়ায় তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, "ইহুদীদের ভাষা এক নয়, তবুও তারা এক জাতি"।† কিন্তু বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠায় পৌঁছতে না পৌঁছতে তাঁর মতটা বদলে গেল, এবং ঠিক আগের মতো পরিষ্কারভাবেই তিনি বললেন যে, **"এক ভাষা ছাড়া জাতি হতে পারে না, এ কথা নিঃসন্দেহ"**।‡ (বড় হরফ আমাদের)

* ঐ, বাউয়ারের বইয়ের ২য় পৃষ্ঠা দেখুন
** ঐ, পৃঃ ৩৮৯
*** ঐ, পৃঃ ৩৮৮
**** ঐ, পৃঃ ৩১৬
† ঐ, পৃঃ ২
‡ ঐ, পৃঃ ১৩০

বাউয়ার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, "মানুষের মেলামেশার শ্রেষ্ঠ উপায় হল ভাষা,"* কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অজানিতে আরও একটা জিনিস প্রমাণ করে ফেলেছেন যা তাঁর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। অর্থাৎ জাতি সম্বন্ধে তাঁর যে মত, যাতে ভাষাগত ঐক্যের তাৎপর্যই অস্বীকার করা হয়েছে, সেই মতের অসারতাই তিনি প্রমাণ করে ফেলেছেন।

সুতরাং ভাববাদী সূতায় গাঁথা তাঁর মত নিজেই খণ্ডিত করেছেন।

জাতীয় আন্দোলন

জাতি শুধু ঐতিহাসিক বর্গ নয়; একটা নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক বর্গ (এ হিস্টরিক্যাল ক্যাটিগরি বিলঙ্গিং টু এ ডেফিনিট ইপক)। সেই নির্দিষ্ট যুগ হল উদীয়মান পুঁজিবাদের যুগ। সামন্ততন্ত্র অপসারণ করে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের যে ধারা সেটাই আবার বিভিন্ন লোককে সম্মিলিত করে জাতি গঠনের ধারাও বটে, যেমন পশ্চিম ইওরোপে। ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ও অন্যেরা জাতিতে পরিণত হল তখনই, যখন পুঁজিবাদ সফলভাবে অগ্রসর হচ্ছে, সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের উপর জয়লাভ করছে।

কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে তারা জাতি হিসাবে সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রেও পরিণত হতে লাগল। ব্রিটিশ, ফরাসী বা অন্যান্য জাতি আবার ব্রিটিশ, ফরাসী ইত্যাদি রাষ্ট্রও বটে। আয়ার্ল্যাণ্ড এই ধারার মধ্যে আসেনি, কিন্তু তাতে সাধারণভাবে জিনিসটা বদলায় না।

পূর্ব ইওরোপের ব্যাপার একটু অন্যরকম। পশ্চিমে জাতিগুলি বেড়ে চলল রাষ্ট্রের দিকে; কিন্তু পূর্বে গঠিত হল বহুজাতিক রাষ্ট্র—তার প্রত্যেকটির মধ্যে কয়েকটি করে জাতিসত্তা (ন্যাশনালিটি)। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও রাশিয়া এমনি ধারা রাষ্ট্র। অষ্ট্রিয়াতে দেখা গেল যে রাজনীতিকভাবে জার্মানরাই সবচেয়ে অগ্রসর; সমস্ত অষ্ট্রিয়ান জাতিগুলিকে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মিলিত করার ভার তারাই নিল। হাঙ্গেরিতে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল ম্যাগিয়াররা—তারাই ছিল হাঙ্গেরিয়ান জাতিগুলির সারবস্তু। এবং তারাই হাঙ্গেরিকে একত্র করল। রাশিয়াতে জাতিগুলিকে সংযুক্ত করার ভূমিকা নিল গ্রেট রাশিয়ানরা; ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত, শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ এক অভিজাত সামরিক আমলাতন্ত্র ছিল তাদের নেতা।

---

* ঐ, পৃঃ ১৩০

পূর্ব ইওরোপের ব্যাপার এই রকম।

যে দেশে সামন্ততন্ত্রের বিলোপ তখনও সাধিত হয়নি, পুঁজিবাদ যেখানে দুর্বল এবং যেখানে পিছনে-ঠেলে-দেওয়া জাতিগুলি তখনও অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় হয়ে অখণ্ড জাতিতে সংগঠিত হতে পারেনি—শুধু সে দেশেই: এই রকম অদ্ভুতভাবে রাষ্ট্রের পত্তন হতে পেরেছিল।

কিন্তু পূর্ব-রাষ্ট্রগুলিতেও পুঁজিবাদ বিস্তার লাভ করতে লাগল। ব্যবসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বেড়ে উঠতে লাগল। বড় বড় শহর গড়ে উঠতে লাগল। জাতিগুলি অর্থনৈতিকভাবে সংহত হচ্ছিল। পিছনে-ঠেলা জাতিগুলির শান্ত জীবনে পুঁজিবাদ সবলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জাতিগুলির ঘুম ভাঙাচ্ছিল. তাদের কর্ম-চঞ্চলতায় অনুপ্রাণিত করছিল। মুদ্রাযন্ত্র ও থিয়েটারের বিস্তার এবং রাইশস্রাট (অষ্ট্রিয়ার পার্লামেণ্ট) ও রুশ ডুমার কাজকর্ম "জাতীয় ভাবকে" আরও শক্তি-শালী করে তুলছিল। নবোদিত বুদ্ধজীবী সম্প্রদায় "জাতীয় ধারণা"য় অনুপ্রাণিত হচ্ছিল এবং সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল·····।

কিন্তু স্বাধীন জীবনে উদ্বুদ্ধ হলেও পিছনে-ঠেলা জাতিগুলি তখন আর নিজে-দের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রে সংগঠিত করতে পারছিল না; প্রবল জাতিগুলির শাসক-শ্রেণী বহুদিন আগেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখল করেছিল—তারাই প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল ঐ জাতিগুলিকে। ওদের ঘুম ভেঙেছিল বড় দেরিতে!···

এমনিভাবে অষ্ট্রিয়াতে চেক, পোল ইত্যাদিরা জাতি গঠন করল; হাঙ্গেরিতে ক্রোয়াটরা, রাশিয়াতে লেট, লিথুয়ানীয়, ইউক্রেনীয়, জর্জীয়, আর্মেনীয় ইত্যাদিরা। পশ্চিম ইওরোপে যা ছিল তার ব্যতিক্রম (অর্থাৎ শুধু আয়ার্ল্যাণ্ড), পূর্ব ইওরোপে তাই হল নিয়ম।

পশ্চিমে, এই ব্যতিক্রমের প্রতিবাদে আয়ার্ল্যাণ্ডে জাগল জাতীয় আন্দোলন। পূর্বেও নবজাগ্রত জাতিগুলি একই ভাবে সাড়া দিতে বাধ্য।

যে ঘটনাস্রোত পূর্ব ইওরোপের তরুণ জাতিগুলিকে সংগ্রামের পথে ঠেলে দিল, তার উৎপত্তি এইভাবেই।

সংগ্রাম আরম্ভ হল, বিস্তীর্ণ হতে লাগল। অবশ্য গোটা জাতির বিরুদ্ধে গোটা জাতির সংগ্রাম নয়—প্রবল জাতির শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির শাসক শ্রেণীর সংগ্রাম। সাধারণতঃ, নিপীড়িত জাতির শহুরে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীই প্রবল জাতির বড় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়েছে (যেমন চেক ও জার্মান), কিংবা প্রবল জাতির জমিদারদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত

জাতির গ্রাম্য বুর্জোয়ারা লড়েছে (যেমন পোল্যাণ্ডের ইউক্রেনীয়রা), কিংবা হয়তো প্রবল জাতির অভিজাত শাসকবর্গের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির গোটা "জাতীয়" বুর্জোয়া শ্রেণীই সংগ্রাম চালিয়েছে (যেমন রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও ইউক্রেন)।

বুর্জোয়া শ্রেণীই নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়।

তরুণ বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে প্রধান সমস্যা হল বাজার। তাদের উদ্দেশ্য—নিজেদের মাল বিক্রী করে অন্য জাতির বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় জেতা। সেজন্যেই তাদের ইচ্ছা হয় যে, নিজের "ঘরের" বাজার তারা নিজেই দখল করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে জাতীয়তা শিক্ষার প্রথম স্থান হল বাজার।

কিন্তু ব্যাপারটা সাধারণত বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রবল জাতির আধা-সামন্ত, আধা-বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র এই সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করে, নিজস্ব উপায়ে "গ্রেপ্তার ও বাধাদান" চালায়।[২] প্রবল জাতির বুর্জোয়ারা সংখ্যায় বেশী বা কম হোক—তারা খুব "তাড়াতাড়ি ও পাকাপাকিভাবে" প্রতিযোগীদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। "শক্তিসমূহ" একত্রিত করে "বিদেশী" বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাই ক্রমে দমন নীতিতে পরিণত হয়। সংগ্রাম অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পৌঁছায়। আন্দোলনের স্বাধীনতাহানি, ভাষার উপর দমননীতি, ভোটের অধিকার কমিয়ে দেওয়া, স্কুল প্রভৃতি বন্ধ করা, ধর্মপালন সম্বন্ধে বাধানিষেধ—এমনি ধারা অনেককিছু "প্রতিযোগীদের" ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এই সব ব্যবস্থা শুধু প্রবল জাতির বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই নয়, তার আমলাতান্ত্রিক শাসক-জাতের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যও বটে। কিন্তু ফলবিচারের সময় ঐ তারতম্যের মূল্য নেই; এ ব্যাপারে বুর্জোয়া শ্রেণী আর আমলাতন্ত্র দুইই একসঙ্গে চলে—তা সে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতেই হোক কি রাশিয়াতেই হোক।

চারিদিক দিয়ে উৎপীড়িত হয়ে নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া শ্রেণী স্বভাবতই আন্দোলনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারা তাদের "স্বদেশী ভাইদের" ডাক দেয়, 'মাতৃভূমি' 'মাতৃভূমি' বলে সোরগোল তোলে, দাবি করে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্দেশ্যই (কজ) সমস্ত জাতির উদ্দেশ্য। তারা 'স্বদেশবাসীদের' ভিতর থেকে এক বাহিনী সংগ্রহ করে নিজেদের পিছনে দাঁড় করায় ……'মাতৃভূমির' খাতিরে 'দেশবাসীরা'ও যে সবসময় তাদের ডাক শুনে চুপ করে থাকে তা নয়—বুর্জোয়া

শ্রেণীর পতাকার নীচে তারা একত্রিত হয়। উপর থেকে যে দমননীতির আঘাত আসে তা তাদের গায়েও বাজে, তাদের অসন্তোষ আরও বর্ধিত হয়।

এইভাবে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়।

জাতির বিস্তীর্ণ অংশ, অর্থাৎ সর্বহারা ও কৃষককুল যে পরিমাণে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয় সেই পরিমাণেই আন্দোলন শক্তিলাভ করে।

সর্বহারা শ্রেণী বুর্জোয়া জাতীয়তার পতাকার নীচে জুটবে কি না তা নির্ভর করে শ্রেণীগত অসঙ্গতি (ক্লাস কণ্ট্র্যাডিকশন) কতখানি বেড়েছে তার উপর আর সর্বহারার শ্রেণীচেতনা ও সংগঠনশক্তির উপর। শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে নিজের পরীক্ষিত পতাকাই রয়েছে, বুর্জোয়ার পতাকায় তার যাত্রা করার প্রয়োজন হয় না।

চাষীরা জাতীয় আন্দোলনে কতখানি যোগ দেবে তা নির্ভর করে প্রধানত দমন নীতির ধরনের উপর। দমন নীতি যদি 'জমিকেও' আক্রমণ করে (যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে) তা হলে চাষী সম্প্রদায় তখনই জাতীয় আন্দোলনের পতাকায় সমবেত হয়।

অন্যপক্ষে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে জর্জিয়াতে বিশেষ কোন **রুশ-বিরোধী** জাতীয়তা নেই ; তার প্রধান কারণ সেখানে কোন রাশিয়ান জমিদার নেই, কিংবা কোন বড় রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীও নেই যার থেকে জনগণের মধ্যে এই আন্দোলনের ইন্ধন আসবে। জর্জিয়াতে আছে **আর্মিনিয়ান-বিরোধী** জাতীয়তা। তার কারণ সেখানে একটা বড় আর্মিনিয়ান বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে ; সেখানকার ছোট ও অ-সংঘবদ্ধ জর্জিয়ান বুর্জোয়া শ্রেণীকে তারা প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিচ্ছে এবং তারই ফলে জর্জিয়ানরা আর্মিনিয়ান-বিরোধী জাতীয়তায় উত্তেজিত হচ্ছে।

এই সব কারণে জাতীয় আন্দোলন, হয় ব্যাপক রূপ নিয়ে ক্রমশই বাড়তে থাকে (যেমন আয়ার্ল্যাণ্ড ও গ্যালিসিয়া), আর না হয় আন্দোলনটি কয়েকটি সামান্য সংঘর্ষে পরিণত হয়, চুলোচুলি বা সাইনবোর্ড নিয়ে 'সংগ্রামই' হয় তার শেষ অবনতি (যেমন বোহেমিয়ার কতকগুলি শহরে)।

বলা বাহুল্য জাতীয় আন্দোলনের ধরন সব জায়গায় একই হবে না, আন্দোলন যে যে দাবি করছে তাই দিয়ে ধরন ঠিক হবে। আয়ার্ল্যাণ্ডে আন্দোলনের ধরন ভূমিসংক্রান্ত ; বোহেমিয়াতে "ভাষা" সম্বন্ধে। কোথাও দাবি হল নাগরিক সমমর্যাদা ও ধর্মগত স্বাধীনতা, আবার কোথাও 'নিজ' জাতির সরকারী কর্মচারী বা নিজস্ব আইন সভার দাবি। যত বিচিত্র বিশেষত্ব (যেমন ভাষা, বাসভূমি ইত্যাদি)

সাধারণ ভাবে জাতিকে চিহ্নিত করে, তা অনেক সময় দাবির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। বাউয়ারের সব-মেলানো "জাতীয় চরিত্রের" সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কোন দাবি কখনও চোখে পড়ে না, এ কথা উল্লেখযোগ্য। এবং তা স্বাভাবিক। **আলাদা করে** ধরলে "জাতীয় চরিত্রের" সঠিক পাত্তা পাওয়া শক্ত; তাই জে° স্ট্রেসার ঠিকই বলেছিলেন যে, "রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্র নিয়ে কিছু **করা যায় না**।*

সাধারণভাবে জাতীয় আন্দোলনের ধরন ও স্বভাব এই রকম।

উপরের সব কথা থেকে বোঝা যাবে যে পুঁজিবাদের **উদীয়মান** অবস্থায় জাতীয় সংগ্রাম মানে বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম। বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও কখনও শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে পারে; তখন জাতীয় আন্দোলনের **বাইরের** চেহারা হয় সমগ্র "জাতি-ব্যাপী"। কিন্তু সে শুধু বাইরের দিক থেকেই। **আসলে** সব সময়েই এটা বুর্জোয়া সংগ্রাম, প্রধানতঃ বুর্জোয়াদের পক্ষেই সুবিধাজনক ও লাভজনক।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের লড়তে হবে না।

আন্দোলনের স্বাধীনতাহানি, ভোটাধিকার লোপ, ভাষার উপর পীড়ন, শিক্ষালয় বন্ধ প্রভৃতি সমস্ত রকম অত্যাচারই শ্রমিকদেরও আঘাত করে; বুর্জোয়াদের চেয়ে বেশী যদি না হয়, অন্তত তাদের চেয়ে কিছু কমও নয়। অধীন জাতির শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধি শক্তির স্বাধীন বিকাশে এগুলো বাধা। তাতার বা ইহুদী শ্রমিক যদি মিটিং ও বক্তৃতায় নিজ ভাষা ব্যবহার করতে না পায়, কিংবা তাদের স্কুলগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণ বিকশিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু জাতিগত অত্যাচারের পলিসি শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যকে আরও একভাবে আঘাত করে। এতে বহু লোকের মন সামাজিক সমস্যা বা শ্রেণীসংগ্রামের সমস্যা থেকে সরে যায়; এবং তার বদলে তাদের নজর পড়ে জাতিসমস্যার উপর—যা নাকি বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী দু'জনের পক্ষেই "এক"। এই অবস্থায় "স্বার্থের ঐক্য" প্রভৃতি সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের সুবিধা হয়; শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থ এড়াবার এবং মনের দিক দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে দাসে পরিণত করবার সুবিধা হয়। তাতে

---

* তাঁর লেখা "Der Arbeiter und die Nation" ১৯১২, পৃঃ ৩৩ দেখুন।

সব জাতির শ্রমিককে একতাবদ্ধ করতে প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। পোলিশ শ্রমিকদের অনেকে আজও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের কাছে মানসিক দাসত্বে আবদ্ধ রয়েছে, আজও তারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে রয়েছে। তার প্রধান কারণ—"কর্তৃপক্ষের" যুগব্যাপী পোলিশ-বিরোধী পলিসিতেই এই বন্ধনের জমি তৈরী হচ্ছে, বন্ধন থেকে শ্রমিকদের মুক্তিতে বাধা জন্মাচ্ছে।

দমননীতির এখানেই শেষ নয়। প্রায়ই দেখা যায় দমনের এই ব্যবস্থা থেকে আসে জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে **উত্তেজিত** করার "ব্যবস্থা", দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডের "ব্যবস্থা"। অবশ্য সব জায়গায় ও সব সময় তা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে সম্ভব সেখানে মামুলি ব্যক্তি-স্বাধীনতারও অভাব থাকায় তা বীভৎস রূপ ধারণ করে—ভয় হয় রক্ত ও অশ্রুর বন্যায় শ্রমিকদের একতার উদ্দেশ্য ভেসে যাবে। ককেশাস ও দক্ষিণ রাশিয়া থেকে এমন বহু উদাহরণ আছে। জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে উত্তেজিত করার নীতির উদ্দেশ্য হল—"ভেদনীতির সাহায্যে শাসন কর" (ডিভাইড এণ্ড রুল)। যেখানে এই দুর্নীতি সফল হয় সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর বড়ই দুর্দৈব্য, কারণ সেই রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত জাতির শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ কবার কাজ প্রচণ্ড বাধা পায়।

কিন্তু শ্রমিক চায় যে, তার সমস্ত কমরেডকে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে সংযুক্ত করবে, বুর্জোয়াদের মানসিক দাসত্ব থেকে তাদের সবাইকে তাড়াতাড়ি একেবারে মুক্ত করবে; সমস্ত ভাইয়ের বুদ্ধিশক্তিকে পূর্ণরূপে ও স্বাধীনরূপে বিকশিত করে তুলবে—তা তারা যে জাতির শ্রমিকই হোক না কেন।

সেইজন্যেই শ্রমিকেরা জাতীয় পীড়ন নীতির সমস্ত ধরনের (তা সে সূক্ষ্ম ধরনই হোক আর স্থূল ধরনই হোক) বিরুদ্ধে লড়ে ও লড়বে; সেই জন্যেই শ্রমিকেবা জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে উত্তেজিত করার নীতির প্রত্যেকটি ধরনের বিরুদ্ধে লড়ে ও লড়বে।

তাই সব দেশের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ঘোষণা করছে যে, প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে।

নিজের ভাগ্য নিরূপণ করার অধিকার শুধু জাতির নিজেরই হাতে—এই হল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ; সে-জাতির জীবনে **জবরদস্তি** হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই, তার স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান **ধ্বংস করার** অধিকার কারও নেই, তার আচার-ব্যবহারের **অন্যথা করার** অধিকার কারও নেই, তার ভাষাকে

দমন করা বা তার অধিকারকে **সঙ্কুচিত করার** হক কারও নেই—এই হল আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অর্থ।

তা বলে জাতির প্রত্যেকটি আচার ও প্রতিষ্ঠানকেই সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা সমর্থন করবে এমন কোন কথা নেই। কোন জাতির উপর বল প্রয়োগের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা শুধু এই দাবিরই সমর্থন করবে যে, আপন ভাগ্য নিরূপণের অধিকার **সেই জাতির** হাতেই চাই। সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির যে-কোন অনিষ্টকর আচার ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন করবে, যাতে সে জাতির শ্রমিকশ্রেণী ঐ সব অনিষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানে নিজের ইচ্ছামতো নিজের জীবন রচনা করার অধিকার জাতির আছে। স্বাধিকারের (অটনমির) ভিত্তিতে নিজের জীবন রচনার অধিকার তার আছে। অন্য জাতির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অধিকার তার আছে। সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যাওয়ার অধিকার তার আছে। প্রত্যেক জাতি সার্বভৌম, প্রত্যেক জাতি সমান।

তা ব'লে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা কোন জাতির প্রত্যেকটি দাবিকেই সমর্থন করবে এমন কোন কথা নেই। জাতির তো পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার অধিকার পর্যন্ত আছে ; কিন্তু তাই ব'লে সে-জাতির কোন প্রতিষ্ঠান এই সিদ্ধান্ত করলে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা তাকে সমর্থন করবে—এমন অর্থ করা চলে না। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করছে, তাই তাদের বাধ্যবাধকতা এক জিনিস। আর জাতি বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তৈরী হচ্ছে, তাই তার অধিকার আর এক জিনিস। দুটো এক নয়।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করার সময় সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের লক্ষ্য হল জাতিগত অত্যাচারের পলিসিকে ধ্বংস করা, তাকে অসম্ভব করে তোলা। তাতে জাতিতে জাতিতে শত্রুতার কারণ থাকবে না, সে শত্রুতার ধার ভোঁতা হয়ে যাবে, তার পরিমাণ ন্যূনতম হয়ে দাঁড়াবে।

বুর্জোয়াদের পলিসি হল জাতীয় সংগ্রামকে বাড়ানো ও উস্কানো, জাতীয় আন্দোলনকে তীব্র ও দীর্ঘকালব্যাপী করে তোলা। এখানেই তাদের পলিসির সঙ্গে শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণীর পলিসির তফাত।

এবং সেই জন্যই শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের "জাতীয়" পতাকার নীচে জমা হতে পারে না।

তাই বাউয়ারের তথাকথিত "ক্রমবিকাশ পরায়ণ জাতীয়" পলিসি শ্রমিক-শ্রেণীর পলিসি হতে পারে না। তাঁর "ক্রমবিকাশ পরায়ণ জাতীয়" পলিসি "আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর"* পলিসির সঙ্গে এক বলে বোঝাবার চেষ্টা করছেন বাউয়ার; অর্থাৎ তিনি জাতিগুলির সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

জাতীয় আন্দোলন আসলে বুর্জোয়া আন্দোলন, তাই তার ভাগ্যও বুর্জোয়া-শ্রেণীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন হলেই তবে জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পতন সম্ভব। শান্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে শুধু সমাজতন্ত্রের আমলে। কিন্তু পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেও জাতীয় সংগ্রামকে সব চেয়ে কম করিয়ে দেওয়া যায়, তার জড় কেটে দেওয়া যায়, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তাকে যতদূর সম্ভব কম অনিষ্টকারী বানানো যায়। সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার উদাহরণ এই সাক্ষ্যই দেয়। এর জন্য প্রয়োজন যে, দেশটিকে গণতান্ত্রিক হতে হবে এবং জাতিগুলিকে স্বাধীন বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

সমস্যাটির উপস্থাপনা

স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য স্থির করার অধিকার জাতির আছে। নিজের মনের মতো করে নিজের জীবন রচনা করার অধিকার তার আছে, অবশ্য অন্য জাতির অধিকার পায়ে দললে চলবে না। এ কথা অবিসংবাদী সত্য।

কিন্তু জাতির বেশীর ভাগ স্বার্থের কথা, সবার উপরে শ্রমিকশ্রেণীর কথা মনে রাখতে হলে ঠিক **কি রকমভাবে** জাতির নিজ জীবন রচনা করা উচিত? তার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের **ধরন কি রকম** হওয়া উচিত?

স্বাধিকারের ধারায় (অটনমাস লাইন্স) জীবন রচনা করার অধিকার জাতির **আছে**। এমন কি আলাদা হয়ে যাবার অধিকারও আছে। কিন্তু তার মানে **এই** নয় যে, যে কোন অবস্থায় তা করতেই হবে। একটা জাতির পক্ষে, অর্থাৎ তার বেশীর ভাগের পক্ষে, অর্থাৎ তার মেহনতী জনগণের পক্ষে স্বায়ত্তশাসন (অটনমি) বা আলাদা হওয়া সর্বত্র ও সর্বদা সুবিধাজনক নাও হতে পারে। মনে করুন ট্র্যান্সককেশিয়ার তাতাররা জাতি হিসাবে তাদের ডায়েটে (আইন-সভায়) একত্র হল এবং তাদের বেগ ও মোল্লাদের পাল্লায় পড়ে স্থির করল যে, পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। আত্ম-

* বাউয়ারের বই পৃঃ ১৬৬ দেখুন।

নিয়ন্ত্রণের ধারাটির মানে ধরলে এতে তাদের সম্পূর্ণ এখতিয়ার আছে। কিন্তু এতে তাতার জাতির মেহনতী জনগণের লাভ কি হবে? জাতি সমস্যা সমাধানে যে আর মোল্লার দল যখন জনগণের সর্দারি করছে তখন সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা উদাসীন থাকতে পারে কি? এতে হস্তক্ষেপ করে জাতির ইচ্ছাকে একটা নির্দিষ্ট পথে প্রভাবিত করাই সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের উচিত নয় কি? যে-ভাবে এই সমস্যা সমাধান করলে তাতার জনগণের সবচেয়ে সুবিধা হবে তারই উপযোগী সুনির্দিষ্ট প্ল্যান নিয়ে কোন সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের এগিয়ে আসা উচিত নয় কি?

কিন্তু কোন্ সমাধান মেহনতী জনগণের স্বার্থের সবচেয়ে উপযোগী? স্বায়ত্ত-শাসন, না যুক্তরাষ্ট্র, না পৃথক রাষ্ট্র গঠন?

আলোচ্য জাতি যে-প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে তারই উপর শুধু সমস্যাগুলির সমাধান নির্ভর করে।

শুধু তাও নয়। অন্য সব জিনিসের মতো অবস্থাও বদলায়। কোন এক বিশেষ সময়ে যে-সিদ্ধান্ত উপযুক্ত আর এক সময়ে তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হতে পারে।

উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মার্কস ছিলেন রাশিয়ান পোল্যাণ্ড পৃথক হয়ে যাবার পক্ষে। এবং তার সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল। কারণ তখন প্রশ্ন ছিল একটা উচ্চতর সংস্কৃতিকে একটা নিম্নতর সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, যেহেতু নিম্নতর সংস্কৃতি উচ্চতর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে। এবং যে-সময়ে এ প্রশ্ন শুদ্ধ তত্ত্ব বা পাণ্ডিত্যের বিষয়বস্তু নয়, এ প্রশ্ন তখন ব্যবহারিক বাস্তবতার প্রশ্ন .....।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকেই পোলিস মার্কসবাদীরা পোল্যাণ্ড পৃথক হবার বিরুদ্ধে বলছিলেন, এবং তাদের সিদ্ধান্তও ঠিক, কারণ মার্কস-এর সময় থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন গভীর পরিবর্তন এসেছিল যাতে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক থেকে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড অনেক কাছে এসে গিয়েছে। তা ছাড়া ওই সময়ের মধ্যে আলাদা হওয়ার প্রশ্ন তার ব্যবহারিক রূপ হারিয়ে পণ্ডিতি তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, বোধ হয় বিদেশবাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে তখন এ প্রশ্ন সাড়া জাগায় না।

অবশ্য এ সত্ত্বেও সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, ঘরে ও বাইরে এমন অবস্থা হয়তো আসবে যাতে পোল্যাণ্ড পৃথক হবার প্রশ্ন আবার বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং জাতি-সমস্যার বিকাশপথে তার ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি ঠিকভাবে বিচার করলে তবেই সমস্যার সমাধান হয়।

কোন জাতির পক্ষে **কি রকমভাবে** তার জীবন রচনা করা উচিত এবং তার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের **কি রকম ধরন** হওয়া উচিত তা স্থির করার একমাত্র চাবিকাঠি হলো সেই জাতির অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিগত অবস্থা। সম্ভবত, প্রত্যেক জাতির জন্যে এক একটি বিশেষ সমাধানের প্রয়োজন হবে। বাস্তবিকই; কোন সমস্যার বিচারে যদি দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন থাকে তো সে-সমস্যা জাতি সমস্যা।

রাশিয়াতে জাতি সমস্যা

এখন আমাদের জাতি-সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান উপস্থিত করতে হবে।

আমরা এ কথা ধরে নিয়ে শুরু করছি যে, রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে বিচার করলে তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

রাশিয়া চলেছে একটা পরিবর্তনের যুগের ভিতর দিয়ে; "নিয়মিত" (নর্মাল) "শাসনতান্ত্রিক" জীবন এদেশে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, রাষ্ট্রীয় সঙ্কট এখনো মেটেনি। ঝড়ের দিন, "জটিলতার" দিন সামনে আসছে। এবং এর থেকেই জাগছে আন্দোলন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আন্দোলন—যার লক্ষ্য হলো পূর্ণ গণতন্ত্র অর্জন করা।

এই আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়েই জাতি-সমস্যা বিচার করতে হবে।

কাজেই দেশের মধ্যে পূর্ণ গণতন্ত্রের পত্তনই হলো জাতি-সমস্যা সমাধানের **ভিত্তি** ও শর্ত।

সমাধানের সময় দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পরিস্থিতিরও হিসাব রাখতে হবে। রাশিয়ার একদিকে ইওরোপ অন্যদিকে এশিয়া, একদিকে অষ্ট্রিয়া অন্যদিকে চীন। এশিয়াতে গণতন্ত্র বাড়বেই। ইওরোপে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ইওরোপের মধ্যে মূলধনের গতি সীমাবদ্ধ; তাই নতুন বাজার, সস্তা মজুর ও টাকা লাগানোর নতুন জমির খোঁজে মূলধন ছুটেছে বিদেশের দিকে। কিন্তু এরই ফলে বাইরের সঙ্গে জটিলতা সৃষ্টি হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ বেধে যায়। এ কথা কেউই বলতে সাহস করবে না যে বল্কান যুদ্ধে[৩] জটিলতা শেষ হলো, জটিলতা আরম্ভ হলো মাত্র। সম্ভবতঃ ঘরে বাইরে কতকগুলি ব্যাপার মিলে রাশিয়াতে এমন অবস্থা হবে যখন রাশিয়ার কোন-না-কোন জাতির পক্ষে স্বাধীনতার প্রশ্ন উপস্থিত ক'রে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন হবে। এবং মার্কসবাদীরা অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না।

কিন্তু তার মানে রুশ মার্কসবাদীদের পক্ষে জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বাদ দেওয়া চলে না।

সুতরাং জাতি-সমস্যার সমাধানে **আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি মূল উপাদান।**

আরও আছে। যে সব জাতি কোন-না-কোন কারণে সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই থাকতে চাইবে তাদের আমরা কি চোখে দেখব ?

সংস্কৃতিগত-জাতীয় স্বায়ত্ত শাসন অচল তা আমরা দেখেছি।

প্রথমতঃ এটা কৃত্রিম এবং ব্যবহারের অযোগ্য। কারণ ঘটনার গতি, প্রকৃত ঘটনার গতি যে-সব জনগণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই সব জনগণকেই কৃত্রিম উপায়ে একত্র টেনে ধরা হচ্ছে সংস্কৃতিগত-স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাবে। দ্বিতীয়তঃ, এতে জাতীয়তাবাদই পুষ্টি লাভ করে। জাতিগত বিভাগ অনুসারে জনগণকে "বিভক্ত" করা, জাতি "তৈরী করা," "জাতীয় বৈচিত্র গুলিকে" "বজায় রাখা" ও বাড়িয়ে তোলা—এই সব দিকেই সংস্কৃতিগত স্বায়ত্ত-শাসনের গতি। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর সঙ্গে তা মোটেই খাপ খায় না।

মোরাভিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাইশস্রাটের জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সভ্যদের থেকে আলাদা হবার পর মোরাভিয়ান "মণ্ডলী" স্থাপন করলেন। এ ঘটনা মোটেই আকস্মিক নয়। বুণ্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে ইহুদী ছুটির দিন ও ইহুদী ভাষার সমর্থন করে জাতীয়তাবাদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন, তাও মোটেই আকস্মিক নয়। রুশ পার্লামেণ্টে এখনও বুণ্ডের কোন প্রতিনিধি নেই ; তবে বুণ্ডের এলাকায় একটা প্রতিক্রিয়াশীল যাজক-মনোভাবাপন্ন ইহুদী সম্প্রদায় আছে—তার "নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে" ইহুদী শ্রমিক ও ইহুদী বুর্জোয়াদের "একত্র কববার" জন্যে বুণ্ড ব্যবস্থা করছে*, সংস্কৃতিগত-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম এই ।

সুতরাং **জাতীয়** স্বায়ত্তশাসনে সমস্যা সমাধান হয় না।

তবে উপায় কি ?

স্থানীয় (রিজন্যাল) স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র প্রকৃত সমাধান। অর্থাৎ পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন, ককেশাস প্রভৃতি যে-সব ইউনিট দানা বেঁধে উঠেছে সেই সব ইউনিটের স্বায়ত্তশাসন।

---

* "বুণ্ডের ৮ম কনফারেন্সের রিপোর্টে" সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রস্তাবের শেষ অংশ দেখুন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এক নম্বর সুবিধা এই যে, বাসভূমিহীন কোন কাল্পনিক লোকসংখ্যা নিয়ে তার কারবার নয়, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী একটা নির্দিষ্ট লোক-সংখ্যা নিয়েই তার কারবার। দু নম্বর: এতে মানুষকে জাতি হিসাবে ভাগ করতে হয় না, জাতীয় ব্যবধান বাড়াতে হয় না; বরং এতে ব্যবধান ভেঙেই পড়ে, জনসংখ্যা এমনভাবে একতাবদ্ধ হতে থাকে যাতে মানুষকে অন্য এক হিসাবে ভাগ করা যায়, অর্থাৎ শ্রেণীহিসাবে ভাগ করা যায়। শেষ কথা: এতে ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর সুবিধা হয়, ভূখণ্ডের উৎপাদনী শক্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠ পথ পায়; তার জন্যে কোন সাধারণ কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। অথচ সংস্কৃতিগত-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে এর কোনটাই পড়ে না।

সুতরাং জাতি-সমস্যা সমাধানের জন্য **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন একটি মূল উপাদান।**

অবশ্য কোন ভূখণ্ডেই একটিমাত্র ঘন-সংবদ্ধ, অবিমিশ্র জাতি পাওয়া যায় না—প্রত্যেক জাতির মধ্যে মধ্যে সংখ্যালঘু জাতি ছড়িয়ে থাকে। যেমন, পোল্যাণ্ডে ইহুদী, লিথুয়ানিয়ায় লেট, ককেশাসে রাশিয়ান, ইউক্রেনে পোল ইত্যাদি। সে জন্যে ভয় হবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলি হয়তো সংখ্যালঘুদের উৎপীড়ন করবে। কিন্তু দেশের মধ্যে পুরানো ব্যবস্থা বজায় থাকলে তবেই সে ভয়। সে দেশকে পূর্ণ গণতন্ত্র দাও, দেখবে ভয়ের সব কারণ দূর হয়ে যাবে।

বলা হচ্ছে যে, ইতস্ততঃ ছড়ানো সংখ্যালঘুদের একটিমাত্র জাতীয় সম্মিলনের মধ্যে সম্মিলিত কর। কিন্তু সংখ্যালঘুরা তো নকল সম্মিলনে সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় তাদের বাসস্থানেই প্রকৃত অধিকার ভোগ করতে। পূর্ণ গণতন্ত্রই যদি **না থাকল** তো এই সম্মিলন তাদের কি দিতে পারবে? অন্যপক্ষে, পূর্ণ গণতন্ত্রই যদি পাওয়া গেল তো **তখন** জাতীয় সম্মিলনের আর প্রয়োজন কোথায়?

সংখ্যালঘু জাতির মনে বিশেষ চাঞ্চল্য ওঠে কি বিষয়ে?

জাতীয় সম্মিলনের অভাবে সংখ্যালঘুরা অশান্ত হয় না; তাদের দেশী ভাষা ব্যবহারের অধিকার নাই বলেই তাদের অশান্তি হয়। তাদের দেশী ভাষা ব্যবহার করতে দাও, দেখবে অশান্তি আপনিই চলে যাবে।

নকল সম্মিলনের অভাবে সংখ্যালঘুরা অশান্ত হয় না, তাদের নিজেদের স্কুল নাই বলেই তাদের অশান্তি। তাদের নিজেদের স্কুল দাও, দেখবে অশান্তির সব কারণ দূর হবে।

জাতীয় সম্মিলন নেই বলে সংখ্যালঘুদের অশান্তি নয়; তাদের বিবেকের স্বাধীনতা (ধর্মের স্বাধীনতা) নেই, আন্দোলনের স্বাধীনতা নেই, তাই তাদের অশান্তি। এই সব স্বাধীনতা তাদের দাও, তারা শান্ত হয়ে যাবে।

সুতরাং জাতি-সমস্যা সমাধানের জন্য **সকল রকমের জাতীয় সমানাধিকার (ভাষা, স্কুল ইত্যাদি) হল একটি মূল উপাদান।** দেশের মধ্যে পূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এমন একটি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজন যাতে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত রকম জাতিগত বিশেষ সুবিধা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সংখ্যালঘু জাতিগুলির অধিকারের উপর সমস্ত বিধি-নিষেধ ও আইনগত অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

সংখ্যালঘুর অধিকারে এই হল একমাত্র আসল গ্যারান্টি। আর সব গ্যারান্টি শুধু কাগজে-কলমে।

সাংগঠনিক সংযোজন নীতির সঙ্গে সংস্কৃতিগত-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের যুক্তি-সঙ্গত সম্পর্ক আছে, এ কথা আপনি মানতে পারেন, নাও মানতে পারেন। কিন্তু এ কথা না মেনে উপায় নেই যে সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন অফুরন্ত সংযোজন নীতি (ফেডারালিজম) প্রচলনের আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে পুরাদস্তুর ভেদ ও বিচ্ছেদ-প্রবণতা উপস্থিত হয়। অষ্ট্রিয়ার চেকরা এবং রাশিয়ার বুণ্ড-ওয়ালারা আরম্ভ করল স্বায়ত্তশাসন থেকে; অগ্রসর হ'ল জোড়া-দেওয়া সংগঠনের দিকে এবং ঠেকল গিয়ে বিচ্ছেদ নীতিতে। জাতীয়তাবাদী আবহাওয়াই যে এর প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই—সংস্কৃতিগত-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন স্বভাবতই জাতীয়তাবাদী আবহাওয়া উদ্রেক করে। জাতীয় স্বায়ত্তশাসন আর সাংগঠনিক সংযোজন নীতি যে হাত ধরাধরি করে চলে তা মোটেই আকস্মিক নয়। তার কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। দুইয়েতেই জাতি হিসাবে বিভক্ত হবার দাবি আসছে। দুইয়েতেই জাতিগতভাবে সংগঠনের কথা ধরে নেওয়া হচ্ছে। সাদৃশ্য পরিষ্কার। তবে একটাতে ভাগ হচ্ছে সাধারণ ভাবে জনসংখ্যার মধ্যে, আর একটাতে ভাগ হচ্ছে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিকদের ভিতরে। তফাত শুধু এইখানেই।

জাতিগতভাবে শ্রমিকদের ভাগ করলে সে জল কোথায় গড়ায় তা আমরা জানি। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, জাতিগতভাবে ট্রেড-ইউনিয়নগুলো বিভক্ত হয়ে যায়, জাতিগত সংঘর্ষ বেড়ে ওঠে, জাতিগত-ভাবে স্ট্রাইক ভাঙাভাঙি চলে, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভ্যদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ে—এই সবই সাংগঠনিক সংযোজন নীতির ফল। অষ্ট্রিয়ার

সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর ইতিহাস আর রাশিয়ায় বুণ্ডের কার্যকলাপ দুই-ই এর সাক্ষী।

প্রতিকারের একমাত্র উপায়—আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলা।

আমাদের লক্ষ্য হবে যে, রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে সমস্ত জাতির শ্রমিকদের **ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড** সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানে একত্র করব এবং সেই সব সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানকে **একটিমাত্র** পার্টিতে সম্মিলিত করব।

সমগ্র ও অখণ্ড পার্টির মধ্যে বিভিন্ন **ভূখণ্ডে** বিস্তীর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা পার্টির কাঠামোয় ধরেই নেওয়া হয়, বাদ কখনই পড়ে না, তা বলা বাহুল্য।

ককেশাসের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধরনের সংগঠনের উপযোগিতা দেখা যাচ্ছে। আর্মিনিয়ান ও তাতার শ্রমিকদের জাতিগত সংঘর্ষ ককেশিয়ানরা থামাতে পেরেছে; হত্যাকাণ্ড ও বন্দুক মারামারি থেকে জনগণকে তারা বাঁচাতে পেরেছে; বিভিন্ন জাতীয় গ্রুপে ভর্তি যে বাকু সেখানেই জাতিগত সংঘাত সম্ভব করে দিয়েছে, সমস্ত শ্রমিককে শক্তিশালী আন্দোলনের একটি মাত্র ধারায় টেনে আনতে পেরেছে। এ সবের জন্যে ককেশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আন্তর্জাতিক গঠনতন্ত্রের কৃতিত্ব কম নয়।

সংগঠনের ধরন শুধু ব্যবহারিক কাজেই প্রভাব বিস্তার করে না। শ্রমিকদের সমগ্র মানসিক জীবনেও তা অপরিবর্তনীয় ছাপ এঁকে দিয়ে যায়। সংগঠনের জীবন দিয়েই শ্রমিকের জীবন বেড়ে ওঠে, তা থেকেই সে শিক্ষিত হয়, তার বুদ্ধি বিকশিত হয়। এই রূপে সংগঠনের মধ্যে চলতে চলতে অন্য জাতীর কমরেডদের সঙ্গে শ্রমিকের অনবরত দেখা হয়, একই সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে একই লড়াই লড়তে থাকে এবং তার ফলে তার মনের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, **সবার চেয়ে বড় কথা হল** শ্রমিকরা একই শ্রেণীগত পরিবারের মানুষ—একই সোস্যালিস্ট বাহিনীর সৈনিক। শ্রমিকশ্রেণীর খুব বড় অংশের মধ্যে এই ধারণার প্রচণ্ড শিক্ষাগত মূল্য না থেকে পারে না।

আন্তর্জাতিক ধরনের সংগঠন তাই ভ্রাতৃ-ভাবের শিক্ষালয়; আন্তর্জাতিকতার স্বপক্ষে তার আন্দোলনমূলক আবেদন যথেষ্ট।

কিন্তু জাতিগত নীতিতে যে সংগঠন তার বেলায় এ রকম হয় না। জাতি হিসাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করলে তারা তাদের জাতিগত খোলার মধ্যেই আটকে যায়—সংগঠনের বেড়া দিয়ে তারা পরস্পরকে তফাত করে। যা শ্রমিকদের ভেতর **সর্বজনীন** তার উপর জোর পড়ে না, জোর পড়ে তাদের

পরস্পরের পার্থক্যের উপর। এই ধরনের সংগঠনে **সবার চেয়ে বড় কথা হল শ্রমিকের জাতি,** কোন্ জাতির সে লোক, ইহুদী না পোল না অন্য কিছু। সংগঠনের ব্যাপারে **জাতি হিসাবে** সংযোজন নীতি শ্রমিকদের মধ্যে জাতি হিসাবে তফাত থাকার ভাবই জাগাবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

সুতরাং জাতিগত ধরনের সংগঠন জাতীয় সঙ্কীর্ণচিত্ততা ও কুসংস্কারই **শিক্ষা দেয়।**

আমাদের সামনে দু'ধরনের সংগঠন রয়েছে ; উভয়ের মধ্যে **মূলেই প্রভেদ।** এক ধরনের ভিত্তি আন্তর্জাতিক সংহতি ; আর এক ধরনের ভিত্তি হল জাতি হিসাবে শ্রমিকদের সাংগঠনিক "বিভাগ"।

এই ধরনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার যতো চেষ্টা সবই বিফল হয়েছে। ১৮৯৭ সালে উইমবার্গে অস্ট্রিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি মিটমাটের জন্যে যে-সব নিয়ম তৈরী করেছিল তা কাজে লাগেনি। অস্ট্রিয়ান পার্টি বিভক্ত হয়ে গেল, ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকেও বিচ্ছেদের মধ্যে টেনে নামালো। মিটমাটের চেষ্টা শুধু কল্পনা-বিলাসেই পর্যবসিত হল না, সে চেষ্টায় ক্ষতিও হল। স্ট্রেসার ঠিকই বলেছেন যে, "উইমবার্গ পার্টি কংগ্রেসেই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম জয়লাভ।"* বাশিয়ায়ও তাই। স্টকহোম্ কংগ্রেসে বুণ্ডের সংযোজন নীতির সঙ্গে "মিটমাটের" যে সব চেষ্টা তা শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেল। বুণ্ড স্টকহোমের বোঝাপড়া মানল না। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের **একটিমাত্র** সংগঠনে সম্মিলিত করা এবং তার ভেতরে সব জাতির শ্রমিককেই আনা—স্টকহোম্ কংগ্রেসের পর থেকে বুণ্ড ক্রমাগত এই কাজে বাধা জন্মাচ্ছে। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বার বার দাবি করেছে যে, অবশেষে নীচে থেকে সমগ্র জাতির শ্রমিকদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে[৪] কিন্তু তবুও বুণ্ড তার বিচ্ছেদপন্থী কৌশলের গোঁ ছাড়েনি। বুণ্ড আরম্ভ করল সংগঠনগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, সেখান থেকে সত্যিই চলে সংযোজন নীতিতে, আর শেষ করল পূর্ণ বিভেদ ও বিচ্ছেদপন্থায়। রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে বুণ্ড পার্টি-সভ্যদের মধ্যে অনৈক্য ও সংগঠনহীনতা সৃষ্টি করল। উদাহরণস্বরূপ জাগিলোর ব্যাপার মনে করুন।[৫]

মিটমাটের পথ তাই কল্পনা বিলাস মাত্র। সে পথ ক্ষতিকর। **সে পথ ত্যাগ করতে হবে।**

---

* তাঁর লেখা Der Arbeiter und die Nation, ১৯১২ দেখুন

হয় ইস্‌পার, নয় উস্‌পার : **হয়** বুণ্ডের সংযোজন নীতি গ্রহণ করতে হবে ; সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জাতি হিসাবে "বিভক্ত" ক'রে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ঢেলে সাজাতে হবে ; **আর না হয়** আন্তর্জাতিক সংগঠন নীতি গ্রহণ করতে হবে ; সে ক্ষেত্রে ককেশিয়ান, লেটিশ ও পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির মতো করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বুণ্ডকেও আপন সংগঠন ঢেলে সাজাতে হবে ; তবেই রাশিয়ায় ইহুদী শ্রমিকদের সঙ্গে রাশিয়ার অন্যান্য জাতিব শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সম্মিলন সম্ভব হবে।

মাঝামাঝি কোন পথ নেই ; নীতি নিজের জয়ের পথ কেটে চলে , অন্য নীতিব সঙ্গে নিজেকে "মানিয়ে" নেয় না।

তাই **শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি** জাতি-সমস্যা সমাধানের **একটি মূল** উপাদান।

ভিয়েনা, জানুয়ারী, ১৯১৩

প্রথম প্রকাশ :
'প্রসভেশ্‌চেনিয়ে'
৩-৫ সংখ্যা, মার্চ-মে, ১৯১৩

জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট

এই রিপোর্ট রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবর পার্টির সপ্তম নিখিল-রুশ কনফারেন্সে ২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭ তারিখে পেশ করা হয়*

জাতি সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া সত্যিই দরকার। কিন্তু সময় অল্প তাই আমার রিপোর্টও সংক্ষেপে সারবো।

খসড়া প্রস্তাব নিয়ে বিচার আরম্ভ করার আগে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা (প্রেমিসেস) স্থির করে নিতে হবে। জাতিগত অত্যাচার কাকে বলে? সাম্রাজ্যবাদী মহল যে-ব্যবস্থার দ্বারা পরাধীন জনসংখ্যাগুলিকে (পিপল্‌স্) শোষণ ও লুণ্ঠন করে, যে-পদ্ধতির দ্বারা পরাধীন জনসংখ্যাগুলির রাষ্ট্রীয় অধিকার জবরদস্তি সীমাবদ্ধ করে—তারই নাম জাতিগত অত্যাচার। এইগুলিকে এক করে ধরলে যে পলিসি পাওয়া যায় তাই সাধারণতঃ জাতিগত অত্যাচারের পলিসি নামে পরিচিত।

প্রথম প্রশ্ন হল জাতিগত অত্যাচারের পলিসি চালাবার জন্যে গভর্নমেণ্ট কোন্ কোন্ শ্রেণীর উপর ভরসা করে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে বুঝতে হবে—ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে জাতিগত অত্যাচারের ধরন বিভিন্ন হয় কেন? জাতিগত অত্যাচার এক রাষ্ট্রে অপর রাষ্ট্রের চেয়ে তীব্র ও কর্কশ (ক্রুড) হয় কেন? উদাহরণস্বরূপ, গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে জাতিগত অত্যাচার কোনদিনই জাতিগত দাঙ্গার (পোগ্রম) রূপ নেয়নি—অধীন জনসংখ্যাগুলির জাতীয় অধিকার-সঙ্কোচের রূপেই তা প্রকাশিত হয়েছে। অথচ রাশিয়ায় এই অত্যাচার প্রায়ই দাঙ্গা ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হয়। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জাতিগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নেই। যেমন, সুইজারল্যাণ্ডে জাতিগত অত্যাচার নেই, সেখানে ফরাসী, ইটালিয়ান ও জার্মানরা অবাধে বাস করে।

* ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বলশেভিকদের যে সপ্তম নিখিল-রুশ কনফারেন্স হয় তাতে জাতি সমস্যার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়। জাতি-সমস্যা কমিশনের তরফ থেকে লেনিনের যে প্রস্তাব ছিল (৭০ পৃষ্ঠা দেখুন) তাই সমর্থন করে স্তালিন রিপোর্ট পেশ করে। তার বিরুদ্ধে ওয়াই পিয়াটাকভ আর একটি রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" নাকচ করা হয়েছিল, পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে এফ জারজিন্স্কি তাঁকে সমর্থন করেন। কনফারেন্সে বহু ভোটাধিক্যে স্তালিন-সমর্থিত প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতিসমূহের প্রতি ব্যবহারে তারতম্যের কারণ কি ?

সেই সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পরিমাণের উপর এই তারতম্য নির্ভর করে। আগের আগের বছরে রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা যখন অভিজাত-ভূস্বামীদের দখলে ছিল তখন জাতিগত দাঙ্গা ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায় জাতিগত অত্যাচার প্রকাশ হতে পারত, এবং প্রকাশ হতও। গ্রেট ব্রিটেনে নির্দিষ্ট পরিমাণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাজনীতিক স্বাধীনতা আছে, তাই সেখানকার জাতিগত অত্যাচারের চেহারা অতটা নৃশংস নয়। সুইজারল্যাণ্ড গণতান্ত্রিক সমাজের কাছাকাছি পৌঁছেছে, সে দেশে ছোট ছোট জাতিগুলির অল্পবিস্তর প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতাই আছে। মোট কথা দেশ যতই গণতান্ত্রিক, জাতিগত অত্যাচার ততই কম আর গণতন্ত্রের অভাব যত বেশী, জাতিগত অত্যাচারও তত বেশী। গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি যে নির্দিষ্ট কতকগুলি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ; সেই হিসাবে বলা যায় যে, পুরানো অভিজাত-ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতা যত বেশী থাকে (যেমন আগের দিনের জার আমলে ছিল) অত্যাচারও তত কঠোর হয় ; অত্যাচারের ধরন তত বীভৎস হয়।

যাই হোক, শুধু অভিজাত-ভূস্বামীরাই যে জাতিগত অত্যাচারের পক্ষে তা নয়। অত্যাচারের আরও এক শক্তি রয়েছে, সে হল সাম্রাজ্যবাদী মণ্ডলীগুলি (গ্রুপস)। তারা জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখার কায়দা শিখে আসে কলোনিতে (উপনিবেশ), তারপর সেই কায়দাই আবার নিজেদের দেশে খাটায়। এমনি করে তারা অভিজাত-ভূস্বামীদের স্বাভাবিক মিত্রপক্ষে পরিণত হয়। আবার তাদের লেজ ধরে ধরে আসে পাতিবুর্জোয়া (নিম্ন মধ্যবিত্ত) সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ, উপরের স্তরের শ্রমিকদেরও এক অংশ—কারণ এরা সবাই লুণ্ঠনের ফল উপভোগ করে। সুতরাং, সামাজিক শক্তির একটা গোটা ধারাই জাতিগত অত্যাচার সমর্থন করে ; আর তাদের মাথায় থাকে জমির মালিক ও টাকার মালিক। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করবার আগে জমি ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে, রাষ্ট্রনীতির আসর থেকে অত্যাচারী এই অংশকে হঠিয়ে দিতে হবে। [এরপর স্তালিন জাতিসমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পড়ছেন—এই প্রস্তাবই কনফারেন্সে গৃহীত হয়। —অনুবাদক]

জাতি সমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাব

"রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের আমল থেকে জাতিগত অত্যাচারের যে পলিসি এসেছে, তাকে সমর্থন করে জমিদার, ধনিক ও পাতিবুর্জোয়ারা ; কারণ তাদের উদ্দেশ্য নিজ নিজ শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ-বিবাদ সৃষ্টি করা। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল জাতিগুলিকে পরাধীন করার প্রবৃত্তি বাড়ায়, তাই জাতিগত অত্যাচার ঘনীভূত করার পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ আর এক নতুন উপাদান।

"ধনবাদী সমাজে জাতিগত অত্যাচার যতটুকু বন্ধ করা সম্ভব তাও শুধু প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব ; এবং এই প্রজাতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাতে গণতন্ত্র সুসঙ্গতভাবে রূপ পায়, সমস্ত জাতি ও ভাষাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়।

"যে-সব জাতি রাশিয়ার অংশ তাদের সবাইয়ের ইচ্ছামতো আলাদা হবার ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবার অধিকার আমরা মানছি। এই অধিকার যদি না মানা হয় কিংবা এই অধিকারকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয় তাহলে তারও মানে হবে যে আমরা পরদেশ দখল ও গ্রাস করার নীতিকেই সমর্থন করছি। বিভিন্ন জাতির আলাদা হবার অধিকার যদি শ্রমিকশ্রেণী মানে তবেই বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের পূর্ণ একাত্মবোধ আসতে পারে, তবেই জাতিগুলি আসল গণতান্ত্রিক ধারায় পরস্পরের নিকটে আসতে পারে।

"রাশিয়ার সাময়িক গভর্নমেণ্ট ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে বর্তমানে সংঘর্ষ বেধেছে ; তাতে এ কথাই চমৎকার প্রমাণ হচ্ছে যে আলাদা হবার অবাধ অধিকার না মানলে জার-নীতিই সোজাসুজি অনুসরণ ক'রে চলা হবে।

"আলাদা হবার অবাধ অধিকারের প্রশ্ন এক কথা ; কোন বিশেষ জাতির পক্ষে কোন বিশেষ সময়ে আলাদা হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না সে আর এক কথা ; দু'টোকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সর্বহারা পার্টির পক্ষে দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যেকটি উদাহরণকে আলাদা আলাদা বিচার করতে হবে ; এবং বিচার করার সময় তাকে দেখতে হবে দু'টি বিষয় : এক, সমগ্রভাবে সামাজিক বিকাশের স্বার্থ এবং দুই, সোস্যালিজমের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম।

"পার্টির দাবি হল : বিস্তীর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (রিজন্যাল অটনমি) দিতে হবে ; উপর থেকে অভিভাবকগিরি তুলে দিতে হবে ; বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় ভাষা রহিত করতে হবে ; যে-সব ভূখণ্ড স্বাধিকার (অটনমি) ও স্বায়ত্তশাসন

* এই প্রস্তাবটি লেনিনের লিখিত

(সেল্‌ফ গভর্নমেণ্ট) পেয়েছে সেই সব ভূখণ্ডের অধিবাসীরা নিজেরাই ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারণ করবে এবং নির্ধারণের ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যার জাতিগত গঠন ইত্যাদি।

"তথাকথিত 'জাতীয় সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন'—শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সাফ নাকচ করছে। সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে রাষ্ট্রের আওতা থেকে বার ক'রে নিয়ে জাতিগত পার্লামেণ্ট ধরনের কোন জিনিসের তাঁবে দেওয়া হয়। সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন শ্রমিকদের কৃত্রিম উপায়ে ভাগ করে দেয়; একই স্থানের শ্রমিক এমন কি একই শিল্পের শ্রমিককেও তার বিশেষ 'জাতীয় সংস্কৃতি' অনুসারে তফাত ক'রে দেয়। অর্থাৎ এর ফলে শ্রমিকরা জাতি-বিশেষের বুর্জোয়া সংস্কৃতির বাঁধনে বাঁধা পড়ে, অথচ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে মজবুত করাই সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর লক্ষ্য।

"পার্টি দাবি করছে যে, শাসনতন্ত্রের মধ্যে এমন একটা মূল আইন বসিয়ে দিতে হবে যাতে যে-কোন জাতির বিশেষ সুবিধা নাকচ হয় এবং জাতীয় সংখ্যা-লঘিষ্টদের অধিকার যেখানেই রহিত হয়েছে সে-সবও নাকচ হয়।

"শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ দাবি করে যে রাশিয়ার সমস্ত জাতির শ্রমিকদের একটি সাধারণ শ্রমিক সংগঠনের ভিতর সংযুক্ত করতে হবে—তা সে রাজনৈতিক বিষয়ে হোক, ট্রেড্‌ইউনিয়ন বিষয়েই হোক, কো-অপারেটিভ বিষয়েই হোক, সাংস্কৃতিক বিষয়েই হোক কিংবা ঐ রকম আর কোন বিষয়েই হোক। বিভিন্ন জাতির শ্রমিক এমনি ধারা সাধারণ সংগঠনের ভিতর সংযুক্ত হলে তবেই আন্তর্জাতিক মূলধনের বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম সম্ভব।"

প্রথম প্রশ্ন: নিপীড়িত জাতিগুলির রাষ্ট্রীয় জীবন আমরা কি ভাবে সংগঠিত করব? এর উত্তরে বলতে হবে যে, যে-সব জাতি রাশিয়ার অংশ তারা নিজেরাই স্থির করবে রাশিয়ান রাষ্ট্রের ভিতরে থাকবে, না আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে; এ অধিকার তাদের দিতেই হবে। বর্তমানে ফিনিশ জনসাধারণের সঙ্গে সাময়িক গভর্নমেণ্টের পরিষ্কার সংঘাত চলছে দেখছি। ফিনিশ জনসাধারণের প্রতিনিধিরা, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর প্রতিনিধিরা দাবি করছেন যে, ফিনিশ জনগণ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার আগে যে-সব অধিকার ভোগ করত সে-সব অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। সাময়িক গভর্নমেণ্ট তা মানছে না, কারণ সে ফিনিশ জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে রাজী নয়। আমরা কোন্ পক্ষে দাঁড়াব? ফিনিশ জনসাধারণের পক্ষেই নিশ্চয়; কারণ কোন জাতিকে

জবরদস্তি একটি রাষ্ট্রের মধ্যে ধরে রাখা আমরা সমর্থন করব—তা হতেই পারে না। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে আমরা তুলে ধরছি; তার মানে জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম তাকেই আমরা আমাদের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্তরে উঠিয়ে দিচ্ছি; তা না করলে সাম্রাজ্যবাদের মাথায় যারা তেল ঢালে তাদেরই দশায় আমরাও পৌছাব। ফিনিশ জনসাধারণের পৃথক হওয়া সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছা ঘোষণা করার অধিকার এবং সে ইচ্ছা কাজে পরিণত করবার অধিকার আমরা, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা যদি অস্বীকার করি তাহলে যে-সব লোক জারবাদের নীতি অনুসরণ করে তাদের দলেই আমরা ভিড়ব।

জাতিসমূহের অবাধভাবে আলাদা হবার **অধিকারের** প্রশ্ন আর কোন নির্দিষ্ট সময়ে জাতিকে আলাদা **হতেই হবে** কিনা সে প্রশ্ন—এই দুটো প্রশ্নকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেললে কিছুতেই চলবে না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করতে হবে, সে-ক্ষেত্রের অবস্থা অনুসারে বিচার করতে হবে। নিপীড়িত জাতিগুলির আলাদা হবার অধিকার আমরা মানছি; তাদের রাজনীতিক ভাগ্য নির্ণয়ের **অধিকার** আমরা মানছি; কিন্তু এ নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোনো বিশেষ জাতির পক্ষে রুশ রাষ্ট্র থেকে আলাদা হওয়া **উচিত** কিনা সে প্রশ্নটিও তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত করে দিচ্ছি না। একটি জাতির আলাদা হবার অধিকার আমি মানতে পারি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি জাতিটিকে আলাদা হতে বাধ্য করব। জাতির আলাদা হবার অধিকার আছে, কিন্তু অবস্থার তারতম্য হিসাবে জাতি সে অধিকার প্রয়োগ করতেও পারে, নাও করতে পারে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের স্বার্থ অনুসারে আলাদা হবার পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন করার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাজেই, প্রত্যেকের বেলায় আলাদা হবার প্রশ্নটিকে আমাদের স্বাধীনভাবে বিচার করতে হবে, মজুদ অবস্থা অনুসারে বিচার করতে হবে। এবং সেই কারণে আলাদা হবার অধিকার মানবার প্রশ্ন আর কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় আলাদা হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা সে প্রশ্ন—এ দুটিকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগতভাবে আমার মত ট্রান্সককেশিয়া আলাদা হয়ে যাবার বিরুদ্ধে; ট্রান্সককেশিয়া ও রাশিয়ার বিকাশের সাধারণ পরিমাপ, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অবস্থা ইত্যাদি বিচার করেই আমার এই মত। কিন্তু তবুও ট্রান্সককেশিয়ার জনসমাজ (পিপল্‌স্) যদি আলাদা হতে

চায় তাহলে তারা নিশ্চয়ই আলাদা হবে এবং আমার তরফ থেকে তাতে কোন বাধা আসবে না।

তারপর যে-সব জাতি রুশ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকতে চাইবে তাদের নিয়ে। কি করা হবে? রাশিয়া সম্বন্ধে জাতিগুলির মনে যা-কিছু অবিশ্বাস ছিল তা প্রধানতঃ জারবাদী নীতিতেই পরিপুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন জারবাদ নেই, তার জাতিগত অত্যাচারের পলিসি নেই, কাজেই এই অবিশ্বাস কমতে বাধ্য, রাশিয়ার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে বাধ্য। এখন জারবাদের উচ্ছেদের পর সাড়ে চোদ্দ আনা ভাগ জাতিই আলাদা হতে চাইবে না এই আমার বিশ্বাস। সুতরাং যে-সব ভূখণ্ড আলাদা হতে চায় না অথচ যাদের সামাজিক জীবনে ও ভাষায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের জন্যে পার্টি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (রিজন্যাল অটনমি) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে। যেমন ট্রান্সককেশিয়া, তুর্কীস্তান ও ইউক্রেনের বেলায়। সেই সেই এলাকায় লোকেরাই এই স্বায়ত্তশাসনশীল (অটনমাস) ভূখণ্ডের ভৌগলিক সীমা নির্ধারণ করবে, অবশ্য অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন প্রভৃতির জন্যে যা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেগুলো তাদের খেয়ালে রাখতে হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বদলে আর একটা প্ল্যান আছে; বুণ্ড বহুদিন ধরেই এই প্ল্যান পোষকতা করছে, স্প্রিঙ্গার ও বাউয়ারও বিশেষ করে এর তারিফ করেছেন। তাঁরা জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন নীতির পক্ষে। আমার মতে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই প্ল্যান গ্রহণ করতে পারে না। এই প্ল্যানের সারমর্ম হল: রাশিয়াকে বিভিন্ন জাতির এক সম্মিলনে পরিবর্তিত করতে হবে; এবং একটি সাধারণ সমাজের মধ্যে যে-সব লোক আকৃষ্ট হয়েছে (তা তারা রাষ্ট্রের যেখানেই বাস করুন না কেন) তাদের সম্মিলনে জাতি গঠিত হবে। সব রাশিয়ান. কিম্বা সব আর্মিনিয়ান যেখানেই থাকুক না কেন তাদের আলাদা আলাদা জাতীয় সম্মিলনে সংগঠিত করতে হবে এবং তাহলে পরে তবে তারা সমস্ত রাশিয়ার জাতিসমূহের সম্মিলনে প্রবেশ করবে। এই প্ল্যান একেবারেই অবাঞ্ছনীয় ও অসুবিধাজনক। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদের বিস্তৃতির ফলে দলকে দল মানুষ (হোল্ গ্রুপস অফ পিপ্‌ল্) চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, নিজেদের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, রাশিয়ার কোণে কোণে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার ফলেই যখন জাতিগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে তখন কোন জাতির বিভিন্ন ব্যক্তিকে একত্রে টানবার চেষ্টা করা মানে নকল উপায়ে একটি জাতি তৈরী করা ও সংগঠিত করা; এবং নকল উপায়ে লোককে জাতির মধ্যে টেনে আনা;

জাতীয়তাবাদীরই কাজ। বুণ্ডের এই প্ল্যান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সমর্থন করতে পারে না। ১৯১২ সালে আমাদের পার্টি কনফারেন্সে এই প্ল্যান নাকচ করা হয়েছিল। বুণ্ডের মধ্যে ছাড়া সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক মহলে এই প্ল্যান সাধারণভাবে অপ্রিয়। জাতির সামনে যে বহু ও বিচিত্র প্রশ্ন, তার মধ্যে থেকে এই প্ল্যান শুধু সংস্কৃতিগত প্রশ্নগুলিকে আলাদা করে বেছে নিচ্ছে এবং সেগুলিকে জাতীয় সম্মিলনের তাঁবে দিতে চাইছে; তাই এই প্ল্যান সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন নামেও চলতি আছে। তাঁদের প্রতিপাদ্য হল যে, জাতির সংস্কৃতিই জাতিকে একটি সমগ্রত্বের মধ্যে একত্র করে; এই প্রতিপাদ্যই তাঁদের ঐরকম বাছাইয়ের ভিত্তি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, জাতির মধ্যে একদিকে থাকে এমন সমস্ত স্বার্থ যা জাতিকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়—যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থ, আর একদিকে থাকে এমন সমস্ত স্বার্থ যা তাকে একই সমগ্রত্বের মধ্যে গ্রথিত করতে চায়—এবং সংস্কৃতির প্রশ্ন নাকি এই শেষোক্তের ভিতরেই পড়ে।

বাকী রইল সংখ্যালঘু জাতিগুলির কথা। সুনির্দিষ্টভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। তাই পার্টি দাবি করছে যে শিক্ষা, ধর্ম, ও অন্যান্য বিষয়ে সকলকে সম্পূর্ণরূপে সমান অধিকার দিতে হবে এবং সংখ্যালঘু জাতিগুলির উপর থেকে সমস্ত বাধা-নিষেধ তুলে নিতে হবে।

প্রস্তাবের ৯ম (৮ম ?) প্যারায় সমস্ত জাতি সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গোটা সমাজকে পুরাদস্তর গণতন্ত্রের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারলে তবেই এই ঘোষণা সফল করার অবস্থা সৃষ্টি হবে।

বিভিন্ন জাতির শ্রমিকশ্রেণীকে একটিমাত্র সর্বজনীন পার্টির মধ্যে কি করে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাবে, সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি এখনও বাকী। একটা প্ল্যান হল: শ্রমিকদের জাতি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, যত জাতি তত পার্টি। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই প্ল্যান বাতিল করেছিল। কোন রাষ্ট্রের শ্রমিকদের জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ করলে তাদের শ্রেণীগত একাত্মবোধই ধ্বংস হয়—এ কথা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, রাষ্ট্রের সমস্ত জাতির সব শ্রমিকশ্রেণীকে একটিমাত্র শ্রমিক সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে এবং সে সংগঠন হবে সমষ্টিগত ও অবিভাজ্য।

সুতরাং জাতি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়: (১) জাতি-গুলির (পিপল্‌স) আলাদা হবার অধিকার স্বীকার (২) রাষ্ট্রটির মধ্যে যে-সব জাতি থেকে যাবে তাদের জন্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (৩) সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে

স্বাধীন বিকাশের গ্যারান্টি দেওয়ার মতো সুনির্দিষ্ট আইন (৪) শ্রমিকশ্রেণীর একটিমাত্র সমষ্টিগত ও অবিভাজ্য সংগঠন রাষ্ট্রের সব জাতির শ্রমিকদের জন্য একটিমাত্র পার্টি।

অক্টোবর বিপ্লব ও জাতি সমস্যা (১৯১৮)

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে এমন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল যার সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়। শ্রমিক ও কৃষকদের (সৈন্যদের) চেষ্টায় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের ফলে ক্ষমতা শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে না গিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে গেল। বিপ্লব করার পিছনে শ্রমিক ও কৃষকদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের অবসান ঘটানো ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে জনগণের বৈপ্লবিক উৎসাহকে যুদ্ধ চালাবার ও শান্তির বিরোধিতা করবার জন্য ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। দেশের অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও খাদ্য সংকটে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন ছিল পুঁজি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বাজেয়াপ্ত করা ও কৃষকদের কল্যাণের জন্য জমিদারিগুলি বাজেয়াপ্ত করা কিন্তু বুর্জোয়া মিলায়ুকভ-কেরেনস্কির সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ পাহারা দিতে থাকল। এটা ছিল শোষকদের সুবিধার জন্য শ্রমিক ও কৃষককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সংঘটিত একটি বুর্জোয়া বিপ্লব।

ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বোঝার চাপে, অর্থনীতির বিপর্যয়ে ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় দেশে আর্তনাদ উঠেছিল। ফ্রন্ট ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ছিল ও ক্রমশই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। দেশময় দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছিল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব তার অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য স্পষ্টতই "দেশের মুক্তির" জন্য অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। স্পষ্টতই দেখা গেল মিলায়ুকভ-কেরেনস্কি সরকার বিপ্লবের মূল সমস্যা সমাধানে অক্ষম।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সর্বনাশে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি নতুন **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

অক্টোবরে যে ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল তার ফলেই এই বিপ্লব ঘটেছিল।

জমিদার ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে তার জায়গায় শ্রমিক-কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠিত করে এক আঘাতে ফেব্রুয়ারী,.. বিপ্লবের মধ্যেকার বিরোধের

অবসান ঘটলো। জমিদার ও কুলাকদের সর্বময় ক্ষমতা লোপ ও মেহনতী কৃষক জনতার হাতে জমি ব্যবহারের ক্ষমতা অর্পণ করা; কলকারখানা বাজেয়াপ্ত করা ও সেগুলিকে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা; সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও দস্যুবৃত্তির যুদ্ধ বন্ধ করা; গোপন সন্ধি চুক্তিগুলি প্রকাশিত করা ও বৈদেশিক ভূমি দখলের নীতির মুখোশ খুলে দেওয়া; এবং সর্বশেষ নিপীড়িত জাতিগুলির মেহনতী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করা ও ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া—বিপ্লবের মধ্যে সোভিয়েত সরকারের এইগুলি ছিল প্রধান কাজ।

এটি ছিল যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

কেন্দ্রে যে বিপ্লব সুরু হয়েছিল, তাকে আর এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা গেল না। কেন্দ্রে বিপ্লব সফল হওয়ার ফলে প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতেও তার প্রসার অবধারিত ছিল। এবং বাস্তবিকপক্ষে ক্ষমতা দখলের প্রথম দিনগুলি থেকে বিপ্লবের ঢেউ উত্তর দিক থেকে রাশিয়ার সর্বত্র একের পর এক প্রান্তীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের আগে যে সব "জাতীয় পরিষদ" এবং আঞ্চলিক "সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যেমন ডন, কুবান, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে) সেগুলি এর প্রসারের পথে অবরোধ সৃষ্টি করল। আসল ব্যাপার হল এই সব "জাতীয় সরকার" সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। এই সব সরকার ছিল প্রকৃতিগতভাবে বুর্জোয়া এবং তাদের পুরানো বুর্জোয়া সমাজ ধ্বংস করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; বরঞ্চ তারা মনে করেছিল সেই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা ও শক্তিশালী করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। তারা ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদী, সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাদের ছিল না; বরঞ্চ সুযোগ পেলেই "বিদেশী" জাতিসত্তাগুলির কিছু অংশকে দখলে আনতে বা পদানত করতে তাদের বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা ছিল না। কাজেই সীমান্ত অঞ্চলগুলির "জাতীয় সরকার" যে কেন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর, যুদ্ধ ঘোষণা করার পর, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তারা রাশিয়ায় যা কিছু প্রতি বিপ্লবী ছিল সেগুলিকে আকৃষ্ট করে প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। এ কথা গোপন কিছু নয় যে রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত সমস্ত প্রতিবিপ্লবীরা এই সমস্ত কেন্দ্রে গিয়ে জুটেছিল এবং নিজেদেরকে শ্বেতরক্ষী "জাতীয়" বাহিনীতে সংগঠিত করেছিল।

কিন্তু "জাতীয় সরকার" ছাড়া প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে জাতীয় শ্রমিক ও কৃষকও আছে। অক্টোবর বিপ্লবের আগেই রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির আদর্শে এরা নিজেদেরকে প্রতিনিধিদের বৈপ্লবিক সোভিয়েতে সংগঠিত করেছিল এবং তারা উত্তরাঞ্চলের তাদের ভ্রাতৃস্থানীয়দের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করেনি। তারাও বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করতে চেষ্টা করছিল, তারাও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করছিল। কাজেই তাদের "নিজেদের" জাতীয় সরকারের সঙ্গে তাদের বিরোধ যে ক্রমশই বেড়ে চলেছিল এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অক্টোবর বিপ্লব শুধু প্রান্তীয় অঞ্চলগুলির শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী দৃঢ় করেছিল এবং তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সাফল্যে বিশ্বাসের প্রেরণা জাগিয়েছিল। এবং সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে "জাতীয় সরকারগুলির" যুদ্ধের ফলে এই সমস্ত "সরকারের" সঙ্গে তাদের বিরোধ বিচ্ছেদের মুখে এসে পৌঁছেছিল, প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল।

এইভাবে রাশিয়ার প্রান্তীয় অঞ্চলগুলির জাতীয় বুর্জোয়া "সরকারগুলির" প্রতিবিপ্লবী জোটের বিরুদ্ধে সারা রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক মৈত্রী সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রান্তীয় "সরকারগুলি"র যুদ্ধকে কেউ কেউ সোভিয়েত সরকারের "হৃদয়হীন কেন্দ্রিকতা"র বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেন। এ কথা সত্য নয়। দুনিয়াতে কোন সরকার রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের মতো এতব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের অনুমতি দেয়নি, তাদের দেশের জনসাধারণকে এত সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা দেয়নি। প্রান্তীয় "সরকারগুলির" যুদ্ধ অতীতে ছিল এবং এখনও তা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের যুদ্ধ। এর সঙ্গে জাতীয় পতাকা যুক্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল জনগণকে প্রতারিত করা, কেননা জনগণের এই পতাকা দিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত সহজেই আড়াল করা যায়।

কিন্তু "জাতীয়" ও আঞ্চলিক "সরকারগুলির" যুদ্ধ অসম যুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। দুইদিক থেকে—বাইরের থেকে সোভিয়েত সরকারের দ্বারা এবং ভিতর থেকে তাদের "নিজেদের" শ্রমিক-কৃষকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে "জাতীয় সরকারগুলি" প্রথম মোকাবিলাতেই পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। ফিন শ্রমিক ও কৃষি মজুরদের বিদ্রোহ এবং বুর্জোয়া "সেনেটের" পলায়ন; ইউক্রেনের শ্রমিক-কৃষকদের বিদ্রোহ এবং বুর্জোয়া "রাডা"র (Rada) পলায়ন;

ভন, কুবান ও সাইবেরিয়াতে শ্রমিক-কৃষকের বিদ্রোহ এবং কালোদন, কর্নিলভ ও সাইবেরিয়া সরকারগুলির পতন ; ককেশাস অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ এবং জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের "জাতীয় পরিষদগুলির" চূড়ান্ত অক্ষমতা ; সকলেরই জানা আছে এই সমস্ত ঘটনা থেকে "নিজেদের" জনগণ থেকে প্রান্তীয় "সরকারগুলির" বিচ্ছিন্নতা দেখা গিয়েছিল। "জাতীয় সরকারগুলি" সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে, দুনিয়ার ছোট ছোট জাতিগুলিকে যারা যুগ যুগ ধরে পীড়ন করে এসেছে পশ্চিম ইউরোপের সেই সব সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে "নিজেদের" শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে "বাধ্য" হয়েছিল।

এই ভাবে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও প্রান্তীয় অঞ্চলগুলি দখল করার অধ্যায় সুরু হয়েছিল। এই অধ্যায়ে "জাতীয়" ও আঞ্চলিক "সরকারগুলির" প্রতিবিপ্লবী চরিত্র আর একবার প্রকাশিত হয়েছিল।

অবশেষে এখন এটা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের "নিজ দেশের জনগণকে" জাতীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে না, চেষ্টা করছে তাদের থেকে মুনাফা নিংড়ে নেওয়ার স্বাধীনতার জন্য, নিজেদের বিশেষ সুবিধা ও পুঁজি বজায় রাখার জন্য।

অবশেষে এটা পরিষ্কার ভাবে দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, নিপীড়িত জাতিগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত না করে এবং নিপীড়িত মেহনতী জনতার হাতে ক্ষমতা না গেলে তাদের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

এই ভাবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পুরানো বুর্জোয়া ধারণা ও তার স্লোগান "জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে"—এর মুখোশ খুলে গেল এবং বিপ্লবের ধারাতেই এগুলি পরিত্যক্ত হল। আত্মনিয়ন্ত্রণের সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও তার স্লোগান—"নিপীড়িত জাতিগুলির মেহনতী জনতার হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে" প্রতিষ্ঠিত হল ও বাস্তবে প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করল।

এইভাবে, অক্টোবর বিপ্লব জাতীয় মুক্তির পুরানো বুর্জোয়া আন্দোলনের অবসান ঘটাল, জাতীয় নিপীড়ন সমেত সবরকমের নিপীড়নের বিরুদ্ধে, "নিজেদের" ও বিদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিগুলির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করল।

অক্টোবর বিপ্লবের বিরাট আন্তর্জাতিক তাৎপর্য প্রধানত এইগুলি :

(১) অক্টোবর বিপ্লব জাতি সমস্যার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে, এবং জাতি নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশেষ সংগ্রামের প্রশ্নকে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির মুক্তির সাধারণ প্রশ্নে পরিণত করেছে।

(২) অক্টোবর বিপ্লব বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে ও মুক্তির সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে এবং তার দ্বারা প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের এক সাধারণ ধারার মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের মুক্তির কাজে বিশেষ সাহায্য করেছে।

(৩) রুশবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পশ্চিমদেশের শ্রমিকশ্রেণী থেকে পূর্বদেশের নিপীড়িত জাতিগুলি পর্যন্ত প্রসারিত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের **বিরুদ্ধে** বিপ্লবের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে অক্টোবর বিপ্লব **সমাজতান্ত্রিক পশ্চিমদেশ ও পদানত পূর্বদেশের মধ্যে একটি সেতু সৃষ্টি করেছে।**

রুশ শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে পশ্চিম ও পূর্বের দেশগুলির শোষিত ও মেহনতী জনতা যে অবর্ণনীয় উৎসাহ প্রকাশ করছে তার কারণ হল এই।

এবং দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা যে পাশবিক ক্রোধের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার কারণও প্রধানত এই।

জাতি সমস্যার ক্ষেত্রে পার্টির আশু কর্তব্য ঃ
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এর দশম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট

জাতি সমস্যায় পার্টির নির্দিষ্ট আশু কর্তব্য আলোচনা করার আগে, প্রথমে আমাদের কয়েকটি সূত্র (Premise) ঠিক করে নিতে হবে ; এগুলি ছাড়া জাতীয় সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। এগুলি হল : জাতির আবির্ভাব, জাতি নিপীড়নের উৎস, ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় জাতি নিপীড়নের বিভিন্ন রূপ এবং সবশেষে বিকাশের বিভিন্ন যুগে জাতি সমস্যার সমাধানের রূপ।

এ রকম তিনটি অধ্যায় আছে।

প্রথম অধ্যায় হল পশ্চিমী দুনিয়ায় সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের ও পুঁজিবাদের সাফল্যের যুগ। জনগণ জাতি হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল এই যুগে। আমি গ্রেটব্রিটেন (আয়ার্ল্যাণ্ড বাদে) ফ্রান্স এবং ইতালীর মতো দেশগুলির কথা বলছি। পশ্চিমে—গ্রেট ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, ইতালীতে এবং আংশিকভাবে জার্মানীতে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ও জনগণ জাতি হিসাবে সংগঠিত হওয়ার যুগ মোটা-মুটি ভাবে সময়ের দিক থেকে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের উদ্ভবের যুগের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল এবং জাতিগুলির বিকাশ রাষ্ট্রীয় আকারে নিবদ্ধ হয়েছিল। এবং যেহেতু এই সব রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ বড় আকারের অন্য কোন জাতীয় গোষ্ঠী ছিল না, সেইজন্য জাতি নিপীড়ন বলেও কিছু ছিল না। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে জাতিগুলির উদ্ভব ও সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার অবসান কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে একই সময়ে ঘটেনি। আমি হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার কথা বলছি। এই সব দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ তখনও সুরু হয়নি; সম্ভবত এটা খুব দুর্বল ছিল ; কিন্তু, তুর্কী, মোঙ্গোল ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় লোকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আক্রমণকারীদের অভিযান প্রতিহত করতে সমর্থ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনের জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল। এবং যেহেতু পূর্ব-ইউরোপে জনগণ জাতি হিসাবে সংগঠিত হওয়ার চাইতে তাড়াতাড়ি কেন্দ্রী-ভূত রাষ্ট্রগুলি সংগঠিত হয়েছিল, তার ফলে মিশ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল ; প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে কতকগুলি জাতিসত্তা থেকে গিয়েছিল যারা তখনও জাতি হিসাবে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তার আগেই এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

এইভাবে, পুঁজিবাদের সূচনার যুগে জাতিসত্তার উদ্ভব হয়েছিল। পশ্চিম-ইউরোপে আমরা দেখছি সম্পূর্ণ একজাতির রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু পূর্ব-ইউরোপে দেখছি বহুজাতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল যেখানে কর্তৃত্বে ছিল একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি; তুলনায় অনুন্নত বাকী জাতিগুলি প্রথমত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং পরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অধীনে ছিল। পূর্বদেশের এই বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলিতেই জাতি নিপীড়নের সূচনা হয় যার থেকে জাতীয় বিরোধ, জাতীয় আন্দোলন, জাতি সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখা দেয়।

জাতি নিপীড়নের বিকাশ ও তার অবসানের পদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের অধ্যায়ের সঙ্গে মিলে যায়; এই সময়ে পুঁজিবাদ বাজার, কাঁচামাল, জ্বালানি, এবং সস্তা শ্রমশক্তির যোগানের জন্য এবং মূলধন রপ্তানীর বাজার ও প্রধান রেলপথ ও জলপথগুলি দখলের প্রতিযোগিতায় জাতীয় রাষ্ট্রের সীমা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল এবং কাছের ও দূরের প্রতিবেশীদেব বেদখল করে নিজের এলাকা প্রসারিত করেছিল। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পশ্চিমের পুরানো জাতীয় রাষ্ট্রগুলির, যেমন, গ্রেটব্রিটেন, ইতালী ও ফ্রান্স আর জাতীয় রাষ্ট্র থাকল না; অর্থাৎ নতুন নতুন দেশ দখল করে তারা বহুজাতিক, উপনিবেশ-অধিকারী রাষ্ট্রে পরিণত হল এবং পূর্ব-ইউরোপে যেমন আগে থাকতেই জাতীয় ও ঔপনিবেশিক নিপীড়নের এলাকা ছিল সেই রকম এলাকা সৃষ্টি করল। পূর্ব ইউরোপে এই যুগ পদানত জাতিগুলির (চেক্, পোল, ইউক্রেনীয়) জাগরণ ও শক্তিমান হওয়ার যুগ; এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে এর থেকে পুরানো বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি ভেঙে গেল ও যাদের বৃহৎ শক্তি বলা হয় তাদের দাসত্বাধীন নতুন কতকগুলি জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি হল।

তৃতীয় অধ্যায় হল সোভিয়েত অধ্যায়; পুঁজিবাদের ধ্বংসের ও জাতি নিপীড়নের অবসানের অধ্যায়; যে অধ্যায়ে শাসক ও পদানত জাতি, উপনিবেশ ও মাতৃভূমি ইত্যাদি প্রশ্ন ইতিহাসের সেরেস্তায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে; যে অধ্যায়ে আর, এস, এফ, এস, আর,* এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে আমরা বহু জাতিসত্তা দেখছি যাদের অধিকার সমান ও বিকাশের সমান সুযোগ রয়েছে কিন্তু যাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার জন্য পূর্বতন বৈষম্যের উত্তরাধিকারের কিছু অবশেষ এখনও রয়ে গেছে। জাতিসত্তাগুলির মধ্যেকার এই বৈষম্যের মূল ঘটনা হল যে ঐতিহাসিক বিকাশে আমরা অতীত থেকে

* Russian Socialist Federative Soviet Republics—অনুবাদক

এমন এক উত্তরাধিকার লাভ করেছি যার ফলে একটি জাতিসত্তা, যেমন গ্রেট-রাশিয়ান জাতিসত্তা, রাজনীতি ও শিল্পায়নের দিক থেকে অন্যান্য জাতি-সত্তা থেকে উন্নততর। এই জন্যই বাস্তব বৈষম্য রয়েছে; এক বছরে এটা উচ্ছেদ করা যাবে না, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই উচ্ছেদ করতে হবে এবং উচ্ছেদ করতে হবে পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাগুলিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাহায্য দিয়ে।

ইতিহাসে আমরা জাতি সমস্যার বিকাশের এই তিনটি অধ্যায় পাই।

প্রথম দুটি অধ্যায়ের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। সেটি হল এই দুই অধ্যায়েই জাতিসত্তাগুলি নিপীড়িত ও পদানত হয়েছে যার ফলে জাতীয় সংগ্রামের ছেদ ঘটেনি ও জাতি সমস্যার সমাধান হয়নি। কিন্তু এদের মধ্যে একটি পার্থক্যও আছে। সেটা হল, প্রথম অধ্যায়ে জাতি সমস্যা বিভিন্ন বহুজাতিক রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে যায়নি এবং মাত্র কয়েকটি, বিশেষত ইউরোপীয় জাতিসত্তাগুলির মধ্যে এটা আবদ্ধ ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতি সমস্যা প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অ-সার্বভৌম জাতিসত্তাগুলিকে নিজেদের অধীনে রাখবার ও ইউরোপের বাইরে নতুন জাতিসত্তা ও উপজাতিগুলিকে পদানত করবার সংগ্রামের সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। এই ভাবে, যে জাতি সমস্যা আগে শুধু বেশী সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশগুলির সমস্যা ছিল তা আর এই অধ্যায়ে বিচ্ছিন্ন রইল না, উপনিবেশগুলির সাধারণ সমস্যার সঙ্গে মিশে গেল।

জাতি সমস্যা উপনিবেশগুলির সাধারণ সমস্যায় পরিণত হওয়া কোন আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। প্রথমত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগোষ্ঠী নিজেরাই উপনিবেশগুলির কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল, যেখান থেকে লোক সংগ্রহ করে তাদের সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল। এ কথা প্রশ্নাতীত যে এই ঘটনার অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলির পশ্চাৎ-পদ জনতার কাছে আবেদন জানাতে অনিবার্যভাবে বাধ্য হওয়ার ফলে, ঐ সব উপজাতি ও জনসমাজে মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। আরও একটি ঘটনা আছে যা জাতি সমস্যাকে ব্যাপক করে তুলেছিল, উপনিবেশ-গুলির সাধারণ সমস্যায় পরিণত করেছিল এবং সারা দুনিয়ায় প্রথমত বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গের আকারে ও পরে মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনের আগুনের আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই ঘটনা হল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করা ও রাষ্ট্র হিসাবে তার অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা করা। মুসলিম জনসমাজে তুরস্ক ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে সব চাইতে উন্নত রাষ্ট্র; তার পক্ষে এই পরিণতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সে যুদ্ধ ঘোষণা করল ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যদেশের জনগণকে জমায়েত করল। তৃতীয় ঘটনা হল সোভিয়েত রাশিয়ার আবির্ভাব, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যার সংগ্রাম কয়েকটি সাফল্য অর্জন করেছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণকে প্রেরণা দিয়েছে, সংগ্রামের জন্য জাগিয়ে দিয়েছে ও উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এইভাবে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে সুরু করে ভারত পর্যন্ত নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির এক সাধারণ ফ্রন্ট সৃষ্টি করেছে।

এই উপাদানগুলির থেকে জাতি সমস্যার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ঘটনার সৃষ্টি হল যে বুর্জোয়া সমাজ জাতি সমস্যা সমাধান করা বা জনসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার বদলে জাতীয় সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে বাতাস দিয়ে তাকে নিপীড়িত জনগণ, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুনে পরিণত করেছে।

স্পষ্টতই দেখা গেল যে সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থাই একমাত্র ব্যবস্থা যাতে জাতি সমস্যার সমাধান করা অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব যেখানে বিভিন্ন জনসমাজ ও উপজাতিগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা সম্ভব।

এটা দেখাবার বিশেষ কোন দরকার নেই যে পুঁজির শাসনে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় জাতিগুলির সমান অবস্থা থাকতে পারে না; যতদিন পুঁজির ক্ষমতা বজায় থাকে, যতদিন উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা দখলের জন্য সংগ্রাম চলে ততদিন জাতিসত্তাগুলির সমান আসন থাকতে পারে না, ঠিক যেমন জাতিগুলির মেহনতী জনগণের মধ্যে সহযোগিতা থাকতে পারে না। ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে জাতিগত বৈষম্য দূর করার, নিপীড়িত ও মুক্ত জাতিগুলির মেহনতী জনগণের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হল পুঁজিবাদ ধ্বংস করা ও সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ইতিহাস আরও দেখিয়ে দেয় যে যখন এক একটি জনসমাজ তাদের নিজেদের জাতীয় বুর্জোয়া ও "বিদেশী" বুর্জোয়াদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সফল

হয়, অর্থাৎ যখন তারা সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, তাদের পক্ষে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য থাকে ততদিন, প্রতিবেশী সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য ছাড়া নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা ও সফল ভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হাঙ্গেরীর দৃষ্টান্ত উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করছে যে সোভিয়েত রিপাবলিকগুলি রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ না হলে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে সংহত না হলে তাদের পক্ষে সামরিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির ফেডারেশন তাদের রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনের বাঞ্ছনীয় রূপ; এরই একটি জীবন্ত আকার হল আর, এস, এফ, এস, আর।

কমরেডস্, এইগুলিই হল সেই সব মূল সূত্র যেগুলি সম্পর্কে আমি এখানে প্রথমে বলতে চেয়েছি যাতে সেগুলির ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় যে আর, এস, এফ, এস, আর-এর কাঠামোর মধ্যেই জাতি সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের পার্টির পক্ষে নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

যদিও রাশিয়াতে ও তার সঙ্গে যুক্ত রিপাবলিকগুলিতে সোভিয়েত ব্যবস্থায় শাসক জাতিসত্তা বা পদানত জাতিসত্তা, মাতৃভূমি ও উপনিবেশ, শোষক ও শোষিত-এর সব সমস্যা এখন কিছু নেই তবুও রাশিয়াতে জাতি সমস্যা এখনো রয়েছে। আর, এস, এফ, এস, আর-এর সমস্যার মূল বিষয় হল অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে জাতিসত্তাগুলির যে অনগ্রসরতা (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক) রয়ে গেছে সেটা দূর করার ও পিছিয়ে পড়া জনসমাজগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মধ্য রাশিয়ার সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব। পুরানো ব্যবস্থায় জার সরকার ইউক্রেন, আজারবাইজান, তুর্কিস্তান ও অন্যান্য প্রান্তীয় অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক জীবন উন্নত করার জন্য চেষ্টা করেনি, করতে পারত না; প্রান্তীয় অঞ্চলগুলির যেমন রাজনৈতিক জীবনের বিকাশে, তেমনই তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এটা বাধা দিয়েছে এবং স্থানীয় জনসমাজকে জোর করে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। অধিকন্তু, পুরানো সরকার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে কিরঘিজ, চেকেনস্ এবং ওসেৎস্ প্রভৃতি এমন সব জনসমাজ পেয়েছি যাদের ভূখণ্ডগুলি কসাক ও কুলাকদের উপনিবেশের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই সব জনসমাজের ভাগ্যে

অবিশ্বাস্য কষ্টভোগ ও উচ্ছেদ অবধারিত ছিল। আরও কথা, গ্রেট-রাশিয়ান জাতির যে প্রাধান্য ছিল তার কিছু কিছু রেশ এমন কি রুশ কমিউনিস্টদের মধ্যেও রয়ে গেছে যারা স্থানীয় মেহনতী জনসমাজগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন করতে, তাদের প্রয়োজন বুঝতে এবং পশ্চাৎপদ ও অসভ্য অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাদের সাহায্য করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। আমি সংখ্যায় খুব বেশী নয় এমন রুশ কমিউনিস্টদের কথা বলছি যারা তাদের কাজের মধ্যে প্রান্তীয় অঞ্চলের সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অগ্রাহ্য করে রুশীয় বৃহৎ শক্তির দাম্ভিকতার ঝোঁক প্রকাশ করে। অ-রুশীয় যে সব জাতিসত্তাগুলি জাতীয় নিপীড়ন ভোগ করেছে তাদেরও অতীতের প্রভাব স্থানীয় কমিউনিস্টদের উপর পড়েছে; তারাও মাঝে মাঝে তাদের জনসমাজের মেহনতী জনগণের স্বার্থ ও তথাকথিত "জাতীয়" স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। আমি স্থানীয়, আঞ্চলিক জাতীয়তার দিকে বিচ্যুতির কথা বলছি যেমনটি মাঝে মাঝে দেখা যায় স্থানীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে এবং প্রাচ্যে যার প্রকাশ দেখা যায় প্যান্-ইসলাম ও প্যান্-তুর্কী (বিশ্ব-ইসলাম ও বিশ্ব-তুর্কী) মতবাদে। শেষ কথা, কিরঘিজ ও বাশকির এবং গোরৎসি উপজাতিগুলির কোন কোন অংশকে অবলুপ্তি থেকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং কুলাক উপনিবেশিকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জমি দিতে হবে।

কমরেডস, আমি ভাষণ শেষ করছি। আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। বুর্জোয়া সমাজ জাতি সমস্যার সমাধান করতে শুধু অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়নি, এটা "সমাধান" করতে গিয়ে তারা এটাকে আরও ফাঁপিয়ে তুলেছে এবং জাতি সমস্যাকে ঔপনিবেশিক সমস্যায় পরিণত করেছে এবং নিজেদের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে হিন্দুস্থান পর্যন্ত প্রসারিত এক ফ্রন্টের সৃষ্টি করেছে। উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের যৌথ মালিকানার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, অর্থাৎ সোভিয়েত রাষ্ট্রই হল একমাত্র রাষ্ট্র যা জাতি সমস্যার মোকাবিলা ও সমাধান করতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে নিপীড়িত বা শাসক জাতিসত্তা নেই; জাতি নিপীড়নের অবসান হয়েছে। কিন্তু পূর্বের বুর্জোয়া ব্যবস্থার উত্তরাধিকার হিসাবে বেশী সভ্য ও তুলনায় কম সভ্য জাতিসত্তাগুলির মধ্যে যে বাস্তব বৈষম্য (সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক) রয়ে গেছে তার ফলে জাতি সমস্যা যে আকার নিয়েছে তাতে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেগুলির দ্বারা অনগ্রসর জাতিসত্তাগুলির মেহনতী জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটবে এবং যাতে

তারা বেশী অগ্রসর কেন্দ্রীয়—শ্রমিকশ্রেণীর—রাশিয়ার সমকক্ষ হতে পারে। জাতি সমস্যার উপর আমি যে থিসিস পেশ করেছি তার তৃতীয় অংশে যে বাস্তব প্রস্তাবগুলি রয়েছে সেগুলি এই সূত্র থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। (প্রশংসা ধ্বনি)

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের ঘোষণা

সোভিয়েত রিপাবলিকগুলি গঠিত হওয়ার পর দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে : পুঁজিবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবির।

সেখানে, পুঁজিবাদী শিবিরে, আমরা দেখছি জাতীয় বিদ্বেষ ও অসাম্য, ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতি নিপীড়ন ও উৎসাদন, সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা ও যুদ্ধ।

এখানে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে, আমরা পাচ্ছি পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সাম্য, জনসমাজগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা।

পুঁজিবাদী দুনিয়া যুগ যুগ ধরে জনসমাজের স্বাধীন বিকাশের সঙ্গে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণব্যবস্থা সংযুক্ত করে জাতি সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা করেছে তা ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীত দিকে জাতি বিরোধের সূত্রগুলিতে আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে ও পুঁজিবাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। বুর্জোয়া শ্রেণী প্রমাণ করেছে যে বিভিন্ন জনসমাজগুলির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির কাজে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম।

একমাত্র সোভিয়েত শিবিরে, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে, যার পাশে জনগণের অধিকাংশ জমায়েত হয়েছে, জাতি নিপীড়ন ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করা, পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা ও জনসমাজগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তি সৃষ্টি করা সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

একমাত্র এই অবস্থার জন্যই সোভিয়েত রিপাবলিকগুলি দেশী ও বিদেশী সমেত দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল; একমাত্র এই অবস্থার জন্যই তারা গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে পেরেছিল, তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল ও শান্তিপূর্ণ গঠনকার্য আরম্ভ করতে পেরেছিল।

কিন্তু যুদ্ধের বছরগুলি তাদের দাগ রেখে গেছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া শস্যের ক্ষেত, অকেজো কারখানা, বিধ্বস্ত উৎপাদিকা শক্তি ও নিঃশেষিত অর্থনৈতিক সম্পদ—যুদ্ধের এই উত্তরাধিকারের ফলে আলাদা আলাদা রিপাবলিকের একক চেষ্টা তাদের অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। রিপাবলিকগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা ও নতুন আক্রমণের বিপদের সম্ভাবনায় পুঁজিবাদী অবরোধের সামনে সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির যুক্তফ্রন্ট গঠন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শেষ কথা, সোভিয়েত সরকার শ্রেণী প্রকৃতির দিক থেকে আন্তর্জাতিক এবং তার সাংগঠনিক চরিত্রই সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির মেহনতী জনগণকে এক সমাজতান্ত্রিক পরিবার হিসাবে সম্মিলিত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই সমস্ত অবস্থার জন্য সোভিয়েত রিপাবলিকগুলিকে সম্মিলিত করে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে যা বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারবে ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জনসমাজগুলির অবাধ জাতীয় বিকাশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির জনগণ, যাঁরা সম্প্রতি তাঁদের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে মিলিত হয়েছিলেন এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির একটি ইউনিয়ন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ইচ্ছা এই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে এই ইউনিয়ন (যুক্তরাষ্ট্র) হবে সমমর্যাদাসম্পন্ন জনসমাজগুলির স্বেচ্ছামূলক সংযোগ; এখানে প্রত্যেক রিপাবলিকের (সাধারণতন্ত্রের) যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার থাকবে, বর্তমানে যে সব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রিপাবলিক আছে বা ভবিষ্যতে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের প্রত্যেকেরই এই ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার অধিকার থাকবে, নতুন যুক্তরাষ্ট্রে নিজেকে, ১৯১৭ সালের অক্টোবরে জনসমাজগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সেই ভিত্তির উপযুক্ত শীর্ষ সংগঠন বলে প্রমাণিত করবে; এটি বিশ্ব-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রতিরোধ-প্রাচীর হিসাবে কাজ করবে; এবং দুনিয়ার শ্রমিকদের একটি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে সংগঠিত করার দিকে এক নতুন ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করবে।

দুনিয়ার সামনে এই কথা প্রচার করে এবং আমরা যে সব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছি সেই সব রিপাবলিকের গঠনতন্ত্রসম্মত সরকারের ভিত্তির দৃঢ়তা গুরুত্বসহকারে ঘোষণা করে, এই সব রিপাবলিকগুলির প্রতিনিধি হিসাবে আমরা যে নির্দেশ পেয়েছি তদনুযায়ী আমরা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকগুলির একটি ইউনিয়ন গঠনের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

পার্টি ও রাষ্ট্রের বিকাশে জাতীয় উপাদান

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব, এপ্রিল ১৯২৩।

এক

১। বহু আগেই এমনকি গত শতাব্দীতে পুঁজিবাদের বিকাশে উৎপাদন ও বিনিময়কে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় বিচ্ছিন্নতা দূর করা, জাতিগুলিকে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসা এবং ক্রমশ বিরাট ভূভাগগুলিকে মিলিত করে একটি সংযুক্ত এলাকায় পরিণত করার দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। পুঁজিবাদের আরও উন্নতি, দুনিয়া জোড়া বাজারের উদ্ভব, বিরাট রেলপথ ও সমুদ্রপথগুলির উন্নতি, পুঁজির রপ্তানী ইত্যাদি ঐ ঝোঁক আরও বাড়িয়ে তুলেছিল এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও দুনিয়াময় পারস্পরিক নির্ভরতা থেকে যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল তার দ্বারা সবরকমের জনসমাজকে আবদ্ধ করেছিল। যে হেতু এই প্রক্রিয়াতে উৎপাদিকা শক্তিগুলির একটি বিরাট বিকাশ প্রতিফলিত হয়েছিল, যেহেতু এটি জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্ন জনসমাজের স্বার্থের বিরোধ দূর করতে সাহায্য করেছিল সেই হেতু এটি অতীতের ও বর্তমান সময়ের একটি প্রগতিশীল শক্তি, কেননা এটি ভবিষ্যতের বিশ্বসমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়গত অবস্থা সৃষ্টি করছে।

২। কিন্তু এই ঝোঁক যে সব বিশেষ আকারে আত্মপ্রকাশ করছিল সেগুলি এর অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জনসমাজগুলির (জাতিগুলির) পারস্পরিক নির্ভরতা ও ভূভাগগুলির অর্থনৈতিক সংযুক্তি পুঁজিবাদের বিকাশে সমমর্যাদাসম্পন্ন জনসমাজগুলির সহযোগিতার ফলে সৃষ্টি হয়নি, কতকগুলি জনসমাজ (জাতি) অপর কতকগুলি জনসমাজকে (জাতিকে) পদানত করার মধ্য দিয়ে, উন্নততর জাতিগুলির দ্বারা তুলনায় অনগ্রসর জাতিগুলির নিপীড়ন ও শোষণের মধ্য দিয়ে এর সৃষ্টি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন ও সংযুক্তি, জাতি নিপীড়ন ও বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও স্বৈরাচারী শাসন, ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও জাতিগত বৈষম্য এবং সর্বশেষ, "অসভ্য" জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব করার জন্য "সভ্য" জাতিগুলির মধ্যে লড়াই—এই সব আকারে জনসমাজগুলির (জাতিগুলির) অর্থনৈতিক সংযুক্তির প্রক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।

এই কারণে আমরা দেখতে পাই সংযুক্তির ঝোঁকের পাশাপাশি, সংযুক্তীকরণের জন্য বলপ্রয়োগের পদ্ধতির ধ্বংস করার ঝোঁকও প্রকাশ পেয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে নিপীড়িত উপনিবেশ ও পদানত জাতিসত্তাগুলির মুক্তির সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল। যেহেতু এই শেষোক্ত ঝোঁকের অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে সংযুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ও যেহেতু এই ঝোঁকে সহযোগিতার ভিত্তিতে জনসমাজগুলির (জাতিগুলির) স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির দাবী প্রকাশ পেয়েছিল সেইহেতু এটি অতীতে ছিল এবং এখনও একটি প্রগতিশীল ঝোঁক, কেন না এটি ভবিষ্যতের বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করছে।

৩। এই দুটি প্রধান ঝোঁকের মধ্যেকার বিরোধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক আকারে প্রকাশ পেয়েছে এবং বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তার নিদর্শনে ভর্তি। এই ঝোঁক দুটির দ্বন্দ্বের কোন সমাধান পুঁজিবাদী বিকাশের কাঠামোতে সম্ভব নয়, বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির অন্তর্নিহিত শিথিলতা ও আঙ্গিক অস্থায়িত্বের মূল কারণ এই। এই সব রাষ্ট্রের মধ্যে অনিবার্য বিরোধ ও অনিবার্য যুদ্ধ; পুরানো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ভাঙন ও নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব; উপনিবেশ দখলের নতুন চেষ্টা এবং আবার বহুজাতিক রাষ্ট্রের ভাঙন ও তার ফলে দুনিয়ার রাজনৈতিক ম্যাপের নতুন বিন্যাস—এই সব হল এই মৌল দ্বন্দ্বের ফল। একদিকে পুরানো রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্কের ভাঙন ও অন্যদিকে ঔপনিবেশিক দখলদার রাষ্ট্রগুলির যেমন গ্রেট-ব্রিটেনের ও পুরানো জার্মানীর ইতিহাস; এবং সবশেষে "মহান" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ঔপনিবেশিক ও অ-সার্বভৌম জনসমাজগুলির বৈপ্লবিক অন্দোলনের বিকাশ—এই সব ও এগুলির মতো আরও সব ঘটনা থেকে বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্থায়িত্ব ও শিথিলতা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়।

সুতরাং জনসমাজগুলির অর্থনৈতিক সংযুক্তির প্রক্রিয়া ও এই সংযুক্তি-সাধনের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির মধ্যে অনতিক্রম্য দ্বন্দ্বের জন্য বুর্জোয়ারা জাতিসমস্যার সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে বার করতে অক্ষম হয়েছে ও অসহায় বোধ করেছে।

৪। আমাদের পার্টি এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে জাতিগুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জনসমাজগুলির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বের অধিকারকে জাতি সমস্যার সম্পর্কিত নীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। পার্টির প্রথম সময় থেকেই, ১৮৯৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসে, যখন

পুঁজিবাদের সঙ্গে জাতিসমস্যার দ্বন্দ্ব পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত হয়নি তখনই পার্টি জাতিগুলির এই অচ্ছেদ্য অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। পরবর্তী সময়ে পার্টি তার জাতি সম্পর্কিত কার্যসূচী অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত সমস্ত কংগ্রেসে ও কনফারেন্সে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে ও প্রস্তাবে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও এই প্রশ্নে উপনিবেশগুলিতে যে বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি মাত্র জাতিসমস্যার বিষয়ে পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ নতুন করে প্রমাণ করেছিল। এই সিদ্ধান্তগুলির বিষয় হল: (ক) জাতিসত্তাগুলি সম্পর্কে সব রকমের জোর জবরদস্তি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা (খ) জনসমাজগুলির নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার সমান ও সার্বভৌম অধিকার মেনে নেওয়া (গ) এই তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়া যে একমাত্র জনসমাজগুলির সহযোগিতা ও সম্মতির ভিত্তিতেই তাদের স্থায়ী সংযুক্তি সম্ভব (ঘ) এই সত্য ঘোষণা করা যে কেবলমাত্র পুঁজির ক্ষমতা উচ্ছেদ করেই এ-রকম সংযুক্তীকরণ সম্ভব।

জারতন্ত্রের খোলাখুলি দমন-নীতি এবং মেনশেভিক ও স্যোস্যালিস্ট রেভলিউশনারীদের উৎসাহশূন্য আধা সাম্রাজ্যবাদী নীতি, উভয়ের বিরুদ্ধে, আমাদের পার্টি তার কাজে জাতীয় মুক্তিসাধনের এই কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যেতে কখনই ধৈর্য হারায়নি। যেখানে জারের রুশীয়করণের নীতির পুরানো রাশিয়ার জাতিসমূহের সঙ্গে জারতন্ত্রের মধ্যে বিরাট ফারাক সৃষ্টি করেছিল; যেখানে মেনশেভিক ও স্যোস্যালিস্ট রেভলিউশনারীদের আধা-সাম্রাজ্যবাদীনীতি এই জাতিসমূহের সবচেয়ে ভাল অংশকে কেরেনেস্কিবাদ পরিত্যাগ করতে প্রবুদ্ধ করেছিল, সেখানে পার্টি মুক্তি-সাধনের যে নীতি অনুসরণ করেছিল তার জন্য জারতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী রুশীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রামে, এই জাতিসমূহের ব্যাপক জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন পার্টি লাভ করেছিল। কোন সন্দেহ নেই, যে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলি অক্টোবর বিপ্লবে আমাদের পার্টির জয় নির্ধারণ করেছিল, এই সহানুভূতি ও সমর্থন তাদের অন্যতম।

৫। অক্টোবর বিপ্লব জাতিসমস্যা সম্পর্কে আমাদের পার্টির সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিল ও তাকে বাস্তবে পরিণত করেছিল। জাতি নিপীড়নের জন্য প্রধানত যারা দায়ী সেই জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে ও শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে অক্টোবর বিপ্লব এক আঘাতে জাতি-নিপীড়নের শৃংখল চূর্ণ করে

ফেলেছিল, জনসমাজগুলির মধ্যেকার পুরানো সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছিল, জাতিগত শত্রুতার কারণ দূর করেছিল, জনসমাজগুলির মধ্যে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করেছিল এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি শুধু রাশিয়ার নয় ইউরোপ ও এশিয়াতে অন্যান্য জাতিসত্তার শ্রমিক শ্রেণীর আস্থা সৃষ্টি করেছিল। এটা দেখাবার কোন দরকার নেই যে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যদি এই রকম আস্থাভাজন না হত তাহলে তাদের পক্ষে কোলচাক ও ডেনিকিনকে, য়ুডেনিচ্ ও র‍্যাঙ্গেলকে পরাজিত করা সম্ভব হত না। অন্যদিকে, এতেও কোন সন্দেহ নেই যে রাশিয়ায় কেন্দ্রে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে নিপীড়িত জাতি-সত্তাগুলি মুক্তিলাভ করতে পারত না। যতদিন পুঁজির শাসন বজায় থাকবে, যতদিন আগেকার "সার্বভৌম" জাতিগুলির পেটি বুর্জোয়ারা ও বিশেষত কৃষক শ্রেণী, যারা জাতিগত সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, পুঁজিবাদীদের অনুগামী থাকবে ততদিন জাতিগত শত্রুতা ও জাতিগত বিরোধ অপরিহার্য; এবং বিপরীত দিকে যখন কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া স্তরগুলি শ্রমিকশ্রেণীর অনুগামী হয়, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জাতীয় শান্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে বলে ধরা যায়। এই জন্য সোভিয়েতগুলির সাফল্য ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিতে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে জনসমাজ-গুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা গড়ে তোলা যায়।

৬। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের ফল শুধু জাতি নিপীড়ন দূর করা ও জনসমাজ-গুলির সংযুক্তির ভিত্তি সৃষ্টি করার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। অক্টোবর বিপ্লব তার বিকাশের মধ্য দিয়ে এই সংযুক্তির আকার গড়ে তুলেছিল এবং একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে জনসমাজগুলিকে মিশিয়ে নেওয়ার প্রধান রাস্তাগুলিও ঠিক করেছিল। বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে যখন জাতিসত্তাগুলির মেহনতী জনগণ প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে তারা এক একটা স্বতন্ত্র জাতি, যখন পর্যন্ত বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বাস্তব বিপদ হয়ে ওঠেনি, ততদিন জনসমাজগুলির মধ্যে সহযোগিতা কোন সম্পূর্ণ ও নির্দিষ্ট আকার নেয়নি। গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অধ্যায়ে যখন রিপাবলিকগুলিতে সামরিক প্রতিরক্ষার গুরুত্বই প্রধান হয়ে পড়েছিল ও অর্থ-নৈতিক গঠনের বিষয় বিবেচিত হয়নি, তখন সহযোগিতার আকার হল সামরিক মৈত্রী। সবশেষে যুদ্ধোত্তর কালে যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত উৎপাদিকা শক্তি-গুলির পুনরুজ্জীবনের কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়াল তখন সামরিক মৈত্রীর সঙ্গে অর্থনৈতিক মৈত্রীও প্রতিষ্ঠিত হল। জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির (রিপাবলিক-

গুলির) সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির ইউনিয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি হল সহযোগিতার রূপের বিকাশের চূড়ান্ত স্তর; এই স্তরে সংযুক্তির অর্থ দাঁড়িয়েছে একটি বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যে জনসমাজগুলির সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংযুক্তি।

এইভাবে, সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী জাতিসমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি পেয়েছে, সমান জাতীয় মর্যাদা ও স্বেচ্ছামূলক সম্মতির ভিত্তিতে স্থায়ী বহুজাতিক রাষ্ট্র সংগঠিত করার পথ দেখতে পেয়েছে।

৭। কিন্তু জাতি সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি পাওয়া গেছে—এই ঘটনার অর্থ এই নয় যে এই সমস্যার সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেছে বা এই সমাধান নির্দিষ্টভাবে, ব্যাপক আকারে বাস্তবে প্রয়োগ করা গেছে। অক্টোবর বিপ্লব জাতিসমস্যার ক্ষেত্রে যে কার্যসূচী সামনে রেখেছে তাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করতে গেলে জাতি নিপীড়নের যুগ থেকে যে বাধাগুলিকে আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি সেগুলি অতিক্রম করতে হবে; এই বাধাগুলি এমন যে এক ধাক্কায় বা খুব অল্প সময়ে এগুলি সরিয়ে দেওয়া যায় না।

এই উত্তরাধিকারের প্রথম বিষয় হল বৃহৎ শক্তিসুলভ উগ্রজাতীয়তার অবশেষ যার মধ্যে গ্রেট-রাশিয়ানদের আগেকার বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। আমাদের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সোভিয়েত আমলাদের মধ্যে এই অবশেষগুলি এখনও রয়েছে; আমাদের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এগুলির বৃদ্ধি ঘটছে; নতুন অর্থনৈতিক পলিসি (NEP)-তে "নতুন" স্মেনোভেখ গ্রেট-রাশিয়ান উগ্রজাতীয়তাবাদী মনোভাব বাড়িয়ে তোলার যে ঝোঁক রয়েছে তার ফলে এগুলি পুষ্ট হচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে এগুলি প্রকাশ পায় জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির প্রয়োজন সম্পর্কে রুশ সোভিয়েত আমলাদের উদ্ধত, অবজ্ঞাপূর্ণ ও হৃদয়হীন আমলতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ থেকে এই সব অবশেষগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে চিরকালের জন্য দূর করতে পারলে তবেই আমাদের বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্র যথার্থভাবে স্থায়ী হতে পারে ও এর অন্তর্ভুক্ত জনসমাজগুলির মধ্যে সহযোগিতা বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে। কতকগুলি জাতীয় সাধারণতন্ত্রে (ইউক্রেন, হোয়াইট রাশিয়া, আজারবাইজান ও তুর্কীস্তান) জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে এসব জায়গায় সোভিয়েত সরকারের প্রধান সহায় শ্রমিকশ্রেণীর একটা বড় অংশ জাতিগতভাবে গ্রেট-রাশিয়ান। এই সব

জিলাগুলিতে সহর ও গ্রামদেশের মধ্যে মৈত্রী, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী—এ সবই পার্টি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গ্রেট-রাশিয়ান উগ্রজাতীয়তার যে অবশেষ রয়ে গেছে তার দ্বারা প্রবল বাধা পাচ্ছে। এই অবস্থাতে রুশ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতার কথা বলা ও অনগ্রসর জনসমাজগুলির (ইউক্রেন, আজরবাইজান, উজবেক, কিরঘিজ ইত্যাদি) সংস্কৃতির উপর শ্রেষ্ঠতর রুশসংস্কৃতির প্রাধান্য অনিবার্য, এই তত্ত্ব উপস্থিত করা গ্রেট-রাশিয়ান জাতিসত্তার প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং আমাদের পার্টির আশু কর্তব্য হচ্ছে গ্রেট-রাশিয়ান উগ্রজাতীয়তার অবশেষের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম আরম্ভ করা।

এই উত্তরাধিকারের দ্বিতীয় বিষয় হল সাধারণতন্ত্রগুলির যুক্তরাষ্ট্রে (Union of Republics) জাতিসত্তাগুলির বাস্তব অসাম্য, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য। অক্টোবর বিপ্লবে জাতিগুলির আইনগত সমান মর্যাদা অর্জন একটি বিরাট সাফল্য কিন্তু শুধু এর দ্বারা জাতিসমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। কয়েকটি রিপাবলিক (সাধারণতন্ত্র) ও জনসমাজ পুঁজিবাদের স্তর এখনও অতিক্রম করেনি বা এই স্তরে সদ্য প্রবেশ করেছে, তাদের নিজেদের কোন মজুরশ্রেণী আদৌ নেই বা সামান্য সংখ্যায় আছে এবং এইজন্য তারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর; সমান জাতীয় মর্যাদার জন্য এরা যে সব অধিকার ও সুযোগ পেয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো এদের পক্ষে সম্ভব নয়; বাইরের থেকে দীর্ঘদিন ধরে সাহায্য না পেলে তাদের পক্ষে বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছানো ও অগ্রসর জাতিসত্তাগুলির সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। এই বাস্তব অসাম্যের কারণ শুধু এই জনসমাজগুলির ইতিহাসের মধ্যে নিবদ্ধ নয়; জারতন্ত্র ও রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী শিল্পোন্নত কেন্দ্রীয় জেলাগুলি কর্তৃক শোষণের জন্য প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিকে শুধু কাঁচামাল জোগাবার এলাকায় পরিণত করার যে নীতি অনুসরণ করে এসেছিল সেই নীতিও এর একটি কারণ। এই অসাম্য অল্প সময়ে দূর করা, দুই এক বছরের মধ্যে এই উত্তরাধিকার বিলোপ করা অসম্ভব। আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেসে ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে "বাস্তব অসাম্য দূর করতে গেলে জাতি নিপীড়ন ও ঔপনিবেশিক দাসত্বের সময় থেকে টিকে যাওয়া সমস্ত অংশগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ও অবিচল সংগ্রামের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।" কিন্তু যে কোন উপায়েই হোক এগুলিকে দূর করতেই হবে। এবং এগুলিকে দূর করা যেতে পারে কেবলমাত্র যদি রুশ শ্রমিকশ্রেণী ইউনিয়নের অনগ্রসর জনসমাজগুলিকে তাদের অর্থ-

নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বাস্তব ও দীর্ঘস্থায়ী সাহায্য করে। এই সাহায্য হবে প্রথমত ও প্রধানত আগেকার নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির রিপাবলিকসমূহে শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এগুলির পরিচালনায় যতদূর সম্ভব স্থানীয় জনসমাজকে কাজে লাগাতে হবে। সবশেষে, দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নতুন অর্থনৈতিক পলিসির মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিকারী স্থানীয় ও বহিরাগত শোষণকারী উপরের স্তরগুলির বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে একই সময়ে এবং তাদের সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করার জন্য এই সাহায্য দিতে হবে। যেহেতু এই সাধারণতন্ত্রগুলি (রিপাবলিকস্) হল প্রধানত কৃষি এলাকা, সেজন্য অভ্যন্তরীণ সামাজিক ব্যবস্থাগুলি প্রথমত ও প্রধানত রাষ্ট্রীয় সংরক্ষিত এলাকা থেকে মেহনতী জনগণকে জমি বিলি করার পথ গ্রহণ করবে। এ না হলে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জনসমাজগুলির যথাযথ ও স্থায়ী সহযোগিতা আশা করার কোন ভিত্তি থাকবে না। অতএব আমাদের পার্টির দ্বিতীয় আশু কর্তব্য হল জাতিসত্তাগুলির বাস্তব অসাম্য দূর করার চেষ্টা করা ও পশ্চাৎপদ জনসমাজগুলির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের চেষ্টা করা।

এই উত্তরাধিকারের শেষ বিষয় হল কতকগুলি জনসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এখনও কিছুটা রয়ে গেছে; এই জনসমাজগুলি জাতি নিপীড়নের দুর্বহ ভার বহন করেছে এবং এখনও পুরানো জাতিগত বিরোধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। এই উদ্‌বর্তনগুলির বাস্তব প্রকাশ দেখা যায় রুশীয়দের প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে পূর্বেকার নিপীড়িত জনসমাজগুলির এক ধরনের দূরে সরে থাকা ও আস্থার অভাবের মধ্যে। তবে যে সব সাধারণতন্ত্রের জনসমাজ অনেকগুলি জাতি-সত্তা নিয়ে গঠিত, সেখানে এই আত্মরক্ষামূলক জাতীয়তাবোধ প্রায়ই উগ্র-জাতীয়তাবোধে পরিণত হয়, রিপাবলিকে অন্তর্ভুক্ত দুর্বলতর জাতি সত্তাগুলির বিরুদ্ধে প্রবলতর জাতিসত্তাগুলির উগ্রজাতীয়তাবোধে পরিণত হয়। (জর্জিয়াতে) আর্মেনীয়, ওসেৎস, আজারবাইজানীয়দেরও আবখাসিয়ানদের বিরুদ্ধে জর্জীয়দের উগ্রজাতীয়তা (আজারবাইজানে) আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে আজারবাইজানীয়দের উগ্রজাতীয়তা; (বোখারা ও খোরজেমে) তুর্কমেন ও কিরঘিজদের বিরুদ্ধে উজবেকীদের উগ্রজাতীয়তা, আর্মেনীয় উগ্রজাতীয়তা ইত্যাদি—নতুন অর্থনৈতিক পলিসি ও প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রশ্রয়-পুষ্ট এইসব ধরণের উগ্রজাতীয়তা অত্যন্ত ক্ষতিকর; এর থেকে কতকগুলি জাতীয় সাধারণতন্ত্রে কলহ ও বিবাদের আশঙ্কা

সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা না বললেও চলে যে এইসব কারণগুলি জনসমাজগুলিকে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে মিলিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। গ্রেট-রাশিয়ান উগ্র-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একটা বিশেষ উপায় হিসাবে যখন জাতীয়তা-বাদের কিছু অবশেষ থেকে যাচ্ছে তখন এটি উচ্ছেদ করার নিশ্চিত উপায় হল গ্রেট-রাশিয়ান উগ্রজাতীয়তার বিরুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম আরম্ভ করা। কিন্তু যখন এই ঝোঁকগুলি কোন কোন রিপাবলিকে দুর্বল জাতীয় সমাজগুলির বিরুদ্ধে স্থানীয় উগ্রতার আকার নেয় তখন পার্টি সদস্যদের কর্তব্য হল এই সব ঝোঁকের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম করা। সুতরাং আমাদের পার্টির তৃতীয় আশু কর্তব্য হল জাতীয়তাবাদের অবশেষগুলির বিরুদ্ধে বিশেষত উগ্রজাতীয়তাবাদের আকারের অবশেষগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

৮। কেন্দ্রে ও অঞ্চলগুলিতে বহু সোভিয়েত আমলা আছেন যাঁরা রিপাব-লিকগুলির ইউনিয়নকে জাতীয় রিপাবলিকগুলির স্বাধীন বিকাশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত সমকক্ষ রাজনৈতিক এককগুলির মৈত্রী হিসাবে দেখেন না, বরং তারা মনে করেন এটি হল এই সব রিপাবলিকগুলি উচ্ছেদের দিকে একটি পদক্ষেপ এবং "এক ও অবিভাজ্য" সংগঠন সৃষ্টির সূচনা। এই ঘটনাকে আমরা নিশ্চয়ই অতীতের উত্তরাধিকারের অন্যতম স্পষ্ট প্রকাশ বলে গণ্য করব।

তেমনই, আর, এস, এফ, এস, আর-এর কতকগুলি দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট) স্ব-শাসিত রিপাবলিকগুলির স্বতন্ত্র কমিসারিয়েটগুলিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসা ও তাদের বিলাপের পথ্য তৈরী করার জন্য যে চেষ্টা করছেন সেই চেষ্টাকেও অতীতের উত্তরাধিকারের আর একটি অনুরূপ ফল বলে আমরা নিশ্চয়ই মনে করব।

কংগ্রেস এই ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করছে, জাতীয় রিপাবলিকগুলির অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন উন্নতির নিঃশর্ত প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করছে এবং পার্টি সদস্যদের সতর্ক নজর রাখবার নির্দেশ দিচ্ছে যাতে সাধা-রণতন্ত্রগুলির সংযোজনকে ও কমিসারিয়েটগুলির সংযুক্তিকে উগ্রজাতীয়তাবোধ-সম্পন্ন সোভিয়েত আমলারা জাতীয় রিপাবলিকগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন অগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টার আবরণ হিসাবে ব্যবহার না করতে পারে। কমিসারিয়েটগুলির সংযুক্তি সোভিয়েত কাঠামোর একটা পরীক্ষা; এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যদি কার্যক্ষেত্রে বৃহৎশক্তি সুলভ ঝোঁক সৃষ্টি করে তাহলে পার্টিকে এই বিকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এমন কি

যতদিন সোভিয়েত কাঠামোকে এমনভাবে পুনরায় না শিক্ষিত করে তোলা যায় যাতে ছোট ও পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাগুলির প্রয়োজনের দিকে এটা যথার্থ শ্রমিক-শ্রেণী সুলভ ও যথার্থ বন্ধুত্বপূর্ণ নজর দেবে ততদিন কতকগুলি কমিসারিয়েটের সংযুক্তি বাতিল করে দেওয়ার প্রশ্ন হতে পারে।

৯। প্রত্যেকটি রিপাবলিকের শ্রমিক ও কৃষকদের সমমর্যাদা ও স্বেচ্ছামূলক সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকগুলির ইউনিয়ন হল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করবার প্রথম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ও ভবিষ্যতের বিশ্ব সোভিয়েত শ্রমিক সাধারণতন্ত্র (world Soviet Labour Republic) প্রতিষ্ঠার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। যেহেতু রিপাবলিকগুলির ইউনিয়ন জনসমাজগুলির সহাবস্থানের একটি নতুন রূপ, একটি রাষ্ট্র সংযোগের (Confederate state) জনসমাজগুলির সহযোগিতার নতুন রূপ যেখানে উপরোক্ত উত্তরাধিকারের অবশেষগুলিকে জনসমাজগুলির সহযোগিতা-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত করতে হবে সেইজন্য ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংগঠন-গুলি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে তার মধ্যে ইউনিয়নভুক্ত সমস্ত জাতিসত্তা-গুলির শুধু সাধারণ প্রয়োজনগুলি প্রতিফলিত হবে না প্রত্যেকটি পৃথক জাতিসত্তার বিশেষ প্রয়োজনও প্রতিফলিত হবে। এই কারণে বর্তমানে জাতিসত্তা নির্বিশেষে ইউনিয়নের সমস্ত মেহনতী জনতার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইউনিয়নের যে সব কেন্দ্রীয় বিভাগ আছে সেগুলি ছাড়া একটি বিশেষ বিভাগ খুলতে হবে যেখানে সমস্ত জাতিসত্তাগুলির সমমর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিনিধি থাকবে। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলির কাঠামো এই রকম হলে জনসমাজগুলির প্রয়োজনের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে, সময় মতো তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া যাবে, সম্পূর্ণ পারস্পরিক আস্থার একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা যাবে এবং এই ভাবে সব চাইতে কম কষ্টে পূর্বেকার উত্তরাধিকার লুপ্ত করা যাবে।

১০। উপরে যা বলা হয়েছে তারি ভিত্তিতে কংগ্রেস পার্টি সদস্যদের কাছে নিম্নোক্ত বাস্তব কার্যসূচী রূপায়িত করার সুপারিশ করছে ঃ

(ক) ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রিপাবলিকগুলির পরস্পরের মধ্যে ও ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রিপাবলিকগুলির সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংগঠনগুলির ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ সংগঠন রাখতে হবে যেটি সমমর্যাদার ভিত্তিতে সমস্ত জাতীয় রিপাবলিকের ও অঞ্চলের

প্রতিনিধিত্ব করবে ; এবং এই সংগঠনে জাতীয় রিপাবলিকগুলির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্বের সম্ভাব্য ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(গ) ইউনিয়নের প্রশাসন দপ্তরগুলি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে রিপাবলিকগুলির প্রতিনিধিরা সেখানে যথার্থই যোগ দিতে পারে ও সেগুলি ইউনিয়নের জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে পারে

(ঘ) রিপাবলিকগুলিকে যথেষ্ট ব্যাপক আর্থিক ক্ষমতা, বিশেষত সরকারী আয়-ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনায়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(ঙ) জাতীয় রিপাবলিকগুলির ও অঞ্চলগুলির দপ্তর পরিচালনার জন্য লোকজন নিতে হবে প্রধানত সংশ্লিষ্ট জনসমাজগুলির ভাষা, সামাজিক জীবন ও রীতি নীতির সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে।

(চ) সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র ও বহিরাগত জনগণ ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলির প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যাতে তাদের ভাষা ব্যবহৃত হয় তার জন্য বিশেষ আইন করতে হবে এবং জাতীয় অধিকার লঙ্ঘন করার বিশেষত সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলির অধিকার লঙ্ঘন করার সমস্ত ঘটনার জন্য বৈপ্লবিক কঠোরতার সঙ্গে শাস্তি দিতে হবে।

(ছ) লাল ফৌজের মধ্যে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জনসমাজগুলির মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করাবার জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে ও রিপাবলিকগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সামরিক ইউনিট গড়ে তোলার জন্যে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। অধিকাংশ জাতীয় রিপাবলিকে যে অবস্থার মধ্যে আমাদের পার্টি সংগঠন গড়ে উঠছে সেই অবস্থা তার বৃদ্ধি ও দৃঢ়তার পক্ষে অনুকূল নয়। এই রিপাবলিকগুলির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত দুর্বলতা, স্থানীয় জনসমাজভুক্ত পুরানো পার্টি কর্মীর সংখ্যাল্পতা এমন কি সম্পূর্ণ অভাব, স্থানীয়ভাষায় উপযুক্ত মার্কসবাদী সাহিত্যের অভাব, পার্টির শিক্ষার কাজের দুর্বলতা, এবং সবশেষে, চরমজাতীয়তাবাদী ধারার অবশেষে (Survival) যা এখনও বিলুপ্ত হয়নি—এই সবের জন্য স্থানীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দেওয়ার ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে ছোট করে দেখার দিকে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি, জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি দেখা দিয়াছে। এই ঘটনা

বহু জাতিসত্তা অধ্যুষিত রিপাবলিকগুলিতে বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে; ঐ সব জায়গায় এটা প্রায়ই প্রবলতার জাতিসত্তার কমিউনিস্টদের মধ্যে দুর্বলতর জাতিসত্তার (জর্জিয়া, আজারবাইজান, বোখারা, খোরজেম) কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে উগ্রজাতীয়তার দিকে বিচ্যুতির আকার নিচ্ছে। জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি বিপজ্জনক কেন না, এর দ্বারা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শগত প্রভাব থেকে জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি বাধা পায় ও তার ফলে বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকশ্রেণীকে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে গ্রথিত করার কাজ ব্যাহত হয়।

২। অন্যদিকে, পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলিতে ও জাতীয় রিপাবলিকগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে জন্মসূত্রে রুশীয় পুরানো পার্টিসদস্যের সংখ্যাধিক্য রয়েছে; এরা এই সমস্ত রিপাবলিকের মেহনতী জনগণের রীতিনীতি ও ভাষার সঙ্গে অপরিচিত এবং এই কারণে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে এরা সব সময় মনোযোগ দেয় না; এর ফলে আমাদের পার্টিতে এক বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে যাতে পার্টির কাজে নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ও জাতীয় ভাষাকে ছোট করে দেখা হয়, এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ গ্রেটরাশিয়ান উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। এই বিচ্যুতি অনিষ্টকর শুধু এই কারণে নয় যে এটি স্থানীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় অধিবাসীদের ক্যাডার তৈরীর পথে বাধা দেওয়াতে, জাতীয় রিপাবলিকগুলির শ্রমিকজনতার থেকে পার্টির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ দেখা দেয়; অধিকন্তু, এবং প্রধানত এই কারণেও যে একটি জাতীয়তাবাদের দিকে উপরোক্ত ধরনের বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেয় ও পুষ্ট করে এবং এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাধা দেয়।

৩। এই দুই ধরনের বিচ্যুতিকেই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলে নিন্দা করে এবং বিশেষ করে গ্রেটরুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে কংগ্রেস আমাদের পার্টির বিকাশের মধ্য থেকে অতীতের এইসব উপাদানের অবসান ঘটাবার জন্য পার্টির নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নিম্নোক্ত বাস্তব ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিচ্ছে:

(ক) জাতীয় রিপাবলিকগুলিতে পার্টি কর্মীদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের মার্কসবাদী পাঠচক্র স্থাপন করা।

(খ) স্থানীয় ভাষায় লেখা মূল মার্কসবাদীনীতি সম্বলিত সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা।

(গ) অঞ্চলগুলিতে প্রাচ্যজনগণের বিশ্ববিদ্যালয়কে দৃঢ় করা।

(ঘ) স্থানীয় কর্মীদের ভিতর থেকে নিয়ে জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য শিক্ষকমণ্ডলী গঠন করা।

(ঙ) স্থানীয় ভাষায় গণপার্টিসাহিত্য সৃষ্টি করা।

(চ) রিপাবলিকগুলিতে শিক্ষার কাজ জোরদার করা।

(ছ) রিপাবলিকগুলিতে যুবকদের মধ্যে কাজ জোরদার করা।

৪। স্বশাসিত (অটোনমাস) ও স্বাধীন রিপাবলিকগুলিতে ও সাধারণভাবে প্রাচ্যীয় অঞ্চলগুলিতে দায়িত্বশীল পার্টিকর্মীদের কাজের (আলাদা আলাদা রিপাবলিকগুলির মেহনতী জনতার সঙ্গে ইউনিয়নের বাকী অংশের মেহনতী জনতার যোগসূত্র উপলব্ধিতে) গুরুত্ব বিবেচনা করে কংগ্রেস বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই সব কর্মী নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির উপর দায়িত্ব দিচ্ছে যাতে তার পক্ষে জাতি সমস্যার উপর পার্টির সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি কার্যকর করার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়।

জাতিগত প্রশ্নে বিচ্যুতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসের প্রদত্ত রিপোর্টের অংশ

পার্টির মধ্যে জাতিগত প্রশ্নে যে বিচ্যুতি আছে তার কথা না বললে পার্টির মধ্যে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি বলছি প্রথমত গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি, দ্বিতীয়ত স্থানীয় জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতিগুলি "বামপন্থী" বা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির মতো অত স্পষ্ট নয় বা স্থায়ী নয়। এগুলিকে বলা যেতে পারে লতিয়ে যাওয়া বিচ্যুতি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এগুলির অস্তিত্ব নেই। এগুলি নিশ্চয়ই আছে এবং আরও বড় কথা, এগুলি বাড়ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এই কারণে যে তীব্রতর শ্রেণীসংগ্রামের সাধারণ পরিবেশে জাতীয় সংঘর্ষ কিছুটা বাড়তে বাধ্য এবং পার্টির মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং আমাদের এই সব বিচ্যুতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে ও সেগুলিকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিতে হবে।

আমাদের বর্তমান সময়ে গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির স্বরূপ কি ?

গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির সার হল ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরনে জাতিগত বিভিন্নতা অস্বীকার করার চেষ্টা; জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলি (রিপাবলিক) ও অঞ্চলগুলি বিলোপের রাস্তা তৈরী করার চেষ্টা; জাতিগত সাম্যের নীতিকে দুর্বল করার ও শাসনযন্ত্র, সংবাদপত্র, স্কুল ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাভাবিক করার পার্টি নীতিকে হেয় করার চেষ্টা।

যাদের এই ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে তারা এই রকম যুক্তি দিয়ে সুরু করে: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে জাতিগুলি সব মিশে এক হয়ে যাওয়া উচিত: তাদের জাতীয় ভাষাগুলি একটি সাধারণ ভাষায় পরিণত হওয়া উচিত; কাজেই জাতীয় পার্থক্য বিলোপের ও আগেকার নিপীড়িত জাতিগুলির সংস্কৃতির বিকাশকে পুষ্ট করে তোলার নীতি ত্যাগ করার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গে তারা সাধারণত লেনিনের লেখা থেকে ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে কখনও বা সোজাসুজি তার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ও কুৎসা করে লেনিনকে নির্দেশ করে। লেনিন বলেছিলেন সমাজতন্ত্রে জাতিসত্তাগুলির স্বার্থ মিশে এক হয়ে যাবে ; এর থেকে কি এই কথা আসে না যে আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে এখন জাতীয় রিপাবলিকগুলি ও অঞ্চলগুলির বিলোপসাধন করা উচিত? ১৯১৩ সালে তিনি বুন্দপন্থীদের (Bundists) সঙ্গে বিতর্কের সময় বলেছিলেন যে জাতীয়সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হল বুর্জোয়া মূলমন্ত্র ; এর থেকে কি এই কথা আসে না যে আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসমাজগুলির বিভিন্ন সংস্কৃতির অবসান ঘটাবার সময় এসেছে? লেনিন বলেছিলেন সমাজতন্ত্রে জাতি নিপীড়ন ও জাতীয় ব্যবধান বিলুপ্ত হবে ; এর থেকে কি এই কথা আসে না যে আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসমাজগুলির বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করার নীতি ত্যাগ করার ও সেগুলিকে একত্রে মিশিয়ে নেবার নীতি গ্রহণ করার সময় এসেছে? এবং এই রকম আরও সব কথা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে জাতি সম্পর্কিত প্রশ্নে এই বিচ্যুতি, আরও বিশেষ করে যখন এটার উপর আন্তর্জাতিকতার মুখোশ চাপানো হয়েছে ও লেনিনের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সেজন্য এটি সব চাইতে চাতুর্যপূর্ণ এবং সেই কারণে সব চাইতে বিপজ্জনক ধরনের গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদ।

প্রথমত, লেনিন কখনও বলেননি যে সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র বিজয়-লাভ করার আগে, একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জাতীয় পার্থক্য অবশ্যই বিলুপ্ত হবে এবং জাতীয় ভাষাগুলি সংমিশ্রিত হয়ে একটি সাধারণ ভাষায় পরিণত হবে। বরঞ্চ লেনিন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলেছিলেন ; সেটি হল "জনসমাজ ও দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য দুনিয়াময় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও বহু দীর্ঘদিন পর্যন্ত থেকে যাবে।" ("বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃংখলা")। লোকে লেনিনের দোহাই দেবে অথচ তাঁর এই মৌলিক কথাটা ভুলে যাবে এ কেমন করে চলে?

এ কথা ঠিক, একজন ভূতপূর্ব মার্কসবাদী এবং বর্তমানে আদর্শত্যাগী ও সংশোধনবাদী মিঃ কাউট্স্কি যা বলছেন তা লেনিনের প্রদত্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। লেনিনের কথা সত্ত্বেও, তিনি জোর দিয়ে বলছেন গত

শতাব্দীর মাঝামাঝি সংযুক্ত অস্ট্রো-জার্মান রাষ্ট্রে যদি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব জয়ী হত তাহলে তার ফলেই একটি মাত্র সাধারণ জার্মান-ভাষা সৃষ্টি হত ও চেকদের জার্মানকরণ হত; কেন না "একমাত্র অবাধ যোগাযোগের ফলে জার্মানদের সৃষ্ট আধুনিক সংস্কৃতির শক্তি, জোর করে জার্মানকরণ না করেও, পশ্চাৎপদ চেক্ পেটিবুর্জোয়া কৃষক ও মজুরদের জার্মান হিসাবে রূপান্তরিত করতে পারত; কেন না এদের মলিন সংস্কৃতি থেকে তাদের আশা করবার কিছু ছিল না।" (তাঁর "বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব" বইয়ের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা দেখুন।) স্বভাবতই এরকম "ধারণা" কাউট্স্কির সমাজতন্ত্রমার্কা উগ্রজাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায়। প্রাচ্য জনসমাজগুলির বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫ সালে প্রদত্ত আমার বক্তৃতাতে কাউটস্কির এই সব মতবাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু আমরা মার্কসবাদীরা, যারা সুসঙ্গত আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে চাই, কি একজন চরম জার্মান উগ্রজাতীয়তাবাদীর মার্কসবাদবিরোধী বাজে কথার উপর যথার্থ কোন ইতিবাচক তাৎপর্য আরোপ করতে পারি? কার কথা ঠিক, কাউটস্কির না লেনিনের? যদি কাউটস্কির কথা ঠিক হয় তাহলে চেকরা জার্মানদের যত নিকট, তার চাইতে শ্বেতরুশীয় ও ইউক্রেনীয়াদের মনটা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাগুলি গ্রেটরুশীয়দের নিকটতর হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক বিপ্লব জয়লাভ করার ফলে তারা রুশীকৃত না হয়ে বরং স্বতন্ত্র জাতিহিসাবে পুনর্জীবিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে—এই ঘটনার কি ব্যাখ্যা করা যাবে? তুর্কমেন, কিরঘিজ, উজ্‌বেক, তাজিক (জর্জীয়, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয় ইত্যাদিদের কথা ছেড়েই দিলাম) ইত্যাদি জাতিগুলি তাদের অনগ্রসরতা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক বিপ্লব সফল হওয়ার ফলে রুশী-কৃত হওয়ার বদলে স্বতন্ত্র জাতিহিসাবে পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে—এই ঘটনাকেই বা আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করব? এটা কি পরিষ্কার নয় যে আমাদের সুযোগ্য বিপথগামীরা, ভুয়া আন্তর্জাতিকতার পিছনে ছুটতে গিয়ে কাউটস্কিপন্থী সমাজতন্ত্র মার্কা উগ্রজাতীয়তাবাদের খপ্পরে পড়েছেন? এটা কি পরিষ্কার নয় যে একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে, একটি সাধারণ ভাষার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা কার্যত পূর্বতন প্রধান ভাষার অর্থাৎ গ্রেট-রুশীয় ভাষার বিশেষ সুবিধা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন? এর মধ্যে আন্তর্জাতিকতা আসছে কোথায়?

দ্বিতীয়ত, লেনিন কখনও বলেননি জাতিনিপীড়ন বিলোপ করা ও জাতিসত্তাগুলির স্বার্থ মিশিয়ে এক করে ফেলার অর্থ জাতীয় পার্থক্যগুলি বিলোপ করা। আমরা জাতি নিপীড়ন ও জাতিগতভাবে বিশেষ সুবিধা ভোগের অবসান ঘটিয়েছি, জাতীয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা পুরানো অর্থের রাষ্ট্রীয় সীমারেখা লোপ করেছি, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জাতিসত্তাগুলির মধ্যে সীমান্ত চৌকি ও শুল্কের বেড়া দূর করেছি। আমরা সেভিয়েত ইউনিয়নের জন সমাজগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছি। কিন্তু তার মানে কি এই যে এগুলির দ্বারা আমরা জাতীয় পার্থক্য, জাতীয় ভাষা, সংস্কৃতি রীতি নীতি ইত্যাদি সব কিছুরই বিলোপ ঘটিয়েছি? স্পষ্টতই এর মানে তা নয়। কিন্তু যদি জাতীয় পার্থক্য, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটা কি স্পষ্ট নয় যে ইতিহাসের বর্তমান অধ্যায়ে জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি তুলে দেওয়ার দাবী, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বার্থবিরোধী একটি প্রতিক্রিয়াশীল দাবী? আমাদের বিপথগামীরা কি এটা বোঝেন না বর্তমান সময়ে জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি বিলোপ করার অর্থ হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট জনসমাজগুলিকে তাদের নিজ নিজ জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, তাদের স্কুল, আদালত, শাসনযন্ত্র সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলির কাজকর্ম জাতীয় ভাষায় পরিচালিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনে অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা বন্ধ করে দেওয়া? এটা কি স্পষ্ট নয় যে বিপথগামীরা ভুয়া আন্তর্জাতিকতার পিছনে ছুটতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল গ্রেটরুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদীদের খপ্পরে পড়েছেন এবং শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের স্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল কথা যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জনসমাজ, গ্রেট-রুশীয় ও অ-গ্রেটরুশীয় সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য, তা ভুলে গেছেন, সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

তৃতীয়ত, লেনিন কখনও বলেননি যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের মূলমন্ত্র হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল মূলমন্ত্র। বরঞ্চ লেনিন সব সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসমাজগুলিকে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করার সপক্ষে ছিলেন। লেনিনেরই নির্দেশে দশম পার্টি কংগ্রেস জাতিগত প্রশ্নে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল ও গ্রহণ করেছিল তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

"পার্টির কর্তব্য হল গ্রেট রুশীয় ছাড়া অন্যান্য Non-Great Russian জনসমাজগুলির মেহনতী জনগণকে তাদের পুরোগামী কেন্দ্রীয় রাশিয়ার সম-

পর্যায়ে আসার জন্য সাহায্য করা এবং (ক) এই সমস্ত জনসমাজগুলির জাতীয় সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আকারে তাদের নিজস্ব সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও দৃঢ় করতে (খ) তাদের নিজস্ব আদালত, শাসন সংস্থা, অর্থনৈতিক সংগঠন ও প্রশাসন যন্ত্র ইত্যাদির যেগুলির কাজকর্ম স্থানীয় ভাষায় ও স্থানীয় জনগণের ভাবধারা ও আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত হবে সেগুলি গড়ে তুলতে ও দৃঢ় করতে (গ) সংবাদ পত্র, স্কুল, থিয়েটার, ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান যেগুলির কাজকর্ম সাধারণত স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত হবে সেগুলি গড়ে তুলতে এবং (ঘ) স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক ও কারিগরী-শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করা"

এটা কি স্পষ্ট নয় যে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের মূলমন্ত্রের সম্পূর্ণ সপক্ষে ছিলেন ?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বেব সময় জাতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্র অস্বীকার করার অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রেটরুশীয় ছাড়া অন্য জনসমাজগুলির সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রয়োজন অস্বীকার করা, এই সব জনসমাজে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার করা ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের কাছে মানসিক দাসত্বের মধ্যে ফেলে দেওয়া ?

এ কথা ঠিক যে লেনিন বুর্জোয়া প্রাধান্যের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রকে প্রতিক্রিয়াশীল মূলমন্ত্র বলেছেন। কিন্তু, না বলে কোন উপায় ছিল ? বুর্জোয়া প্রাধান্যের আমলে জাতীয় সংস্কৃতি কি ? এই সংস্কৃতি আকারে জাতীয় কিন্তু বস্তুত বুর্জোয়া যার লক্ষ্য হল জনতার মধ্যে জাতীয়তার রোগ জীবাণু সংক্রামিত করে দেওয়া ও বুর্জোয়াদের প্রাধান্য দৃঢ় করা। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে জাতীয় সংস্কৃতি কি ? এই সংস্কৃতি আকারে জাতীয়, বস্তুত সমাজতান্ত্রিক যার লক্ষ্য হল জনতাকে আন্তর্জাতিকতার ভাবধারায় দীক্ষিত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব দৃঢ় করা। মার্কসবাদ ত্যাগ না করলে, কি ভাবে এই দুটি মূলত বিভিন্ন জিনিসকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব ? এটা কি স্পষ্ট নয় যে লেনিন বুর্জোয়া ব্যবস্থায় জাতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেনিন জাতীয় সংস্কৃতির বুর্জোয়া উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তার জাতীয় আকারের বিরুদ্ধে নয় ? এটা মনে করা মূর্খতা যে লেনিন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে অজাতীয় যার কোন নির্দিষ্ট জাতীয় রূপ নেই বলে বিবেচনা করেছিলেন। বুণ্ডপন্থীরা অবশ্য এক সময়ে এই

সব নির্বোধ মন্তব্য লেনিনের বলে চালিয়েছিল। কিন্তু লেনিনের লেখা থেকে আমরা দেখতে পাই তিনি জোরের সঙ্গে এই সব মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করেছিলেন। এটা কি হতে পারে যে আমাদের সুযোগ্য বিপক্ষগামীরা শেষ অবধি বুণ্ডপন্থীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

এখানে যা বলা হয়েছে এর পর বিপথগামীদের যুক্তির আর কি অবশিষ্ট থাকে?

আন্তর্জাতিকতার পতাকা নিয়ে চাতুরী ও লেনিনের বিরুদ্ধে অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে যারা বিচ্যুত হয়েছে তারা খুব বড় রকম ভুল করবে যদি তারা মনে করে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার যুগ হল জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষয় ও বিলোপের যুগ। ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তব ঘটনা এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের যুগ ও সমাজতন্ত্র গঠনের যুগ হল এমন একটি যুগ যে সময়ে জাতীয় সংস্কৃতি যা বস্তুত সমাজতান্ত্রিক, আকারে জাতীয়, তার **বিকাশ ঘটে**। মনে হয় তারা বুঝতে পারে না যে যখন যার যার জাতীয় ভাষায় সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে ও স্থায়ী হয়েছে তখন সেই সব জাতীয় সংস্কৃতিগুলির বিকাশ নিশ্চয়ই নতুন শক্তিতে অগ্রসর হবে। তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে একমাত্র জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলে তবেই সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে পশ্চাৎপদ জাতিগুলির পক্ষে যথার্থভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়। তারা বোঝে না যে সোভিয়েতের জনসমাজগুলির জাতীয় সংস্কৃতিকে **সাহায্য ও সমর্থন** করার লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিই হচ্ছে এই।

এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে আমাদের মতো যারা ভবিষ্যতে জাতীয় সংস্কৃতিগুলিকে একটি মাত্র ভাষা আশ্রয়ী একটি সংস্কৃতিতে, মিলিত (আকারে ও বিষয়ে) দেখতে চায় তারা আবার একই সঙ্গে বর্তমান সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে জাতীয় সংস্কৃতিগুলির **বিকাশ** দেখতে চায়। কিন্তু এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই। জাতীয় সংস্কৃতিগুলি যাতে একটি সাধারণ ভাষা নিয়ে একটি মিলিত সংস্কৃতিতে পরিণত হতে পারে তার জন্য জাতীয় সংস্কৃতিগুলির বিকাশ, বিস্তার ও সম্ভাবনাগুলি প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে আকারে জাতীয় প্রকৃতিতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিগুলি বিকশিত করতে হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, যখন শ্রমিকশ্রেণী দুনিয়াময় বিজয়লাভ করবে ও সমাজতন্ত্র প্রতিদিনকার ব্যাপার হবে তখন ঐ সংস্কৃতিগুলি একটি সাধারণ ভাষায় একটি মিলিত সমাজতান্ত্রিক (আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ত) সংস্কৃতিতে পরিণত হবে—জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নে লেনিনবাদী উপস্থাপনার দ্বান্দ্বিক চরিত্র এই।

বলা যেতে পারে এইভাবে উপস্থিত করলে প্রশ্নটি "স্ব-বিরোধী" হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা রাষ্ট্রের প্রশ্নটি যে ভাবে বিবেচনা করেছি তাতেও কি একই ধরনের "স্ব-বিরোধিতা" নেই? আমরা চাই রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাক, অথচ আমরা একই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব দৃঢ় করতে চাইছি, যা হল আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যত আকার দেখা গেছে তার মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলোপের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশ—মার্কসবাদী সূত্র এইরকম। এটা কি "স্ব-বিরোধী"? হ্যাঁ "স্ব-বিরোধী"। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব একটি বাস্তব জিনিস এবং মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি পরিপূর্ণ প্রতিফলন।

অথবা উদাহরণ হিসাবে, লেনিন যে ভাবে জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সমেত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন সেটি বিবেচনা করুন। লেলিনন কোন কোন সময় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের থিসিস একটি সরল সূত্রের আকারে প্রকাশ করেছেন: "সংযুক্তির জন্য বিচ্ছেদ"। চিন্তা করুন সংযুক্তির জন্য বিচ্ছেদ! এটা এমন কি স্ব-বিরোধী বলে মনে হতে পারে। এবং তা সত্ত্বেও এই "স্ব-বিরোধী" সূত্রই মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের জীবন্ত সত্যকে প্রকাশ করছে যার সাহায্যে বলশেভিকরা জাতি সম্পর্কিত প্রশ্নের সবচাইতে দুর্ভেদ্য দুর্গ দখল করতে পেরেছে।

জাতীয় সংস্কৃতির সূত্র সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য: দুনিয়াময় সমাজতন্ত্রের সাফল্যের যুগে জাতীয় সংস্কৃতিগুলির (ও ভাষাগুলির) বিলোপ ও তাদের একটি সাধারণ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির (ও একটি সাধারণ ভাষার) মধ্যে মিলিত করার উদ্দেশ্যে, একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে জাতীয় সংস্কৃতিগুলির (ও ভাষাগুলির) বিকাশ।

যে কেউ আমাদের পরিবর্তনের সময়ের এই বৈশিষ্ট্য এবং এই "স্ব-বিরোধী" চরিত্র বুঝতে পারেননি, যে কেউ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এই দ্বান্দ্বিক চরিত্র বুঝতে পারেননি, তিনিই মার্কসবাদে পৌঁছুতে পারেননি।

আমাদের বিপথগামীদের দুর্ভাগ্য যে মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝেন না, বুঝতে চান না

গ্রেটরুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি সম্পর্কে অবস্থা হল এই।

এটা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না যে এই বিচ্যুতি আগেকার দিনে প্রাধান্য-ভোগী গ্রেট-রুশীয় জাতির ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলির হারানো সুবিধাগুলি ফিরে পাওয়ার চেষ্টার প্রতিফলন।

এই জন্যই গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদ পার্টির মধ্যে জাতিসম্পর্কিত প্রশ্নে প্রধান বিপদ।

স্থানীয় জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির সার কি? স্থানীয় জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির সার হল: নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার ও নিজেকে নিজের জাতির খোলসের মধ্যে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা; নিজের জাতির মধ্যে শ্রেণী পার্থক্য চাপা দেয়ার চেষ্টা; সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাধারণ ধারা থেকে এক পাশে সরে গিয়ে গ্রেট-রুশীয় উগ্রজাতীয়তাবাদকে বাধা দেয়ার চেষ্টা; সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসত্তাগুলির মেহনতী জনগণকে যা একত্রিত করছে ও মিলিত করছে সেগুলির দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা ও যেগুলি তাদের বিচ্ছিন্ন করছে মাত্র সেইগুলিই দেখার চেষ্টা।

আগেকার নিপীড়িত জাতিগুলির মৃতপ্রায় শ্রেণীগুলির শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ, তাদের জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের-আলাদা করে রাখা ও সেখানে তাদের নিজেদের শ্রেণী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা—স্থানীয় জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির মধ্যে এইগুলি প্রতিফলিত হয়।

এই বিচ্যুতিতে বিপদের বিষয় হল যে এতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ পুষ্ট করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী জনগণের ঐক্য দুর্বল করে ও বাইরের হস্তক্ষেপকারীদের হাতে গিয়ে পড়তে হয়।

স্থানীয় জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির সার কথা হল এই।

পার্টির কর্তব্য এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম করা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসমাজগুলির মেহনতী জনতার আন্তর্জাতিকতা শিক্ষার অবস্থা সৃষ্টি করা।

আলোচনার উত্তরের অংশ বিশেষ

লিখিত প্রশ্নগুলির দ্বিতীয় সমষ্টি জাতিসমস্যা সম্পর্কে। এই লিখিত প্রশ্নগুলির একটি আমার কাছে সবচাইতে আকর্ষণীয়। এতে, ষোড়শ কংগ্রেসের রিপোর্টে

জাতীয় ভাষায় সমস্যা সম্পর্কে আমি যে বক্তব্য রেখেছি তার সঙ্গে এই প্রশ্নে ১৯২৫ সালে প্রাচ্য জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে বক্তৃতা করেছিলাম তার তুলনা করা হয়েছে ও বলা হয়েছে আমার বক্তব্যে কিছুটা স্পষ্টতার অভাব আছে যার ব্যাখ্যা করা দরকার। এই নোটে বলা হয়েছে :

"তখন আপনি (একটি দেশে) সমাজতন্ত্রের যুগে জাতীয় ভাষাগুলির বিলোপ ও একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টি সম্পর্কে (কাউট্স্কির) তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন ; কিন্তু এখন ষোড়শ কংগ্রেসে আপনার রিপোর্টে আপনি ঘোষণা করছেন যে কমিউনিস্টরা জাতীয় সংস্কৃতিগুলি ও জাতীয় ভাষাগুলিকে একটিমাত্র সাধারণ ভাষায় একটি সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে মিলিত দেখতে চায় (দুনিয়াময় সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের যুগে)। এখানে কি স্পষ্টতার অভাব নেই ?"

আমি মনে করি এখানে কোন অস্পষ্টতা বা স্ব-বিরোধিতা নেই। ১৯২৫ সালে আমার বক্তৃতাতে আমি কাউট্স্কির জাতীয় উগ্রতার মতব্যদের বিরোধিতা করছিলাম। কাউটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সংযুক্ত অষ্ট্রো-জার্মান রাষ্ট্রে শ্রমিক বিপ্লব সফল হলে জাতিগুলি মিশে একটিমাত্র সাধারণ জার্মান জাতিতে পরিণত হত, একটি মাত্র সাধারণ জার্মান ভাষা থাকত, ও চেকরা জার্মানীকৃত হত। এই তত্ত্ব মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বিরোধী এই কারণে আমি এর বিরোধিতা করেছিলাম ও তাঁর মতবাদ খণ্ডনের জন্য আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের পর আমাদের দেশের জীবনের ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম। ষোড়শ কংগ্রেসে আমার এই রিপোর্ট থেকে দেখা যাবে আমি এখনও এই তত্ত্বে আপত্তি করি। আমি এতে আপত্তি করি এই জন্য যে সমস্ত জাতিগুলির, ধরা যাক, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতিগুলির একটি মাত্র সাধারণ ভাষা নিয়ে একটি মাত্র সাধারণ গ্রেট-রুশীয় জাতিতে পরিণত হওয়ার তত্ত্ব লেনিনবাদ-বিরোধী জাতীয় উগ্রতার তত্ত্ব; ও লেনিনবাদের এই মূল নীতির বিরোধী যে নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় পার্থক্য দূর হতে পারে না এবং দীর্ঘদিন, এমন কি দুনিয়াময় শ্রমিক বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পরও, এগুলি থাকতে বাধ্য। জাতীয় সংস্কৃতিগুলি ও জাতীয় ভাষাগুলির সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে, আমি সব সময় এই মত পোষণ করেছি ও এখনও করি যে দুনিয়াময় সমাজতন্ত্রের সাফল্যের যুগে, যখন সমাজতন্ত্র সুদৃঢ় হয়েছে ও দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে তখন জাতীয় ভাষাগুলি অনিবার্যতাবে একটি মাত্র সারারণ ভাষায় পরিণত হবে ; সে

ভাষা অবশ্যই গ্রেট-রুশীয় বা জার্মান ভাষা হবে না, হবে নতুন কিছু। ষোড়শ কংগ্রেসের রিপোর্টেও আমি এ বিষয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছি।

তাহলে, এখানে স্পষ্টতার অভাব কোথায়, আর যথার্থই কোন বিষয়ের বা ব্যাখ্যা দরকার ?

আমার মনে হয় এই নোট রচয়িতারা অন্তত দুটি বিষয় সম্পূর্ণ বোঝেননি প্রথমত, তাঁরা ধারণা করতে পারেননি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা ইতোমধ্যে সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছি এবং এ-সত্ত্বেও জাতিগুলি বিলুপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, সেগুলি আরও বিকশিত ও উন্নত হচ্ছে। বাস্তবিকই কি আমরা সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছি ? আমাদের যুগকে সাধারণত পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুগ বলা হয়। ১৯১৮ সালে একে পরিবর্তনের কাল বলা হত যখন লেনিন তাঁর "বামপন্থী ছেলেমানুষী" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রথম এই যুগকে তার পাঁচ আকারের অর্থনৈতিক জীবন সমেত বর্ণনা করেছিলেন। আজ ১৯৩০ সালে একে পরিবর্তনের যুগ বলা হচ্ছে যখন ঐ সমস্ত আকারের কতকগুলি ইতোমধ্যে অকেজো হয়ে তলায় চলে গেছে কিন্তু তাদের একটি অর্থাৎ শিল্প ও কৃষিতে নতুন আকার অভূতপূর্ব গতিতে বাড়ছে ও উন্নত হচ্ছে। এ কথা কি বলা চলে যে এই দুটি পরিবর্তনকালই এক; এবং তাদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই ? স্পষ্টতই নয়। ১৯১৮ সালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল ? ছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়া শিল্প ও সিগারেট ধরাবার যন্ত্র, যৌথ বা সোভিয়েত খামার কোন ব্যাপক ঘটনা ছিল না; আর শহরে "নতুন" বুর্জোয়া ও গ্রামদেশে কুলাকদের উদ্ভব। আজ আমাদের কি আছে ? একটি সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা পুনরায় বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে ও নতুন করে গড়া হচ্ছে; একমাত্র রবিশস্যের খামারেরই শতকরা চল্লিশ ভাগেরও বেশী অংশ নিয়ে উন্নত সোভিয়েত ও যৌথ খামার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে; শহরে রয়েছে একটি মুমূর্ষু "নতুন" বুর্জোয়া শ্রেণী ও গ্রামদেশে একটি মুমূর্ষু কুলাক শ্রেণী। প্রথমটি ছিল পরিবর্তনের যুগ, দ্বিতীয়টিও পরিবর্তনের যুগ। তবুও তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এবং তা সত্ত্বেও কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে

* ঐ সময়ে ধাতুশিল্পের ভগ্নদশা ও কারখানাগুলো অচল থাকার জন্য শ্রমিকরা প্রায়ই তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য যান্ত্রিক সিগারেট লাইটার তৈরী করে নিত।

আমরা শেষ গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিপতি শ্রেণী, অর্থাৎ কুলাক শ্রেণীকে নির্মূল করার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। এটা স্পষ্ট যে আমরা পুরানো অর্থে পরিবর্তনের যুগে থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং আগাগোড়া প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক গঠনের অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি। এটা স্পষ্ট যে আমরা ইতোমধ্যেই সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছি কেন না সমাজতান্ত্রিক বিভাগই এখন সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিচালন-দণ্ডগুলি নিয়ন্ত্রিত করছে; অবশ্য এখনও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণ করতে ও শ্রেণী পার্থক্য দূর করতে আমাদের বহু দেরী আছে। এবং তা সত্ত্বেও, জাতীয় ভাষাগুলি বিলুপ্ত হয়ে একটি ভাষায় পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ আমরা দেখছি সেগুলি আরও উন্নত ও বিকশিত হচ্ছে। এটা কি স্পষ্ট নয় যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের যুগে, ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক গঠনের অধ্যায়ে, **একটি মাত্র** দেশে জাতীয় ভাষাগুলির বিলোপ ও সেগুলির একটি মাত্র সাধারণ ভাষায় পরিণত হওয়ার তত্ত্ব, ভুল, মার্কসবাদবিরোধী ও লেনিনবাদ বিরোধী?

দ্বিতীয়ত, এই নোটরচয়িতারা বুঝতে পারেননি যে জাতীয় ভাষার বিলুপ্তি ও সেগুলির একটি মাত্র সাধারণ ভাষায় পরিণত হওয়া একটি **রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন** নয়, **একটি** দেশে সমাজতন্ত্র জয়ী হওয়ার প্রশ্ন নয়; এটি একটি **আন্তর্জাতিক** প্রশ্ন, **আন্তর্জাতিক** পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের প্রশ্ন। এই নোট-রচয়িতারা একথা বুঝতে পারেননি **একটি মাত্র** দেশে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের সঙ্গে **আন্তর্জাতিক ভাবে** সমাজতন্ত্রের সাফল্যকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই লেনিন বলেছিলেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠারও পরে দীর্ঘদিন জাতীয় পার্থক্যগুলি টিকে থাকবে। আরও আমাদের একটি অবস্থার কথা মনে রাখতে হবে যা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেকগুলি জাতিসত্তাকে স্পর্শ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি ইউক্রেন আছে। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে আর একটি ইউক্রেন আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি শ্বেত রাশিয়া আছে। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে আর একটি শ্বেত রাশিয়া আছে। আপনারা কি কল্পনা করেন যে এই বিশেষ অবস্থা আমলে না এনে ইউক্রেনীয় বা শ্বেতরুশীয় ভাষা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? আরও, সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তীয় অঞ্চল বরাবর আজার বাইজান থেকে কাজাকস্তান ও বুরিয়াত মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত অবস্থিত জাতিসত্তাগুলির কথা ধরুন। এদের সবগুলির অবস্থা ইউক্রেন ও শ্বেত রাশিয়ার মত। স্পষ্টতই এখানেও আমাদের এই সব জাতিসত্তা-

গুলির বিকাশের বিশেষ অবস্থাবিবেচনা করতে হবে। এটা কি স্পষ্ট নয় যে জাতীয় ভাষাগুলি ও জাতীয় সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে জড়িত এই সব এবং এগুলির মতো অন্যান্য প্রশ্নগুলি একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে সমাধান করা সম্ভব নয় ?

কমরেডস্ সাধারণভাবে জাতি সম্পর্কিত প্রশ্নে এবং আমি জাতি সম্পর্কিত প্রশ্নে বিশেষভাবে যে নোটের কথা বলেছি—সেই বিষয়ে এই হল অবস্থা।

টীকা

১। অর্থাৎ জর্জিয়াতে সাফ -প্রথা বিলোপের আগে (১৮৬৩-৬৭)।

২। রুশ লেখক গ্লেব উস্পেন্স্কির 'পুলিশ থানা' নামে গল্প থেকে কথাটি নেওয়া হয়েছে। তিনি সে গল্পে একজন অতি উৎসাহী পুলিশ অফিসারের ছবি এঁকেছেন, যে অফিসার অতি তুচ্ছ কারণেই 'গ্রেপ্তার করতে ও বাধা দিতে' প্রস্তুত। কথাটি কর্কশ পুলিসী ব্যবস্থার প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে।

৩। উল্লেখটা হচ্ছে প্রথম বল্কান যুদ্ধ সম্বন্ধে। ১৯১২-এর অক্টোবর মাসে এ যুদ্ধ বেধেছিল। তার একদিকে ছিল বুলগারিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস ও মন্টিনিগ্রো, অন্যদিকে তুর্কী।

৪। রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবর পার্টির চতুর্থ (তৃতীয় সর্ব-রুশীয়) সম্মেলন (নভেম্বর ৫-১২, ১৯০৭) এবং তার পঞ্চম (সর্ব-রুশীয় ১৯০৮) সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী দেখুন।

৫। জাগিলো—পোলিশ সোস্যালিস্ট পার্টির জনৈক সভ্য, বুণ্ড ও পোলিশ সোস্যালিস্ট-পার্টি পোলিশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাস্ট-বিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যে ব্লক গঠন করে তার সাহায্যে জাগিলো ওয়ারশ থেকে চতুর্থ স্টেট ডুমার ডেপুটি নির্বাচিত হন। ডুমার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক গ্রুপের সভায় ছ'জন বলশেভিকের বিরুদ্ধে সাতজন মেনশেভিক লিকুইডেটরের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জাগিলোকে সেই গ্রুপের সভ্য রূপে গ্রহণ করা হবে।